শ্রী

রাধাকৃষ্ণ।

(নাটক)

"The arts of poetry are only the business of the artist god; they have no business with the god of mathematics, and if it suits me, I shall have no hesitation in making the sun turn round the earth."

Paul de Musset.

দুই বোন, দুই ভাই, মণিমহেশ, অংশুমতী প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

কলিকাতা

৫নং উড্ ষ্ট্রীট হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ১৷৷০ টাকা।

শ্রী

রাধাকৃষ্ণ

(নাটক)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অগ্নিরাশির মধ্যে জ্বলন্ত উড্ডীয়মান কেশ, রক্তচক্ষু শুভ্রদেহ, সত্বগুণের মূর্ত্তি, শিব মৃতা প্রকৃতিকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া—সীনে অঙ্কিত।]

নেপথ্যে গান—যেন শিবের মুখ হইতে বাহির হইতেছে।

বাগেশ্রী মধ্যমান।

শক্তিহীন শিব এবে নহি আর সৃষ্টিধব
কক্ষচ্যুত লক্ষ্যভ্রষ্ট নষ্ট আজি চরাচর।
জগতের কেন্দ্রভূতা ধরা শ্যামল সুন্দর।
কোথায় মিশায়ে গেছে চিহ্নমাত্র নাহি তার।
রজনীগগন পরে অবনীর শোভা করে
সে শশাঙ্ক শূন্য অঙ্ক সশঙ্ক আজি অম্বর।

লক্ষ কোটি গ্রহ তারা চক্ষুহীন রক্ষীহারা
আঘাতিয়া পরস্পরে জ্ব'লে হ'ল ছারখার।
মুহুর্মুহু শূন্য মাঝে আঘাতের বজ্র বাজে
ধূ ধূ জ্বলে কাল বহ্নি ভৈরবের ও ভয়ঙ্কর
শান্ত হ'ল ব্যোম দাহ ক্ষান্ত সৃজন প্রবাহ
তমোরাশি প্রেতসম নাচিল গগন পর।
পূর্ণ প্রলয়ের খেলা শূন্য জ্যোতিষ্কের মেলা
তুমি নাই আমি নাই অবাঙ্ মনস গোচর।

(শিব আকাশে মিশাইয়া গেলেন, ষ্টেজ অন্ধকার হইল।)

(নেপথ্যে কন্সার্টের সুরে বেদগান)

নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমাপরোযৎ।
কিমাবরীব কুহকস্য শর্ম্মন্
অন্তঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরং।
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্নপরং কিঞ্চনাস।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সীনে কৃষ্ণকেশা, শুভ্রবর্ণা, কৃষ্ণচক্ষু রক্তবস্ত্রা জ্ঞানরূপা দ্বিভুজা সরস্বতীর ক্রোড়ে তমোরূপী গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ দ্বিভুজ শিশু বিষ্ণু স্তন্য পান করিতেছেন।

(সরস্বতীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে)

লভ বক্ষে সুখ স্পর্শ চাখ অমৃত বক্ষোজ
শুন কর্ণে মম বাণী হের আনন সুন্দর
ঘ্রাণ মোর পুণ্য গন্ধ অনুভব দ্বৈতানন্দ
লভ জ্ঞান সনাতন হও পূর্ণ পরাৎপর ॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রক্তবর্ণ শুক্লকেশ রজোরূপী দ্বিভুজ ব্রহ্মা জ্যোতির্ম্ময় কারণ বারির উপর শায়িত। তাঁহার নাভি হইতে উত্থিত রক্তপদ্মের উপর দ্বিভুজ কৃষ্ণকেশা শ্বেতবাসা রক্তবর্ণা জগদ্ধাত্রী।

(জগদ্ধাত্রীর মুখ দিয়া বেদগান হইতেছে)

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ
অহং মিত্রাবরুণোভা বির্ভম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্ মম যোনিরপস্বন্তঃ সমুদ্রে
ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বা উতামূংত্বাং বর্ম্মণোপস্পৃশামি ॥
অহমেব বাত ইব প্রবামি আরভমানা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা এতামতী মবিনা সংবভূব ॥

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

অনন্ত জলধি, আকাশে পূর্ণচন্দ্র, জল মধ্যে ভাসমান বৃহৎ মৎস্য সকল।

(নেপথ্যে গীত)

কেশবধৃত অণ্ডজরূপ জয় জগদীশ হরে।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

জলরাশির মধ্য হইতে উত্থিত কূর্ম্মরূপ প্রস্তরময় দ্বীপের মধ্যে এক পর্ব্বত হইতে অগ্নি ও ধূম নির্গত হইতেছে।

(নেপথ্যে গীত)

কেশবধৃত ভূমিশরীর জয় জগদীশ হরে।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

গোধাজাতীয় বৃহৎ সরীসৃপ সকল জলে ও স্থলে বেড়াইতেছে ও পরস্পরকে ধরিয়া আহার করিতেছে।

(নেপথ্যে গীত)

কেশবধৃত গোধিকারূপ জয় জগদীশ হরে।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

প্রস্তরময় দ্বীপ মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছে, তাহাতে বৃক্ষলতা, তৃণ, গুল্মাদির উৎপত্তি হইয়াছে।

(নেপথ্যে গীত)

কেশবধৃত উদ্‌ভিদরূপ জয় জগদীশ হরে।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

বৃক্ষোপরি ও হরিৎক্ষেত্রে পক্ষী ও পতঙ্গ সকল বিচরণ করিতেছে।

(নেপথ্যে গীত)

কেশবধৃত পক্ষগরূপ জয় জগদীশ হরে।

নবম গর্ভাঙ্ক।

পশ্চাতের পদদ্বয় সমুদ্রগর্ভে, সম্মুখের পদদ্বয় ভূমির উপর রাখিয়া সুবৃহৎ দন্তদ্বয় দ্বারা ভূমি খননশীল এক প্রকাণ্ড লোমশ হস্তী দণ্ডায়মান। তাহার পার্শ্বে ঐ জাতীয়া এক দন্তহীনা হস্তিনী করভকে স্তন্য পান করাইতেছে।

(নেপথ্যে গীত)

কেশবধৃত স্তন্যপরূপ জয় জগদীশ হরে।

দশম গর্ভাঙ্ক।

বনভূমি ; বৃক্ষে ফল ফলিয়াছে লাঙ্গুলযুক্ত বানরগণ ডালে বসিয়া ফল খাইতেছে। নিম্নে বৃহদাকার লাঙ্গুলহীন বানরগণ ঋজুভাবে চলিতেছে।

(নেপথ্যে গীত)

কেশবধৃত বানররূপ জয় জগদীশ হরে।

একাদশ গর্ভাঙ্ক।

এক নদী তীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর। একস্থানে অনেকগুলি নগ্না নারী শিশু সন্তান কোলে বসিয়া আছে। তাহাদিগকে ঘিরিয়া বহু সংখ্যক নগ্ন পুরুষ লগুড় হস্তে দণ্ডায়মান। দূরে শ্বাপদগণ শিকারের চেষ্টায় ফিরিতেছে।

(নেপথ্যে গীত)

কেশবধৃত মানবরূপ জয় জগদীশ হরে।

দ্বাদশ গর্ভাঙ্ক।

বৃহৎ সুন্দর গৃহে রাজা উচ্চ আসনে বসিয়া আছেন, বহু সুবেশ নরনারী তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে, অনেকে প্রণাম করিতেছে।

(নেপথ্যে গীত)

কেশবধৃত রাজশরীর জয় জগদীশ হরে।

ত্রয়োদশ গর্ভাঙ্ক।

অকূল জলরাশির মধ্যে বৃহৎ শ্বেত পদ্ম; তদুপরি দণ্ডায়মান সমত্রিগুণ রাধাকৃষ্ণ। কৃষ্ণের বর্ণ অত্যুজ্জ্বল ঈষৎ কৃষ্ণাভ হীরকের ন্যায়। গলে শুভ্র বনমালা, হস্তে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ বংশী। পরিধানে হীরক খচিত ঈষৎ পীতাভ বসন। ওষ্ঠাধর, কর ও পদতল রক্তাভ। নয়নে লালিমা, কেশ ও চক্ষুর তারা কৃষ্ণবর্ণ। রাধার অঙ্গ অত্যুজ্জ্বল ঈষৎ রক্তাভ হীরকের ন্যায়। কেশ ও চক্ষুর তারা কৃষ্ণবর্ণ। বসন নীলাভ।

(নেপথ্যে গীত)

রাধাবদনবিলোকনবিকশিতবিবিধবিকারবিভঙ্গং।
জলনিধিমিববিধুমণ্ডলদর্শনতরলিততুঙ্গতরঙ্গং॥
হরিমেকরসং চিরমভিলষিতবিলাসং
সা দদর্শ গুরুহর্ষবশম্বদবদনমনঙ্গবিকাশং॥
হারমমলতরতারমুরসিদধতং পরিলম্ব্য বিদূরং
স্ফুটতরফেনকদম্বকরাম্বিতমিব যমুনাজলপূর্ণং॥
শ্যামলমৃদুলকলেবরমণ্ডনমধিগতগৌরদুকূলং
নীলনলিনমিব পীতপরাগপটলভরবলয়িতমূলং॥

(যেন কৃষ্ণ ও রাধার মুখ হইতে কথা বাহির হইতেছে)

রাধা। পরব্রহ্মের পূর্ণস্বরূপ প্রেমময় প্রভো! পৃথিবীতে সভ্যতার বিকাশ হয়েছে, মনুষ্যগণ রাজার বশ্যতা স্বীকার করে' নিয়মের অধীন হয়েছে। বিবাহ প্রথা দ্বারা, নরনারীর সম্বন্ধ সংযত হয়েছে। কৃষি বাণিজ্যের, কারুকার্য্যের বিস্তার হয়েছে, ঋষিগণ বেদের প্রচার করেছে। কিন্তু এখনও মানব সমাজে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব, আদর্শ প্রেমের অভাব, নিষ্কাম ধর্ম্মের অভাব, যোগের অভাব। ঐ সকল অভাব পূরণই এ যুগে আমাদের কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণ। এ সকল অভাব সম্যকরূপে পূর্ণ কত্তে গেলে আমাদের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে হয়।

রাধা। তথাস্তু।

চতুর্দ্দশ গর্ভাঙ্ক।

(যমুনা পুলিন)

বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীগণের প্রবেশ ও একদিকে বিদ্যাধর অপরদিকে বিদ্যাধরীগণের দণ্ডায়মান হইয়া গীত।

বিদ্যাধর। নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ।

বিদ্যাধরী। জলদ সুন্দর কম্বু কন্ধর ইন্দু নিন্দিত বন্দ্য ত্রিভঙ্গ॥

বি-ধর। জয়তি জয় বৃষভানু নন্দিনী শ্যাম মোহিনী রাধিকে।

বি-ধরী। কষিত কনক কান্তি কলেবর কিরণে জিত কমলাধিকে।

বি-ধর। গণ্ড মণ্ডল ঝলিত কুণ্ডল উড়ে চূড়ে শিখণ্ড।

বি-ধরী। কেলি তাণ্ডব তাল পণ্ডিত বাহু দণ্ডিত দণ্ড ॥

বি-ধর। রাধারমণ রমণী মোহন বৃন্দাবন বনদেব।

বি-ধরী। অভিনব রাস রসিক বর নাগর, নাগরীগণ সেব ॥

বি-ধর। মুখরিত মুরলী মিলিত মুখ মোদনে মরকত মুকুর মৈলান।

বি-ধরী। মানিনী মান মুচুকায়লী মুনি মানস মুচুকান ॥

বি-ধর। গোবর্দ্ধন ধর ধরণী সুধাকর মুখরিত মোহন বংশ।

বি-ধরী। দাম সুদাম সুবল সখা সুন্দর চন্দন চারু অবতংশ ॥

যবনিকা

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ব্রজপুর—রাজা বৃষভানুর বাটী।

বৃষভানু ও তাঁহার সেনাপতি আয়ান।

আয়ান। ব্রজরাজ নন্দ আজ নিরানন্দ। যে গোধনের গর্ব্বে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান কত্তেন তার সহস্রাধিক (বুকে হাত দিয়া) এই আয়ান আজ হস্তগত করেছে।

বৃষভানু। যুদ্ধ কত্তে হয়েছিল কি ?

আয়ান। যুদ্ধ করে কে ? আমার সিংহনাদ শুনেই গোরক্ষকেরা পালিয়ে গিছ্‌ল।

বৃষ। ধন্য ধন্য তুমি !

আয়ান। আমার সে প্রার্থনাটি পূর্ণ করুন এইবার।

বৃষ। রাণীকে জিজ্ঞাসা করে এ কথার উত্তর দেব।

আয়ান। তিনি যদি অমত করেন ?

বৃষ। কি জান ? কন্যার বিবাহে মাতারই প্রভুত্ব অধিক।

আয়ান। তাঁকে বুঝিয়ে দেবেন এ রাজ্যের আমি কে ; আর আপনি এ বিষয়ে আমার কাছে প্রতিশ্রুত আছেন।

বৃষ। হাঁ হাঁ বলব বইকি।

আয়ান। তাঁকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্চি। (প্রস্থান)

রাণী কমলাবতীর প্রবেশ।

কমলা। কি ভাবচো ?

বৃষ। রাইয়ের বিয়ের কথা।

কমলা। কিছু ঠিক করেছ নাকি ?

বৃষ। আয়ানের সঙ্গে দিলে হয়না ?

কমলা। আয়ানের সঙ্গে রাইয়ের বিয়ে! তোমার ভীমরতি হয়েছে।

বৃষ। ঐ ত নন্দর সৈন্য যুদ্ধে পরাস্ত করে তার গোধন হরণ করে এনেছে।

কমলা। যুদ্ধ করেত আনেনি, গোকুলের যুবরাজ আজ এখানে নেই ; গরু চুরি করে এনেছে।

বৃষ। ও একই কথা। শত্রুর ধন যেন তেন প্রকারেন হরণীয়।

কমলা। ও কি আমার রাইএর যুগ্যি ?

বৃষ। কথা যে দিয়ে ফেলেচি।

কমলা। রাই রাজী হবে না।

বৃষ। আমি তাকে ডেকে দিচ্চি। তুমি বুঝিয়ে বল। (প্রস্থান)

রাইএর প্রবেশ।

রাই। আমাকে ডেকেছ মা ?

কমলা। তোকে যে অনেকক্ষণ দেখিনি, কি কচ্ছিলি ?

রাই। বীণা বাজাচ্ছিলাম।

কমলা। রাজা যে তোর বিয়ের ঠিক করেছেন।

রাই। আমার বিয়ে ত হয়ে গেছে।

কমলা। সে কি, কবে হ'ল ?

রাই। আমার জ্ঞান হবার আগে।

কমলা। এই দেখ্ পাগলী।

রাই। পাগলী নয়। সত্যি বিয়ে হয়ে গেছে।

কমলা। কার সঙ্গে হ'ল ?

রাই। বাঁশীর সুরের সঙ্গে।

কমলা। সুরের সঙ্গে কি বিয়ে হয় ?

রাই। তবে যার বাঁশী তার সঙ্গে হয়েছে।

কমলা। কই আমি ত বাঁশীর সুর শুনিনি।

রাই। সে আমার প্রাণের ভেতর বাজে।

কমলা। যে বাজায় তাকে দেখেছিস ?

রাই। ছেলেবেলা দেখতে পেতাম, এখন পাইনে। কেবল বাঁশী শুনতে পাই।

কমলা। কি রকম দেখতে সে ?

রাই। ঐ যে তোমার আংটীর হীরে ঠিক ঐ রকম রং!

কমলা। এ রকম রং কি মানুষের হয় ?

রাই। সে ত মানুষ নয়। ঐ শোন বাঁশী বাজছে।

কমলা। আমি ত কিছু শুন্‌তে পাচ্ছি নে।

রাই। আমি ত স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্ছি। আমি ঐ সুরে রোজ বীণা বাজাই।

কমলা। রাজা আয়ানকে কথা দিয়েছেন।

রাই। কি কথা ?

কমলা। তোর সঙ্গে বিয়ে হবে এই কথা। সে যে গোকু-লের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছে।

রাই। গোকুলের সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছে না কি ?

কমলা। নন্দ রাজা তাঁর ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবার জন্য দূত পাঠিয়েছিলেন, আয়ান দূতকে তাড়িয়ে দেয়। দূত শাসিয়ে গিছল, তাই আয়ান তাদের গরু চুরি করে এনেছে।

রাই। আস্পর্দ্ধা কম নয়, আমার বিয়ের সম্বন্ধ কত্তে দূত পাঠায়। খুব করেছে গরু চুরি করেছে।

কমলা। এইবার দুই রাজ্যে যুদ্ধ হবে।

রাই। অনেক লোক মরে যাবে। না মা খুব করে নি। অন্য লোক না মরে আমি ম'রে গেলে ভাল হ'ত।

কমলা। তুই কেন মরবি ? তোর শত্রু মরুক।

রাই। আমার ত কেউ শত্রু নেই।

কমলা। আয়ানের সঙ্গে যদি তোর বিয়ে না হয় সে তোর শত্রু হবে।

রাই। হয় হ'ক আমি তাকে বিয়ে কত্তে পারবো না!

কমলা। তা ত করবি নে, কিন্তু তোর সেই বাঁশী বাজান বরকে কোথা পাব ?

রাই। যে সেই সুরে বাঁশী বাজাবে সেই আমার বর।

কমলা। যদি মেলা লোক সে সুরে বাঁশী বাজায় ?

রাই। আমি আমার বরকে দেখ্‌লেই চিন্‌তে পারবো। এস আমি বীণা বাজিয়ে তোমাকে সে স্বর শোনাচ্চি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মথুরা ও গোকুলের মধ্যে সান্দীপনি মুনির আশ্রম।

সান্দীপনি।

সান্দী। দেশের দুর্দ্দশার একশেষ হয়েছে। বৈদিক ভাষার অর্থবোধ পর্য্যন্ত কত্তে এখনকার ব্রাহ্মণেরা পারে না। তারা কেবল সোমপান আর পশু বলি নিয়েই ব্যস্ত। উপনিষদ সকল লিখিত হয়েছে কিন্তু উপনিষৎ পাঠের উপযুক্ত লোক ত দেখ্‌তে পাইনে। ক্ষত্রিয় রাজারা ভয়ঙ্কর অত্যাচারী হয়েচে। জরাসন্ধ সহস্র বন্দীরাজাকে যজ্ঞে বলি দেবে, তার জামাতা কংস ভগ্নী দেবকীর রাজ্য কেড়ে নিয়েছে। বোধ হয় কন্যার স্বয়ংবরের জন্যে দেশের বীরদের রণক্রীড়ায় আহ্বান করেছে। ব্যাস বল্‌ছিলেন শীঘ্র যুগ বিপর্য্যয় হবে। কিন্তু যুগ বিপর্য্যয়ের জন্য যে যুগাবতারের প্রয়োজন।

কাহ্নার প্রবেশ।

কাহ্না। বাসুদেব দেবকী নন্দন নন্দসুত কাহ্না আপনার চরণ বন্দন কচ্চে।

সান্দী। বিজয়ী হও। তুমি রাজপুত্র হয়ে প্রাকৃত ভাষায় নিজের নাম কেন উচ্চারণ কল্লে ?

কাহ্না। আমি গোকুলে পালিত। সেখানে সংস্কৃতের চর্চ্চা নাই, অধিকাংশ লোকই গোপালক, তারা আমাকে কাহ্না বলেই ডাকে।

সান্দী। নন্দরাজ ক্ষত্রিয় হয়ে বৈশ্য ভাবাপন্ন কেন হয়েছেন ?

কাহ্না। তিনি অতি শান্ত প্রকৃতি ; গোপালন দ্বারা গোকুল রাজ্যকে খুব সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

সান্দী। তাঁর গোধন যদি কেউ হরণ করে ? ক্ষত্রিয় রাজার ত বৈশ্য ধর্ম্ম অবলম্বন ক'ল্লে চলে না।

কাহ্না। তিনি কারও সঙ্গে বিবাদ করেন না। কে তাঁর গোধন হরণ করবে ?

সান্দী। তুমি কখন্ গোকুল ছেড়েছ ?

কাহ্না। প্রত্যূষে। মথুরায় যাচ্ছি রণক্রীড়া দেখতে।

সান্দী। তুমি ধনুর্ব্বেদ শিখেছ ?

কাহ্না। এখনও দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ শিখিনি। আপনিই দিব্যা-স্ত্রের গুরু তাই আপনার চরণ প্রান্তে উপস্থিত হইছি।

সান্দী। গোকুলে সংস্কৃতের চর্চ্চা নেই, তবে কি তোমার বেদ বেদাঙ্গ প্রভৃতি পাঠ হয়নি ?

কাহ্না। পিতা আমার পাঠের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার পাঠ সমাপ্ত হয়েছে।

সান্দী। তবে তুমি নিজের নাম প্রাকৃতে কেন বল্লে ?

কাহ্না। প্রভু বেদের ভাষা লুপ্ত হয়েছে। এখন যে ভাষা

চলিত হয়েছে তা এত সংস্কৃত যে তা সাধারণের ভাষা হতে পারে না। স্ত্রীলোকের, অশিক্ষিতের, এক ভাষা, শিক্ষিতের অন্য ভাষা হওয়া আমার মতে উচিত নয়। পাঠ্য ভাষা ঐ সংস্কৃতই থাক্, কিন্তু চলিত ভাষা প্রাকৃত হলেই সকলের সুবিধা হয়।

সান্দী। হুঁ। তোমার কথায় আমি অত্যন্ত প্রীত হইছি। আজই আমি তোমাকে দীক্ষিত করে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ শিক্ষা দিব। কিন্তু তারও অধিক আরও কিছু আমি তোমাকে দিতে চাই। বহু-দিন থেকে উপনিষৎ শাস্ত্র প্রণীত হয়ে আছে। কিন্তু উপযুক্ত অধিকারীর অভাবে সে বিদ্যা কাকেও প্রদত্ত হয়নি। তুমি সেই বিদ্যার প্রথম শিষ্য হবে। কিন্তু বৎস সে বিদ্যা একদিনে শেখা যায় না।

কাহ্না। আর্য্য! আমি মথুরা থেকে ফিরে প্রত্যহ আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হব।

সান্দীপনি। আচ্ছা যাও তুমি স্নান করে এস।

কাহ্না। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান)

সান্দীপনি। এ ত সাধারণ বালক নয়। এর দেহে ষড়্ ঐশ্বর্য্যের ও দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষের লক্ষণ বিদ্যমান। এ প্রকার সুলক্ষণ পুরুষ ত কদাচ দৃষ্ট হয় না। এই কি সেই যুগাবতার আমি যার প্রতীক্ষা করে আছি?

শিষ্যেরা ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে যাচ্ছে কেন? তাইত ব্যাসদেব এসেছেন যে।

(প্রস্থান ও ব্যাসের সহিত প্রবেশ)

ব্যাস। মহর্ষি সান্দীপনি, আপনার কথা শুনে সেই বালককে দেখবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হচ্ছে। আমার বিশ্বাস ছিল কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ছাড়া যদুবংশে কেউ মানুষের মত মানুষ জন্মায় নি। বসুদেবের প্রথম দুই পুত্র বলরাম ও সারণ ত মদ্যপ ; আপনি মনে করেন কনিষ্ঠ কৃষ্ণ মহাপুরুষ ?

সান্দী। যদি সামুদ্রিক শাস্ত্রে কিছু মাত্র বস্তু থাকে, যদি এত বয়সে মনুষ্য চরিত্রে আমার কিছু মাত্র অভিজ্ঞতা জন্মে থাকে, ত এই কৃষ্ণ মহাপুরুষ।

ব্যাস। আপনি পাণ্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠির আর অর্জ্জুনকে দেখেননি।

সান্দী। মহাপুরুষেরা ত কখন একা জগতে অবতীর্ণ হন না। একজন মহাপুরুষ এলে তাঁর সমকক্ষ, তাঁর সহকারী অনেক পুরুষ-সিংহ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসেন, নইলে মহাপুরুষের আগমন ব্যর্থ হয়। সম্ভবতঃ যুধিষ্ঠির আর অর্জ্জুন কৃষ্ণের সহকারী হবেন।

কাহ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সান্দীপনি ও ব্যাসের চরণ বন্দন।

কাহ্ণ। ভগবন্ ইনি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন। মথুরার রণ-ক্রীড়ায় যাচ্চেন। ইনিও আপনার নিকট দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ শিক্ষা কত্তে এসেছেন।

সান্দী। বৎস ! ইনি মহামুনি ব্যাস।

কাহ্ণ। অহো ভাগ্য ! ভগবন্ ! বাসুদেব দেবকী নন্দন নন্দসুত কাহ্ণ আপনার চরণ বন্দন কচ্চে। (প্রণাম)

ব্যাস। তোমরা নূতন যুগের প্রবর্ত্তন কর। (জনান্তিকে) মুনিবর! আপনার অনুমান সত্য।

সান্দী। (জনান্তিকে) আপনারও অনুমান সত্য; অর্জ্জুনকে দেখ্‌লে বোধ হয় যে কৃষ্ণের যমজ ভাই। আমি কৃষ্ণকে উপনিষৎ শিক্ষা দিতে চাই, আপনি কি বলেন?

ব্যাস। আমিও মনে করেছি, যুধিষ্ঠির আর অর্জ্জুনকে উপ-নিষৎ শিক্ষা দেব। এরা তিন জনেই ঐ মহৎ শাস্ত্রের উপযুক্ত অধিকারী।

সান্দী। বৎস কৃষ্ণ, বৎস অর্জ্জুন, তোমরা আমার কাছে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ শিক্ষা কত্তে চাও, গুরু দক্ষিণা দিতে পারবে ত?

কাহ্না ও অর্জ্জুন। ভগবন্‌! প্রাণ দিয়েও আপনার ঋণ শোধ কত্তে চেষ্টা করবো।

সান্দী। আমি তোমাদের উপর অতি গুরুভার ন্যস্ত কত্তে চাই। দ্বাপর যুগ সমাপ্ত প্রায়। এই যুগকে শেষ করে নূতন যুগ আনয়নের জন্য মহাপুরুষগণের প্রয়োজন, তোমাদের দুজনের মধ্যে মহাপুরুষত্বের সমস্ত ধাতু বর্ত্তমান। আমি ও ব্যাসদেব তোমাদের সেই ধাতু সকলকে উত্তপ্ত করে দিব্য তেজের সৃষ্টি করবো। তার পর এই ছিন্ন ভিন্ন খণ্ড খণ্ড ভারতবর্ষকে তোমা-দের এক মহাভারতে পরিণত কত্তে হবে। এই বেদবাদরত, অর্থহীন যজ্ঞ ও পশুবলিতে পর্য্যবসিত সনাতন ধর্ম্মকে উপনিষদের ধর্ম্মে আন্‌তে হবে। যথেচ্ছাচারকে সংযত, বিক্ষিপ্ত চিন্তা সকলকে কেন্দ্রীকৃত করে জগতে যোগের প্রচার কত্তে হবে। পারবে ত?

কাহ্না ও অর্জ্জুন। প্রভু! যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

সান্দী। তোমরা দুজন চিরকাল সখ্যভাবে, ভ্রাতৃভাবে থাকবে, সর্ব্বতোভাবে পরস্পরকে সাহায্য করবে। অর্জ্জুন তুমি কৃষ্ণকে নিজের মস্তক নিজের বুদ্ধিবল বলে জ্ঞান করবে। কৃষ্ণ তুমি অর্জ্জুনকে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত মনে করবে। তোমরা ভিন্নদেহ হয়েও একপ্রাণ হয়ে থাকবে।

কাহ্না ও অর্জ্জুন। যে আজ্ঞা প্রভু।

সান্দী। চল, আমরা দুজনেই আজ তোমাদের দীক্ষিত করবো।

কাহ্না ও অর্জ্জুন। আমাদের পরম ভাগ্য।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মথুরা—কংশের বাটীর এক দ্বিতল বারান্দা। নীচে বহুদূর বিস্তৃত ময়দান। তথায় বহু যোদ্ধা, কেহ রথে, কেহ অশ্বে, কেহ হস্তীপৃষ্ঠে পরস্পরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত।

কংস কন্যা চন্দ্রাবলী, সত্রাজিৎসুতা সত্যভামা ও কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী, বলরাম ও সারণের সহোদরা, সুভদ্রা, বারান্দায় আসীনা।

চন্দ্রা। দেখ্‌ সত্যভামা! আমি বলেছিলাম না, অঙ্গরাজ কর্ণের সঙ্গে ধনুর্যুদ্ধে কেউ পারবে না। ঐ তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করে বারংবার শঙ্খধ্বনি কচ্চেন, কেউ আর সাহস করে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে এগুচ্চে না।

সত্য। কেন এগুবে না চন্দ্রাবলি! ঐ দেখ্ দুজনে এসে দাঁড়াল।

সুভদ্রা। সতী দিদি, ও কে ভাই দাদার সঙ্গে কথা কচ্চে?

চন্দ্রা। কে তোর দাদা সুভদ্রা?

সুভদ্রা। দাদা যে ছেলেবেলা থেকে গোকুলে থাকেন, তুই তাঁকে দেখিস্ নি। ঐ যে হল্‌দে রঙের পোষাক পরা।

চন্দ্রা। আহা হা হা কিরূপ ভাই। এমন ত কখন দেখিনি।

সত্য। চুপ কর্ চুপ কর্ তোর দাদা হয়।

চন্দ্রা। তা হ'ক, যদুবংশে ও রকম চলে আস্‌চে।

সুভদ্রা। বল্লিনে দাদা কার সঙ্গে কথা কচ্চেন?

সত্য। ও যে অর্জ্জুন! তোর পৃথা পিসীর ছেলে।

সুভদ্রা। দাদা যে ওঁকেই কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে দিয়ে আসনে গিয়ে বস্‌লেন। উনি কি দাদার চেয়ে বড় বীর?

চন্দ্রা। তাই হবে বোধ হয়।

সুভদ্রা। উঃ ওঁর কি অস্ত্রশিক্ষা! কর্ণের রথ যে ঢাকা পড়ে গেল। কর্ণ রথ থেকে নাম্‌চেন কেন?

সত্য। রথ যে ওল্‌টাবার যো হয়েচে। অর্জ্জুন আর যুদ্ধ কচ্চেন না।

সুভদ্রা। কর্ণের তা হলে হার হ'ল?

সত্য। রণক্রীড়ার কর্ত্তারা তাই বল্‌চেন।

চন্দ্রা। না, বাবা বল্‌চেন হার হয়নি।

সত্য। এ কাকার অন্যায়, হার হয়েছে বই কি।

চন্দ্রা। বাবার কথাই ঠিক হ'ল, অর্জ্জুন আবার উঠলেন যুদ্ধ কত্তে।

সুভদ্রা। দাদা, ওঁকে বসিয়ে দিলেন, এবার দাদাই যুদ্ধ করবেন।

চন্দ্রা। ওরে বাপ্‌রে। সুভদ্রা! তোর দাদা বুঝি অর্জ্জুনের চেয়েও বড় বীর। কর্ণ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

সত্য। সকলে এঁদের দুজনকে পরস্পর যুদ্ধ কত্তে বল্‌চেন।

সুভদ্রা। এঁরা যুদ্ধ করবেন না। কোলাকুলি করে গিয়ে বস্‌লেন।

চন্দ্রা। মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। ঐ যে বাবার মল্ল চানুর আর মুষ্টিক এসে দাঁড়াল।

সুভদ্রা। কি সর্ব্বনাশ! দাদা যে চানুরের সঙ্গে গেলেন যুদ্ধ কত্তে। আর ও কে ভাই মুষ্টিকের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল— যেন সোণার পর্ব্বত।

সত্য। উনি ভীম, অর্জ্জুনের দাদা।

সুভদ্রা। দাদা দিলেন চানুরকে চিৎ করে ফেলে।

সত্য। দেখ্‌ দেখ্‌ চন্দর, ভীম মুষ্টিকের পা ধরে ঘোরাচ্চে। সকলে ছাড়িয়ে দিলে।

সুভদ্রা। উনি দাদার সঙ্গে যুদ্ধ ক'ল্লেন না। দুজনে কোলা-কুলি করে গিয়ে বস্‌লেন। ও কে, চন্দর দিদি, গদা নিয়ে এসে দাঁড়াল।

চন্দ্রা। উনি দুর্য্যোধন! ভীমের সঙ্গে ওঁর গদাযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল।

সত্য। দুর্য্যোধন হেরে গেলেন।

সুভদ্রা। ঐ শোন, দাদা বল্‌চেন ধনুকে হ’ক, অসিতে হ’ক, পরশুতে হ’ক, গদায় হ’ক, চক্রে হ’ক, মল্লযুদ্ধে হ’ক, যার ক্ষমতা থাকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুক। কেবল আমার দুই ভাই ভীম অর্জ্জুনের সঙ্গে আমি যুদ্ধ করবো না। আমি বিনা যুদ্ধে তাঁদের কাছে হার মান্‌চি।

চন্দ্রা। কেউ উঠল না। ভীম আর অর্জ্জুন এক এক গাছা মালা এনে ওঁর গলায় পরিয়ে দিলেন।

সুভদ্রা। দাদা মালা নিলেন না। উল্টে ওঁদের গলায় পরিয়ে দিলেন।

সত্য। অর্জ্জুন ব’ল্লেন উনি মালা নিন্ আর না নিন্ উনিই আজকার ক্রীড়ায় সর্ব্বপ্রধান। ভীমও তাই বল্লেন, বিচারকেরা ওঁরই গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দিলেন। খেলা ভেঙ্গে গেল।

(নেপথ্যে জয় কাহ্নাজীর জয়)

দৈবকীর ও কংসের পিতামহী নবতীবর্ষীয়া মহারাণী ভদ্রবতীর প্রবেশ।

ভদ্রবতী। ও চন্দর তোর স্বয়ংবর হয়ে গেল ?

চন্দ্রা। স্বয়ংবর কোথা কর্ত্তামা, রণক্রীড়া হচ্ছিল।

ভদ্র। ঐ ওর নামই স্বয়ংবর। কাকে মালা দিলি ?

চন্দ্রা। না গো না স্বয়ংবর নয়।

ভদ্র। আরে গেল যা, আমার কথার উপর কথা ক’স। কাকে মালা দিলি ?

সত্যভামা। দিয়েচে কত্তামা, তোমার কাছে মিথ্যা কথা বল্‌চে।

ভদ্র। তা কি আমি জানিনে? তোদের চেয়ে বয়েস ত আমার কম নয়।

চন্দ্রা। সে কি কত্তামা, তুমি ত কাল্‌কের মেয়ে, তোমাকে হ'তে দেখলাম।

ভদ্র। কথা চাপা দিচ্চিস, কাকে মালা দিলি?

সত্য। তোমার নাতনীর ছেলে কাহ্নাকে মালা দিয়েচে।

চন্দ্রা। না কত্তামা, আমি তাকে মালা দিইনি, সতী দিয়েচে।

ভদ্র। কেন, বরের বাজার কি এত মাগ্যি যে দুজনে তাকে মালা দিলি, আমার যখন স্বয়ংবর হয়েছিল সহস্র রাজা এসেছিল।

সত্য। তোমার মতন কি আমাদের রূপ আছে না গুণ আছে?

ভদ্র। সুবি তুই কাকে মালা দিলি?

সুভদ্রা। আমার ত স্বয়ংবর হয়নি গিন্নি মা।

ভদ্র। আবার কথার উপর কথা কচ্চিস।

চন্দ্রা। হয়েচে হয়েচে, ও অর্জ্জুনকে মালা দিয়েচে।

সুভদ্রা। কি বল তার ঠিক নেই। (প্রস্থানোদ্যতা)

সত্য। (সুভদ্রাকে ধরিয়া) এই দেখ অর্জ্জুনের নাম শুনে লজ্জায় পালাচ্চে।

ভদ্র: পিথার ছেলে অর্জ্জুন বুঝি। ওদের অনেক দিন দেখিনি, ডেকে আন্‌ত ওদের সুবি।

সুভদ্রা। (লজ্জায় অবনতমুখী)

ভদ্র। আরে গেল যা কথা শুন্‌চিস নে ?

সুভদ্রা। দাদাকে ডেকে দিচ্চি। (প্রস্থান)

সত্য। কত্তামা মালা দেবার কথা যেন বলো না।

চন্দ্রা। হেই কত্তামা তোমার পায়ে পড়ি, ও সব কথা বলো না।

কাহ্নার প্রবেশ ও ভদ্রবতীকে প্রণাম।

ভদ্রা। তুই যে মস্ত হইচিস। এত কাছে থাকিস বাবা একবার আমাকে দেখা দিয়ে যা'স্‌ নে।

কাহ্না। তোমরা আমাকে বিদেয় করে দিয়েছ, কেন আসবো ?

ভদ্র। মিছে কথা নয়। অমন সোণার চাঁদ ছেলে কিনা সেই গরুচরাণ নন্দকে পুষ্যিপুত্তুর দিলে।

কাহ্না। গিন্নি মা এঁদের ত চিন্‌তে পাল্লাম না।

ভদ্র। ওমা কোথা যাব ? এ যে চন্দর, আর এ সতী।

সত্য। উনি বুঝতে পাল্লেন না, ইনি আপনার মাতুল কন্যা চন্দ্রাবলী।

কাহ্না। এস দিদি আমার, তোমাকে বার বছর দেখিনি। (চন্দ্রাবলীকে আলিঙ্গন ও ললাট চুম্বন; চন্দ্রাবলীর কম্পন ও সাত্বিক ভাব প্রকাশ)

কাহ্না। তুমি বুঝি সত্যভামা ? তোমার নাম যে সর্ব্বত্র

শুন্‌তে পাই। (কাহ্নাকে সত্যভামার প্রণাম, কাহ্না কর্ত্তৃক সত্য-ভামার মস্তকে হস্ত রক্ষা)

ভদ্র। ও কাহ্নাই, এরা দুটোতেই নাকি তোকে মালা দিয়েছে ?

[চন্দ্রাবলী ও সত্যভামার দ্রুত প্রস্থান।

কাহ্না। তোমার ভীমরতি হয়েচে গিন্নি মা! ওরা যে আমার বোন হয়।

সুভদ্রার প্রবেশ।

ভদ্র। দেবকীও ত বসুদেবের বোন হয় ; আমাদের যদুবংশে ও রকম বিয়ে হয়ে আস্‌চে।

কাহ্না। আমি এখন গুরুর বাড়ী পড়তে যাচ্চি।

ভদ্র। বিয়ে করে তারপর যাস্‌। তোর গোঁফের রেখা দিয়েচে, আর আইবড় থাক্‌তে নেই।

কাহ্না। চল গিন্নিমা. মাকে, মামীদের, মাসীদের প্রণাম করে আসি। আজ বোধ হয় সকলেই এ বাড়ীতে আছেন।

[কাহ্না ও ভদ্রবতীর প্রস্থান।

('কানাই দাদা' বলিয়া অর্জ্জুনের প্রবেশ ও সুভদ্রাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে স্থিতি !)

অর্জ্জুন। ক্ষমা করবেন দেবি, আমাকে স্মরণ বল্লেন কানাই দাদা আমাকে ডেকেছেন, আর তিনি এইখানে আছেন।

সুভদ্রা। দাদা এখনই ভিতরের দিকে গেছেন, আমি তাঁকে ডেকে দিচ্চি।

অর্জ্জুন। আপনি কি সুভদ্রা দেবী ?

সুভদ্রা। আমি সুভদ্রা। আপনি যে আমায় দেবী বল্লেন ?

অর্জ্জুন। ভুলে বলিচি, তোমাকে আমি ত কখনও দেখিনি।

সুভদ্রা। আপনারা ত কখন এদিকে আসেন না। আমরা কি এতই পর ?

অর্জ্জুন। কানাই দাদার সঙ্গেও আমার সেদিন প্রথম দেখা হয়েছিল। কিন্তু বোধ হয় ওঁর মত আপনার লোক আমার জগতে আর কেউ নেই।

দেবকী ও কাহ্নার প্রবেশ।

কাহ্না। কার মত আপনার লোক অর্জ্জুন ? (অর্জ্জুনের লজ্জাভিনয় ও দেবকীকে প্রণাম)

সুভদ্রা। তোমার কথা বল্‌ছিলেন।

কাহ্না। বটে।

দেবকী। বাবা অর্জ্জুন! তুই ঠিক আমার কানাইএর মত দেখতে! তোদের শত্রু ঢের, তোরা পরস্পরকে সাহায্য করিস।

অর্জ্জুন। মামী! আমরা দুই ভাই, আর মেজদা একত্রে থাকলে শত্রুরা আমাদের কি কত্তে পারে ?

দেবকী। প্রকাশ্যে হয় ত কিছু ক'ত্তে পারে না। কিন্তু (চুপি চুপি) বাবা আমার বুকের ধনকে নন্দকে কেন দিইচি জানিস ? যদু বংশের সম্রাট দেবকের ঐ হচ্চে উত্তরাধিকারী।

আমার পর ওরাই রাজ্য পাবার কথা। ওর মামা জোর করে সে রাজ্য কেড়ে নিয়েচে, ওর জন্মের পর থেকেই সে ওকে বধ করবার চেষ্টায় আছে। আমার এখানকার কাউকে বিশ্বাস হয় না। কানাই তুই এখানে জলস্পর্শ করিস নে। অর্জ্জুন তোমরাও খুব সাবধানে থেকো।

অর্জ্জুন। মেজদাকে একবার দুর্যোধন দাদা বিষ খাইয়েছিল, সেই থেকে মা নিজে রেঁধে আমাদের খাওয়ান। কারো হাতে আমাদের খেতে দেন না!

দেবকী। ঠাকুমা বল্‌ছিলেন, তুই নাকি চন্দ্রাবলীকে বিয়ে করবি!

কাহ্ণা। তা কি হয় মা, ও যে আমার বোন।

দেবকী। ও রকম আমাদের বংশে হয়ে আসচে। চন্দ্রার সঙ্গে তোর বিয়ে হ'লে আমি নিশ্চিন্ত হই। তোর মামা আর তোকে বধ করবার চেষ্টা করবে না।

কাহ্ণা। তা হবে না মা?

দেবকী। নন্দরাজ কি অন্যত্র তোর বিয়ের ঠিক করেছেন?

কাহ্ণা। তা নয় মা। আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমি চক্ষু বুঁজলেই দেখ্‌তে পাই যেন পদ্মফুলের উপর দাঁড়িয়ে আছেন।

দেবকী। কি আশ্চর্য্যি কথা; ঐ রকম খেয়াল হয় বলে তুই বিয়ে করবি নে?

কাহ্ণা। না মা, আমি অন্য কাউকে বিয়ে কত্তে পারব না।

সুভদ্রা। দাদা, সে কি সত্যভামার চেয়েও সুন্দরী?

কাহ্না। সত্যভামা সুন্দরী নাকি, তোর চেয়ে ত নয়।

দেবকী। দেখ্ কানাই। সুভদ্রার সঙ্গে অর্জ্জুনের বিয়ে দিলে হয় না?

(সুভদ্রার পলায়ন, অর্জ্জুনের লজ্জাভিনয়)

কাহ্না। এই যে শুন্‌লাম বলাই দা দুর্য্যোধনের সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ কচ্চে।

দেবকী। যা ভেবেছি তাই, ও বিয়ে হলে সর্ব্বনাশ হবে।

কাহ্না। কেন?

দেবকী। তোর মামার বল বৃদ্ধি হবে। আর এরা পাঁচটি ভাই ভেসে যাবে।

কাহ্না। হুঁ। এখানে মেলা লোক আস্‌চে যাচ্চে, চল আমরা তোমার বাড়ী যাই।

[দেবকী অর্জ্জুন ও কাহ্নার প্রস্থান।

চন্দ্রাবলীর প্রবেশ ও উপবেশন।

চন্দ্রা। (আপন মনে গান)

বালা ধানসি।

কাহ্না হেরব ছিল, মনে বড় সাধ,
কাহ্না হেরইতে এবে ভেল পরমাদ।
তদবধি অবোধি মুগুধি হাম্ নারী
কি কহি কি করি কছু বুঝই না পারি।
আগুন ঘন সম ঝরু দুনয়ান,
অবিরত ধক ধক করয়ে পরাণ।

কাহে লাগি সজনী দরশন ভেলা,
রভসে আপন জীউ পরহাতে দেলা।
না জানিয়ে কি করিয়ে মোহন চোর
হেরইতি প্রাণ হরি লই গেল মোর ॥

গান গাইতে গাইতে সত্যভামার প্রবেশ।

সত্য। (শঙ্করাভরণ।)

এ ধনি কমলিনি শুন হিত বাণী।
প্রেম করবি অব সুপুরুষ জানি।
সুজনক প্রেম হেম সমতুল
দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয় মূল।
টুটইতে না টুটে প্রেম অদভুত
যৈসন বাঢ়ত মৃণালক সুত ॥

চন্দ্রা। আমার ঐ সুপুরুষ।

সত্য। সুপুরুষ বুঝি চোর হয় ?

চন্দ্রা। চোর হ'লে ত বাঁচতাম।

সত্য। বাস্তবিক ভারি অন্যায়। শুধু মন চুরি করে, আর কিছু নেয় না।

চন্দ্রা। তোর বুঝি ইচ্ছে হচ্চে সর্ব্বস্ব নিয়ে যায়।

সত্য। কি জানি ভাই! কি যে ইচ্ছে হচ্চে বলতে পারিনে।

চন্দ্রা। তুই ও তবে মরিছিস।

সত্য। জানিনে ভাই, মরিচি কি বেঁচে আছি।

চন্দ্রা। তুই যে সুন্দরী, তুই যদি আমার সতীন হ'স, আমার কোনও আশা থাকে না।

সত্য। উনি ত আমাদের কাউকে চান্ না; আমি তোর সতীন কি করে হব? যাক্! দুই বোনে পরস্পরের মনের দুঃখ বল্‌তে পেলেও খানিক শোয়াস্তি পাব।

চন্দ্রা। অন্য কাউকে যে বিয়ে করবো সে পথও রাখে নি।

সত্য। তিনি বুঝি গোকুলে ফিরে গেলেন। আর বোধ হয় কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।

চন্দ্রা। এক কায কল্লে হয় না? আস্‌চে মাসেই ত বৃন্দাবনে ইন্দ্রপূজার মেলা হবে। বৃন্দাবনের বনে বনে কুঞ্জ তৈরী হবে। যদু বংশের মেয়েরা ত ফী বছরে যায়। এবার আমরা যাই চল্। কর্ত্তামাকে উস্কে দিলেই হবে। বুড়ীকে আড়াল দিয়ে আমরা যা ইচ্ছে কত্তে পারবো।

সত্য। যা ইচ্ছে কি লো?

চন্দ্রা।　　(শ্রীরাগ)

সখি হে হম অব কি বলিব তোয়।
সো সব রভস কাহে নাহি হোয় ?
সো বর নাগর নব অনুরাগ
পাঁচ শরে মদন মনোরথ জাগ।
দরশে আলিঙ্গন দেয়ব মোয়
জীউ নিকসব যব রাখব কোয় ?

সত্য। তোর মনের মতন গান আমি একটা গাই ?

(গুর্জ্জরী)

কাহ্নাই যদি নাই পেখনু বালা !
আজি কালি পরাণ পরিতেজব, কত স'ব বিরহ কি জ্বালা ?
শীত সলিল, কমল দল শেজহি, লেপহুঁ চন্দন পঙ্কা,
সো সব যতন অগন সম হোয়ল, দশগুণ দহন মৃগঙ্কা।
শকতি টুটল ধনি, উঠই ধরি ধরণি ক্ষেপই নিশি নিশি জাগি,
চমকি জাগহুঁ যব, বোল হুঁ শিব শিব, লাগল তন মে আগি ॥

চন্দ্রা। আমার মনের মতন না তোর নিজের মনের মতন ? বলিছিস ঠিক কিন্তু। গা না ভাই আর একটা।

সত্য। (তিরোতা ধানসী)

কাহ্ন গেয়ো গোকুল হম কুলবালা
বিপথে পড়ল যৈ সে মালতী মালা।
কি কহনি কি পুছসি স্থন পিয় সজনি
কৈসন বঞ্চব ইহ দিন রজনী।
নয়নক আনন্দ গয়ো, বয়ানক হাস,
স্থখ গয়ো পিয়া সঙ্গ, দুখ হম পাস ॥

চন্দ্রা। এক কায কত্তে পারিস সতু। তোর চেহারা অনেকটা কাহ্নার মতন। তুই তার মতন পোষাক পরে আস্‌তে পারিস ?

সত্য। এলে কি করবি ?

চন্দ্রা। একবার তোকে বুকে চেপে ধরে তোর হাড়গুল গুঁড়িয়ে দেব।

সত্য। তুই ক্ষেপিচিস সত্যি সত্যি।

চন্দ্রা। (সুহিনী)

কতদিনে ঘুচব ইহ হাহাকার
কতদিন উতারিব গুরু দুখ ভার।
কতদিনে চাঁদকুমুদে হবে মেলি,
কতদিনে ভ্রমর কমলে করু কেলি।
কতদিনে পিয়া মোরে পূছব বাত,
কবহুঁ ছাত পর দেয়ব হাত।
কতদিনে করে ধরি বসায়ব কোর
কতদিনে মনোরথ পূরব মোর॥

সত্য। ও কারা গান কচ্চে ?

চন্দ্রা। আজ মদন পূজা। চেটিরা নাচ গান কচ্ছে।

চেটীগণের প্রবেশ নৃত্য ও গীত।

শ্রীগান্ধার।

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটীর বন কোকিল পঞ্চম গাওয়াই রে।
মলয়ানিল হিমশিখর সে ধাওয়ল পিয়া নিজ দেশ ন আওয়ই রে।
চাঁদ চন্দন তনু অধিক উতাপই উপবনে অলি উতরোল।
সময় বসন্ত কান্ত রহুঁ দূর দেশ জানলু বিহি প্রতিকূল॥
অনিমিখ নয়নে নাহ মুখ নিরখিতে তিরপিত না হোয় নয়ান।
এ সুখ সময়ে সহে যে এত সঙ্কট, অবলাক কঠিন পরাণ॥
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু, হিমে কমলিনী জনু না জানি কি ইহ পরিযন্ত।
ধিক ধিক যৌবন, ধিক ধিক জীবন সাজন নিকরুণ অন্ত॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ব্রজপুরী—বৃষভানুর অন্তঃপুর—কমলাবতী ও রাই।

রাই। গোকুলের সৈন্যরা আমাদের পুরী অবরোধ করেচে। মা আমি যুদ্ধে যাই।

কমলা। তুমি কেন যুদ্ধে যাবে ? আমাদের সেনাপতি আয়ান ঘোষ মস্ত বীর।

ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে আয়ানের প্রবেশ

আয়ান। মহারাণি! আমাকে ধত্তে আস্‌চে আমাকে একটু লুকুবার স্থান দেন। আমি ওদের গরু ধরে এনেছিলাম, আমাকে পেলে আস্ত রাখ্‌বে না।

কমলা। যাও ঐ ভাণ্ডার ঘরের ভিতর লুকোও গে।

[তরবারি ফেলিয়া আয়ানের প্রস্থান।

রাই। খুব বীর ত! ভারি গোলমাল হচ্চে; গোকুলের সৈন্যরা অন্তঃপুরে আসচে নাকি ?

শ্রীদাম, সুবল ও কতিপয় গোকুল সৈন্যের প্রবেশ

শ্রীদাম। এই দিকে এসেচে আয়ান। খোঁজ খোঁজ। যে তার মাথা আন্‌তে পারবে শত স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক পাবে। সুবল তুমি এই দিক্‌টে ত্যাখো।

রাই। (দণ্ডায়মান হইয়া) এ অন্তঃপুর। স্ত্রীলোকদের সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে এসেছ ?

শ্রীদাম। আপনারা সরে যা'ন আমরা আয়ান ঘোষকে চাই।

রাই। আমরা সরবো না। (পথ আগুলিয়া দাঁড়ান)

সুবল। শ্রীদাম! ইনিই রাজকন্যা। এঁর জন্যেই আমাদের রাজ্যের অপমান হয়েচে। এঁকে ধরে নিয়ে চলো।

রাই। ধরে নিয়ে যেতে পার ধর। (আয়ানের তরবারি তুলিয়া লওয়া)

সুবল। (পশ্চাতে হটিয়া গিয়া) ইনি কি মানুষ!

(ব্যস্তভাবে বর্ম্ম পরিহিত কান্হার প্রবেশ)

কান্হা। আরে অন্তঃপুরে তোরা কেন এসেছিস ?

শ্রীদাম। আয়ান এইখানে এসে লুকিয়েছে।

কান্হা। তা বলে কি তোমরা ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করবে ? যাও তোমরা বেরিয়ে যাও। এ কি ইনি কে ? (অবাক্ হইয়া দর্শন)

[শ্রীদাম, সুবল ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

কমলা। উনি ব্রজের রাজকুমারী রাই।

কান্হা। (উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায়) রাই, রাই, রাই ত নয়। কিন্তু নামটা ঐ রকমই প্রায়।

কমলা। কি বল্‌চো তুমি ? তুমি কি গোকুলের কান্হাই ? আমি রাজাকে ডেকে আন্‌চি। [প্রস্থান।

কাহ্না। তুমি মাটিতে দাঁড়িয়ে কেন ? সে জলরাশি কই, সে শ্বেতপদ্ম কই ?

রাই। কৃষ্ণ কৃষ্ণ। (মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে পড়িতে কাহ্না কর্ত্তৃক ধারণ)

কাহ্না। রাধা রাধা।

রাই। (চমকিয়া) ঐ ত আমার নাম, তুমি কেমন করে জান্‌লে ?

কাহ্না। তুমি আমার নাম কি করে জান্‌লে ? আমাকে ত কেউ কৃষ্ণ বলে ডাকে না।

রাই। (কাহ্নার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া) আমি যে জন্মাবধি তোমার প্রতীক্ষায় আছি, এতদিন তুমি কোথায় ছিলে ?

কাহ্না। আমি যে জাগ্রতে স্বপনে তোমার মূর্ত্তি ধ্যান করে আস্‌চি।

রাই। আমি যে তোমার বাঁশির সুর শুনে জীবন ধারণ করে আছি ! আজ কি সত্যি তোমাকে দেখ্‌চি, না এ স্বপ্ন ?

কাহ্না। কেন ও কথা বল্লে ? আমি ভাব্‌ছিলাম আজ সত্যি তোমায় পেইচি।

রাই। তা হ'লে স্বপ্নই বটে।

কাহ্না। স্বপ্ন না হ'লে এ মাটীর পৃথিবীতে তোমার ত আসা সম্ভব নয়।

রাই। আমাদের যে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হ'তে হবে, প্রেমের প্রচার কত্তে হবে, চল যাই। (মূর্চ্ছা)

(রাইকে ক্রোড়ে লইয়া কাহ্নার উপবেশন।)

বৃষভানু ও কমলাবতীর প্রবেশ।

কমলা। রাই মূর্চ্ছা গেছে যে। ওকে আমার কোলে দেও।

(রাইকে নিজের কোলে ল'ওয়া)

কাহ্না। বাসুদেব দেবকীনন্দন নন্দসুত কাহ্না আপনাদের চরণ বন্দন কচ্চে। (উঠিয়া প্রণাম)

(আয়ানের দ্রুত প্রবেশ ও তরবারি তুলিয়া কাহ্নার পৃষ্ঠে আঘাত ও কাহ্নার বর্ম্মে ঠেকিয়া তরবারি পতন। কাহ্নার উত্থান ও পদাঘাতে আয়ানকে পাতন ও তাহার বক্ষে উপবেশন। আয়ানের করযোড়ে জীবন ভিক্ষা। কাহ্না কর্ত্তৃক আয়ানকে পরিত্যাগ।

:আয়ানের পলায়ন)

কাহ্না। আমাকে ক্ষমা করবেন, আপনাদের সম্মুখে আমাকে এই অভদ্রতা কত্তে হ'ল।

কমলা। কিছু অভদ্রতা হয় নি। তুমি বেশ করেচ।

কাহ্না। মহারাজ! গোকুলে গোধনের অভাব নেই। আমি ঐ সহস্র গোধন এইখানে রেখে চল্লাম।

বৃষ। তোমাদের গোধন নিয়ে যাও।

কাহ্না। যে আজ্ঞা। (অভিবাদন করিয়া প্রস্থান)

কমলা। কি লজ্জা!

বৃষ। কি অপমান! আয়ান যে এত কাপুরুষ তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

কমলা। ওকে রাজ্য থেকে বিদায় দেও।

বৃষ। বিবেচনা করবো। (প্রস্থান)

কমলা। এখনও বিবেচনা! আজই ওকে বিদায় করো, শুন্‌চো। (বলিতে বলিতে প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন—গিরি গোবর্দ্ধনের উপরিভাগে দাঁড়াইয়া কাহ্ন বক্তৃতা করিতেছেন। নীচে অসংখ্য নরনারী সেই বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছে।

কাহ্ন। এই বার বোধ হয় তোমরা বুঝতে পেরেছ যে ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু প্রভৃতি আমাদের পূজনীয় নয়। এরা সেই পরব্রহ্মের সৃষ্ট তাঁরই আদেশে তাঁরই ভয়ে স্ব স্ব কার্য্য কচ্চে :—

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

যারা ভৃত্য, যারা অধীন তাদের পূজা না করে আমাদের সেই মহেশ্বরের পূজা করা উচিত যাঁর ভয়ে এরা নিজের নিজের কায কচ্চে :—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং ॥

ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতির পৃথক্ অস্তিত্বই নাই। সেই পরব্রহ্ম এদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে মেঘের বর্ষণ শক্তি, অগ্নির দাহিকা শক্তি বায়ুর বহন শক্তি প্রদান কচ্চেন। সেই ব্রহ্মকে জান্‌লে আমরা মৃত্যুর হাত থেকে নিস্কৃতি পাই। তিনি ভিন্ন পরম ধাম প্রাপ্তির অন্য পথ নাই ঃ—

একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে
স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে'য়নায় ॥

সেই পরমাত্মা বিশ্বব্যাপী বিশ্বময়, তিনিই কেবল অমৃত, তিনিই কেবল ঈশ্বরত্বে স্থিত, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগত, এই বিশ্ব জগতের রক্ষক। তিনিই নিত্য এই জগতের সৃজন, পালন, ধ্বংস কচ্চেন। তিনি ভিন্ন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অন্য কোনও কর্ত্তা নেই ঃ—

স তন্ময়ো হ্যমৃত ঈশসংস্থো
জ্ঞঃ সর্ব্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা।
য ঈশে'স্য জগতো নিত্যমেব
নান্যো হেতুর্বিদ্যতে ঈশনায়।

(নেপথ্যে) ইন্দ্রাদি যখন ব্রহ্মেরই মূর্ত্তি তবে কেন ইন্দ্রাদির পূজা করবো না ?

কাহ্না। তোমরাও ত সকলে তাঁরই মূর্ত্তি; তোমরা পরস্পরকে পূজা করনা কেন?

(নেপথ্যে) ইন্দ্রাদি দেবতা। তাঁরা প্রভূত ক্ষমতাশালী, তাঁদের পূজা কেন করবো না?

কাহ্না। উপনিষদে এই আপত্তির এক সুন্দর উত্তর দেয়া হয়েছে। কোনও সময়ে পরব্রহ্ম দেবতাদের জন্য এক যুদ্ধ জয় কল্লেন :—

"ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে"

দেবতারা মনে কল্লেন এ জয় আমাদেরই, এ মহিমা আমাদেরই। ব্রহ্ম এই ব্যাপার জান্‌তে পেরে, তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হ'লেন, কিন্তু দেবতারা চিন্‌তেও পাল্লেন না সেই পূজনীয় ব্যক্তি কে :—

"তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি"

দেবতারা অগ্নিকে বল্লেন তুমি বিশেষরূপে জেনে এস ইনি কে :—

"এতদ্ বিজানীহি কি মেতৎ যক্ষ ইতি"

অগ্নি তাঁর কাছে গেলেন। ব্রহ্ম অগ্নিকে বল্লেন তুই কে? অগ্নি বল্লেন আমি অগ্নি, আমি জাতবেদ।

ব্রহ্ম বল্লেন তোর কি শক্তি আছে?

"তস্মিং স্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিত্যপীদং"

অগ্নি বল্লেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব পুড়িয়ে দিতে পারি :—

"সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি"

ব্রহ্ম অগ্নিকে এক গাছি তৃণ দিয়ে বল্লেন এই তৃণটিকে পোড়াও দেখি ঃ—

"তস্মৈ তৃণং নিদধৌ এতদ্ দহেতি"

অগ্নি ঐ তৃণর কাছে এলেন কিন্তু নিজের সমস্ত বল প্রয়োগ করেও তৃণটিকে পোড়াতে পাল্লেন না ঃ—

"সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুং।"

অগ্নি তখন দেবতাদের কাছে এসে বল্লেন আমি জান্‌তে পা'ল্লাম না সেই পূজনীয় ব্যক্তি কে ?

"নৈতৎ অশকং বিজ্ঞাতুং যদেতৎ যক্ষমিতি"

তখন দেবগণ বায়ুকে বল্লেন তুমি জেনে এস এ যক্ষ কে। বায়ু তাঁর কাছে গেলেন। ব্রহ্ম তাঁকে বল্লেন "কে তুই ?" বায়ু বল্লেন "আমি বায়ু আমি মাতরিশ্বা।" ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা কল্লেন "তোর কি শক্তি আছে ?" বায়ু বল্লেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে আমি সব উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি ঃ—

"সর্ব্বমাদদীয় যদি দং পৃথিব্যাং ইতি।"

ব্রহ্ম বায়ুর সাম্‌নে এক গাছি তৃণ রাখ্‌লেন, বল্লেন এটাকে নিয়ে যাও। "এতদাৎস্ব।" বায়ু সেই তৃণর কাছে গেলেন। সমস্ত বল প্রয়োগ করেও তৃণটি উঠাতে পাল্লেন না। তিনিও দেবতাদের কাছে গিয়ে বল্লেন আমি জান্‌তে পাল্লাম না এ পূজনীয় ব্যক্তি কে।

তখন দেবতারা ইন্দ্রকে বল্লেন তুমি ভাল করে জেনে এস

ইনি কে। ইন্দ্র ব্রহ্মের নিকট গেলেন। ব্রহ্ম ইন্দ্রের সম্মুখ থেকে তিরোহিত হলেন। তখন আকাশে অতি শোভমানা স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা উমা নাম্নী এক স্ত্রীকে দেখে ইন্দ্র তাঁর কাছে গেলেন।

"স তস্মিন্নেব আকাশে স্ত্রিয়ং আজগাম বহুশোভমানাং উমাং হৈমবতীং।"

ইন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা কল্লেন সেই পূজনীয় ব্যক্তি কে? উমা বল্লেন ইনি ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মের দ্বারা জয়লাভ করে তোমরা মহিমান্বিত হয়েছ। সেই উমার কাছ থেকে ইন্দ্র ব্রহ্মকে জান্‌লেন, ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্ম ইতি।

এই উপনিষদ থেকে আমরা জান্‌তে পা'ল্লাম যে দেবতাদের নিজের কোনও সামর্থ্যই নেই। তাঁরা অজ্ঞ মানবের মত ব্রহ্মকে জান্‌তেনও না। উমা প্রথমে ব্রহ্মবিদ্যারূপে জগতে প্রকাশিত হ'ন। ইনিই মূল প্রকৃতি; ইনিই মহামায়া, ইনিই জ্ঞান।

অতএব হে নরনারী, তোমরা আর ইন্দ্রাদির পূজা করো না। সেই পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য গতি নেই। তোমরা তাঁরই পূজা কর।—

(গান্)

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে
প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্যচ্ছায়া' মৃতং যস্য মৃত্যুঃ
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥

(জনসাধারণের প্রস্থান। রাইএর প্রবেশ ও কাহ্নার পার্শ্বে উপবেশন।)

কাহ্না। এতক্ষণ কোথা ছিলে ?

রাই। তোমার পেছনে পাথরের আড়ালে।

কাহ্না। পরব্রহ্ম কি তা জান্‌লে ?

রাই। আমি চিরকাল জানি।

কাহ্না। কি জান ?

রাই। তুমি পরব্রহ্ম।

কাহ্না। এই বুঝি তুমি উপনিষদ বুঝলে ?

রাই : উপনিষদে আমার বুঝবার কিছু নেই।

কাহ্না। মেলায় গোবর্দ্ধনের কেমন শোভা হয়েছে ?

রাই। দেখিনি।

কাহ্না। গোবর্দ্ধন এত বড় পর্ব্বত, তার উপর তোমার নজরই পড়ল না ?

রাই। বড় না কি ? আমার ত বোধ হয় তুমি গোবর্দ্ধনকে কড়ে আঙ্গুলে তুলে ধত্তে পার।

কাহ্না। রাই, তুমি কি বল্‌চো, আমি যদি কিছু বুঝতে পারি ?

রাই। এখন বুঝতে পারবে না। তুমি একটু বাঁশী বাজাও আমি শুনি। (কাহ্নার বংশীবাদন)

রাই। তুমি বেসুরো বাজাচ্চ।

কাহ্না। আমাকে শিখিয়ে দেও।

রাই। আমি ত কখনও বাঁশী বাজাইনি। বীণায় শোনাতে পারি।

কাহ্না। মুখে গেয়ে শোনাও না।

রাই। (সুহই)

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ তুমি হে কাহ্নাই যোগীর আরাধ্য ধন
জপ তপ হীন সবে অতি দীন না জানে ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন দিয়াছি তোমার পায়
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি, মন নাহি আন ভায়॥

কাহ্না। মনে পড়েছে; বুঝিছি কোথায় কোথায় আমার ভুল হচ্ছিল! এইবার দেখ দিকি কেমন হয়ঃ—

(সুহই)

রাই তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রসতত্ত্ব লাগি গোকুলে আমার স্থিতি।
দিবানিশি সদা বসি আলাপনে মুরলী লইয়া করে,
যমুনা সিনানে তোমার কারণে বসে থাকি তার নীরে।
তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে কদম্বতলাতে থাকি,
শুনহ কিশোরী চারিদিকে হেরি যেমত চাতক পাখী।
তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী সদাই ভাবনা মোর
করি অনুমান সদা করি গান তব প্রেমে হয়ে ভোর॥

রাই। ঠিক হয়েচে বোধ হয়। বাঁশীতে বাজাও দেখি এইবার।

(কাহ্নায়ের বংশীবাদন। রাইএর কাহ্নায়ের কোলে ঢলিয়া পতন)

কাহ্না। কারা আস্‌চে যে। রাইকে উঠাই। (মুখচুম্বন)

(চমকিয়া রাইএর উত্থান ও সংবৃত হইয়া উপবেশন)

রাই। অমন কল্লে কেন ?

কাহ্না। কারা আস্‌চে দেখ।

রাই। আহা ওরা তোমার বাঁশী শুনে পাগল হয়ে ছুটে আস্‌চে। আমার সাম্‌নে হয়ত তোমার সঙ্গে আলাপ কত্তে পারবে না। আমি কুঞ্জে যাই।

কাহ্না। আমার সঙ্গে অন্য কেউ আলাপ কল্লে তোমার দুঃখ হবে না ?

রাই। তা কেন হবে ? আমি পূর্ণচন্দ্র দেখতে ভালবাসি, আরও অনেকে বাসে। তা ব'লে কি আমার দুঃখ হয় ?

কাহ্না। তুমি যেয়ো না, ওরা তোমার সামনেই আমার সঙ্গে আলাপ করুক।

রাই। আমার লজ্জা কচ্চে। তুমি আর আমার মুখে মুখ দিয়ো না।

কাহ্না। দিলে কি হয় ?

রাই। আমার সামঞ্জস্যের হানি হয়। আমার বোধ হচ্চে একটা কিছু অন্যায় কায করিছি ; এখন কারও কাছে মুখ দেখাতে কেমন বাধ বাধ ঠেক্‌ছে।

কাহ্না। বুঝিছি রাই। তুমি মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা। ওতে তোমার পবিত্রতার হানি হয়। চেষ্টা করবো ও রকম আর যাতে না হয়।

রাই। এর আবার চেষ্টা করাকরি কি? না কল্লেই পার।

কাহ্ণা। চেষ্টা কল্লে কেন যে পারিনে তা তুমি বুঝতে পারবে না। আমি মাটীর মানুষ, তুমি মাটীতে থেকেও তা নও।

রাই। আমি তোমাকে মাটীর মানুষ হ'তে দেব না।

কাহ্ণা। তোমার ক্ষমতা অসীম। যে দুজন আসচে এদের একটু পবিত্রতা শেখাতে পার? ওরা দুজনেই আমার বোন, অথচ আমাকে বিরুদ্ধভাবে দেখে।

রাই। বিরুদ্ধভাব কা'কে বল তুমি?

কাহ্ণা। যে ভাবে তুমি আমাকে দেখ।

রাই। সেই ত সহজ ভাব।

কাহ্ণা। তুমি কা'কে বিরুদ্ধভাব বল?

রাই। যে ভাবে আমি আয়ান ঘোষকে দেখি।

কাহ্ণা। তোমার ত ভাই নেই। তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। কেন পারবে না? তোমার বাবাকে কি তুমি সেই ভাবে দেখ, যে ভাবে আমাকে দেখ?

রাই। (চিন্তা করিয়া) ভাব কি কিছু আলাদা? বোধ হয় সেই একই ভাব, আরও ঘন আরও গাঢ় হয়ে এ ভাব হয়েচে। তাঁর জন্যে আমি পাগল হইনে, তোমার জন্যে হই। তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়নি, তোমার সঙ্গে হয়েছে।

কাহ্ণা। বিবাহ কাকে বলে রাই?

রাই। তোমাতে আমাতে যা হয়েচে।

কাহ্ণা। তোমায় আমায় কি হয়েচে?

রাই। দুজনে মিলে এক হয়ে যাওয়া, তোমাতে যা নেই সেটা আমি পূরো করে দেব। আমার যা নেই, সেটা তুমি পূরো করে দেবে।

কাহ্না। আমার কি নেই তোমার আছে, তোমার কি নেই আমার আছে ?

রাই। তোমার বল আছে, বুদ্ধি আছে, সাহস আছে, বিশ্বাস আছে, বিদ্যা আছে—আমার ওসব নেই, আমার তুমি আছ। তোমার তা নেই। সেই তুমি আমি তোমাকে দেব, তা হ'লে তুমি নিজেকে জানতে পারবে, এখন তুমি জান না।

কাহ্না। (ভাবাবেশে) তুমি সুন্দর, তোমায় পেয়ে আমি সত্য সুন্দর ; তুমি প্রেম তাই আমি প্রেমময়, তুমি শক্তি তাই আমি শক্তিধর। তুমি হৃদয়, তুমি দয়া, তুমি মায়া, তুমি মোহ, তুমি ইচ্ছা।

চন্দ্রাবলী ও সত্যভামার হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ। রাই ও কাহ্নাই উভয়ে ভাবাবিষ্ট থাকায় তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না।

কাহ্না। (ভাবাবেশে) তুমি সাক্ষাৎ মূলপ্রকৃতি, প্রথমে অভীদ্ধ তপোরূপে ব্রহ্মাকে প্রলয়ের মহানিদ্রা থেকে প্রবুদ্ধ করেছিলে ; তার পর সরস্বতীরূপে বিষ্ণুকে জ্ঞান দিয়েছিলে। পরে জগদ্ধাত্রীরূপে জগৎ সৃষ্টি করেছ। এখন রাধারূপে পৃথিবীতে সভ্যতার, প্রেমের, ধর্ম্মের, জ্ঞানের বিকাশ কত্তে এসেছ।

রাই। (ভাবাবেশে) আমি প্রকৃতি তুমি পুরুষ, আমি শক্তি

তুমি শিব, আমি জ্ঞান তুমি বিষ্ণু, আমি জগদ্ধাত্রী তুমি ব্রহ্মা, আমি রাধা তুমি কৃষ্ণ; দুজনে মিলে রাধাকৃষ্ণ। একেই বলে বিবাহ।

(উভয়ের চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান)

চন্দ্রা। শুন্‌লি ওদের বিয়ে হয়ে গেছে।

সত্য। সে রকম বিয়ের কথা ওরা বল্‌চে না। দেখতে পাচ্চিসনে ওরা এখন ইহজগতে নেই।

চন্দ্রা। তুই ছাই জানিস। ওরা লুকিয়ে বিয়ে করেছে। মাগী নিজ মুখে স্বীকার কল্লে শুন্‌লিনে।

সত্য। আহা ওঁকে মাগী বলিস্‌নে। দেখতে পাচ্চিসনে? ও রূপ দেব্‌তাদেরও দুর্লভ।

চন্দ্রা। খড়ের নুড়ো জ্বেলে ও রূপ—

রাই। (ধ্যানভঙ্গে) কি যেন বেসুরো বেজে উঠল। (চন্দ্রাবলীকে) কেন তুমি অমন করে আমার দিকে চেয়ে আছ ?

চন্দ্রা। তুমি আমার শত্রু।

রাই। আমি কারও শত্রু নই। বল আমি তোমার কি শত্রুতা করিচি।

চন্দ্রা। (কাহ্নার দিকে চাহিয়া নিরুত্তর)

রাই। ওঁর বাহ্যজ্ঞান নেই; তুমি নির্ভয়ে বল।

চন্দ্রা। ও তোমাকে বুঝি ধ্যান কচ্চে ?

রাই। আমাকে ছাড়া আর কাকে ধ্যান করবে ?

চন্দ্রা। ঐ জন্যেই তুমি আমার শত্রু।

রাই। তুমি ওকে ভালবাস? আমি ত তোমাকে বারণ কচ্চিনে ভালবাস্‌তে। তুমি এসে ওর পাশে ব'সো।

চন্দ্রা। তোমার যে রূপ; তোমাকে দেখে ও আমাকে ভাল বাসবে কেন?

রাই। ওঁর কাছে সুরূপ কুরূপ নেই; উনি সকলেরই পতি।

চন্দ্রা। ওঁকে তুমি আমায় ছেড়ে দেবে?

রাই। ছেড়ে না দিলেও উনি তোমারই। তোমরা দুজনে ওঁকে ভাল বাস বলেই ত দুই বোনের মত হয়েছ; আজ আমরা তিন বোন হ'লাম। আরও কিছুদিন পরে জগতের স্ত্রীমাত্র আমাদের বোন হবে।

চন্দ্রা। আমরা সম দুঃখী বলে দুই বোন্। তুমি যে সুয়ো, তুমি কেন আমাদের বোন হবে?

রাই। ওঁর কাছে সুয়ো দুয়ো নেই সকলেই সমান।

চন্দ্রা। কই ও ত আমাদের দিকে ফিরেও তাকাচ্চে না।

রাই। তুমি ওঁকে প্রাণের মধ্যে পাবার চেষ্টা কর দেখি, তা হ'লেই উনি তোমার দিকে ফিরে তাকাবেন।

চন্দ্রা। আমি সে রকম পেতে চাইনে।

সত্য। আমি চাই সেই রকম পেতে। (রাইএর পা ধরিয়া) আমাকে তুমি শিখিয়ে দেও।

রাই। (সত্যভামার চক্ষুর দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া) তুমি পারবে। তোমরা বসো।　　　　(সহসা প্রস্থান)

সত্য। যাঃ, অন্তর্ধান হ'য়ে গেলেন। আমি ত গোড়াতেই বলিচি, উনি মানুষ নন্।

কাহ্নার ধ্যান ভঙ্গ।

কাহ্না। (চারিদিকে দেখিয়া) রাই কোথা গেল ?

সত্য। তিনি আমাদের বস্‌তে ব'লে চলে গেলেন।

কাহ্না। মামা এসেছেন নাকি ?

চন্দ্রা। শিগ্‌গির আসবেন। রাজা বৃষভানুর কন্যার যে এই মাসে তাঁর সঙ্গে বিয়ে হবে।

কাহ্না। তুমি চেন তাঁকে ?

চন্দ্রা। না।

কাহ্না। কে বল্লে তোমায়, তাঁর বিয়ে হবে ?

কাহ্না। ব্রজের রাজমন্ত্রী আয়ান ঘোষ এখন মথুরার মন্ত্রী হয়েছেন। তিনি বলেছেন ?

কাহ্না। ওঃ। তোমাদের সঙ্গে কে এসেছেন ?

চন্দ্রা। কর্ত্তা মা।

কাহ্না। চল তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন—ব্রজরাজের কুঞ্জ। শিবিরের এক কক্ষ।

কমলাবতী।

কমলা। রাই কি সত্যি পাগল হয়ে গেল? আপন মনে হাসে, গান গায়, এক এক প্রহর চক্ষু বুঁজে বসে থাকে। কখনও গোবর্দ্ধনের উপর, কখনও যমুনার তীরে, কখন বনে বসে আপন মনে গান গায়। এক নতুন খেলা হয়েচে; একটা বাঁশী নিয়ে অষ্ট প্রহর বাজায়; বাজায় আর কাণ পেতে কি শোনে। কাল নাইতে গিয়ে কি কাণ্ডই কল্লে! এক ঘাট মেয়েরা নাইচে। "ঐ বাজে" বলে হঠাৎ রাই জল ছেড়ে মেলার ভিড়ের দিকে ছুট্‌ল, ভাগ্যে ওর সখিরা ধরে ফেল্লে, নইলে কি হ'তো! ছিছি লজ্জায় মরি।

বৃষভানুর প্রবেশ।

বৃষ। তোমার কথা শুনে আমি আয়ানের সঙ্গে রাইএর বিয়ে দিলাম না। এখন কি করি বল দিকি।

কমলা। কেন, কি হয়েছে?

বৃষ। আয়ান কংসর মন্ত্রী হয়েচে। তাকে বলেছে আমি প্রতিশ্রুত হয়েও তাকে কন্যাদান করিনি। কংস যেন জোর করে আমাকে প্রতিজ্ঞা পালন কত্তে বাধ্য করেন।

কমলা। তার পর?

বৃষ। উল্‌টে উৎপত্তি হয়েচে, কংস রাইএর রূপ গুণের কথা শুনে তাঁকে নিজে বিয়ে করবার জন্যে দূত পাঠিয়েছে।

কমলা। বুড়ো বরে আমি মেয়ে দেবো না। তুমি তাড়াতাড়ি গোকুলের কানাইএর সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দেও।

বৃষ। তারপর কংসের হাতে নির্বংশ হই।

কমলা। তুমি ক্ষত্রিয় রাজা, মৃত্যুর ভয়ে মেয়েকে যার তার হাতে দেবে! আমি আমার রাইকে নিয়ে চ'ল্লাম গোকুলে আশ্রয় নিতে। (প্রস্থান)।

বৃষ। কি বিপদ; ওগো শোন শোন। (প্রস্থান)

কান্থার বেশে বংশী হস্তে রাইএর প্রবেশ।

রাই। আমি রাই নই, আমি রাই নই, আমি রাই নই, আমি কানাই, আমি কানাই, আমি কানাই। আমি বীণা বাজাই না, আমি বীণা বাজাই না, আমি বীণা বাজাই না, আমি বাঁশী বাজাই, আমি বাঁশী বাজাই, আমি বাঁশী বাজাই। (বংশী বাদন)

(দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া গীত)

বেহাগ।

আজ্ কে গো মুরলী বাজায়?
এত কভু নহে শ্যাম রায়?
ইহার গৌর বরণে করে আলো
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল?
তাহার ইন্দ্র নীল কান্তি তনু
এত নহে নন্দসুত কানু।
বনমালা গলে দোলে ভাল
হেন বেশ কোন্ দেশে ছিল?

বৃন্দার প্রবেশ।

বৃন্দা। (চমকিয়া) তোমার একি মূর্ত্তি হয়েছে ?

রাই। আমি যে কাহ্নাই, চিন্‌তে পাচ্চিস্‌নে বৃন্দা ?

বৃন্দা। তুমি কাহ্নাই কেন হবে, তুমি রাই।

রাই। রাই এখন কাহ্নাই হয়েছে।

বৃন্দা। তাঁর বড় অসুখ।

রাই। কাহ্নাইএর অসুখ ! আমি তাকে দেখ্‌তে যাব।

(প্রস্থানোদ্যতা)

বৃন্দা। (রাইকে ধরিয়া) এই বেশে ! ক্ষেপ্‌লে নাকি ?

রাই। কে ব'ল্লে তোকে তার অসুখ ?

বৃন্দা। শ্রীদাম্ বৈদ্য ডাক্‌তে যাচ্ছিল, তার কাছে শুন্‌লাম।

রাই। বৈদ্যের কর্ম্ম নয় তার অসুখ সারান ; আমাকে ছেড়ে দে, আমি যাই। (বৃন্দাকে ছাড়াইয়া প্রস্থান)

বৃন্দা। দাঁড়াও দাঁড়াও ও বেশে বেরিয়ো না। (প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন—গোকুলের কুঞ্জ। শিবিরের এক কক্ষ।

কাহ্না শয্যায় অচেতন। পার্শ্বে যশোদা।

যশোদা। তখনই বলেছিলাম আমার দুধের বাছাকে যুদ্ধে পাঠিয়ো না। বৈদ্য বলে ওর আঘাত লাগেনি। লাগেনি ত পিঠে অত বড় কালসিটে দাগ কেন ? বার দুই টিপে বৈদ্য বল্লে ও

কিছু নয়। নয় ত কেন এ রকম হ'ল ? জ্বর নেই, জাড়ি নেই, অজ্ঞান হ'য়ে কেন থাকে ? কেউ দিষ্টি দিলে কি ? ওঁকে কতক্ষণ ডেকে পাঠিয়েছি, আসবার নাম্‌টি নেই। রাজকার্য্য আর শেষ হয় না। (রোদন)

রাজা নন্দ ঘোষের প্রবেশ।

নন্দ। এখন কেমন আছে ?

যশোদা। আর কেমন আছে। (রোদন)

নন্দ। কাঁদ্‌লে ওর অকল্যাণ হবে। স্থির হও।

যশোদা। আমি যে স্থির হ'তে পাচ্চিনে। (রোদন)

নন্দ। আজ বুঝতে পেরিচি ওর অসুখ কেন হয়েচে।

যশোদা। কেন হয়েচে ?

নন্দ। ছেলের যে এদিকে নেই, ওদিকে আছে। সেদিন মেলায় গিয়ে দেবতাদের গা'ল্ দিয়ে বলেচে, দেবতাদের কেউ যেন পূজো না করে, তাঁদের কোনও সামর্থ্য নেই, তাঁরা একগাছি তৃণকেও তুল্‌তে পারেন না। দেবতারা তাই শুনে নিশ্চয় রাগ করেছেন।

যশোদা। ওমা কোথা যাব! এখনই পুরুতকে ডেকে পাঠাও এসে স্বস্ত্যয়ন করুন। কি সর্ব্বনেশে কথা! হে ঠাকুর তোমরা রাগ করোনা। ও ছেলে মানুষ কিবা জানে। (করযোড়ে পুনঃপুনঃ প্রণাম)

নন্দ। সত্যি সত্যি পুরুতকে ডাকাব ?

যশোদা। পুরুতের কর্ম্ম নয়। মেলায় শুনিচি বড় বড় ঋষিরা এসেছেন, তাঁদের ডাকাও।

নন্দ। দেখি যদি তাঁরা কেউ আসেন। (প্রস্থান)

রাজবৈদ্যের প্রবেশ।

রাঃ বৈ। (কাহ্নার নাড়ী দেখিয়া) এ কি?

যশোদা। কি হয়েচে? অমন কল্লেন কেন? ওগো কি হ'লো গো। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)

রাঃ বৈ। নাড়ী পাওয়া যাচ্চে না, কিন্তু মুখের ভাব ত বেশ আছে।

যশোদা। নাড়ী পাওয়া যাচ্চে না! তবেই সর্ব্বনাশ হয়েছে। (মাটীতে আছড়াইয়া পড়িয়া) ওরে কানাইরে, কোথা গেলিরে বাপ। (মূর্চ্ছা)

(রাজবৈদ্য কর্ত্তৃক রাণীর শুশ্রূষা)

রাঃ বৈ। গতিক ত ভাল বোধ হচ্চে না। কানাই না বাঁচলে রাণীও বাঁচবেন না।

যশোদা। (ব্যস্তভাবে উঠিয়া) এখন কেমন আছে কানাই?

নন্দ ও কানাইয়ের বেশে রাইএর প্রবেশ।

নন্দ। ইনি বলচেন কানাইকে ভাল করে দেবেন।

যশোদা। (রাইএর পদতলে পড়িয়া) বাবা তুমি ঠিক আমার কানুর মতন। আমার কানুকে সারিয়ে দেও তুমি যা চাবে তাই দেব।

রাই। আপনি ব্যস্ত হবেন না। কোনও ভয় নেই। আপ-নারা সকলে এখান থেকে যান ; আমি ওঁকে বাঁচিয়ে দিচ্চি।

যশোদা। আমার সাম্‌নেই বাঁচিয়ে দেও না।

রাজবৈদ্য। উনি বোধ হয় কোনও মন্ত্র প্রয়োগ করবেন, আমাদের যাওয়াই ভাল।

যশোদা। (রাইকে) তুমি আমার কানুকে সারিয়ে দেবে সত্যি বল্‌চো ?

রাই। সত্যি বল্‌চি সারিয়ে দেব।

যশোদা। আচ্ছা তবে আমরা যাচ্চি।

[রাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

রাই। (শূন্যে দৃষ্টি করিয়া) এই যে আমার প্রাণেশ্বর ফুল্ল শতদলের উপর দাঁড়িয়া বাঁশী বাজাচ্চেন।

(ভাবাবেশে গীত)

রাধা রাধা রাধা বলে বাজে বাঁশরী
তালে তালে প্রাণের তারে নাচে লহরী।
ভাবিতাম শুধু প্রাণ শুনে বুঝি বাঁশীর গান,
ঐ যে পাগল পারা সাগর সারা ভুঞ্জে মাধুরী॥

(অন্য সুরে)

বাঁশরির স্বরে থাকিতে কি পারে দেহেতে কাহারও প্রাণ।
আকুল হইয়া, ছুটী বাহিরিয়া অধরেতে অধিষ্ঠান।
উকি মেরে দেখে বাজে কোথায়।

মানব, পশু, পাখী, তাদের কথা কহিব কি
ছুটে আসে তরু শৈল তটিনী বহে উজান
দেখিবারে কে বাঁশী বাজায়।
দেবতা দানব রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ
ব্রহ্ম ঋষি দেব ঋষি বিদ্যাধর অপ্সরায়
ভুবন গগন তল ছায়।
নিজ নিজ গতি ভুলে ঢলে ঢলে তারা দলে
গড়াইয়া পড়ে তলে শুনিতে বাঁশীর গান
দিশাহারা মাতালের প্রায়।
চন্দ্রমা থামে আকাশে ধ্রুবতারা সরে আসে
কাছে শুনিবার আশে সে মধু বাঁশির তান
ছায়াপথ ঝুঁকে শুনে তায়।

(চেতনা লাভ করিয়া)

কৃষ্ণ কৃষ্ণ ওঠ, আর ঘুমিয়ো না। এখন ত তোমার ঘুমবার কথা নয়। কায করবার কথা। কই ঘুম ভাঙ্গে না যে। স্পর্শ না কল্লে কি জ্ঞান হবে না ? (শয্যায় বসিয়া কানাইএর বক্ষস্থলে হস্ত প্রদান) কানাই কানাই ওঠ, আমি এসেছি দেখ্‌তে পাচ্চ না ? এখনও ঘুম ভাঙ্গ্‌ল না। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ওঃ বুঝেছি। তুমি আমার মুখে মুখ দিয়েছিলে বলে তোমাকে আমি লজ্জা দিইছিলাম, তাই অভিমান করে আমার সঙ্গে কথা কচ্চো না। আচ্ছা আচ্ছা আর বারণ করবো না ওঠ। বটে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না ? নেও, তোমার কোটই বজায় থাক্। আমার লজ্জা, আমার পবিত্রতা, আমার সামঞ্জস্য সব আজ তোমার অভিমানের কাছে

বলি হ'ক। (কানাইএর গলা ধরিয়া মুখ চুম্বন, কানাইএর জ্ঞান লাভ ও ভাবাবেশে কথা।)

কাহ্না। আমি যে তোমার অদর্শনে শক্তিহীন হ'য়ে পড়েছিলাম। তুমি কি ভুলে যাও যে তুমি আমার দেহ, তোমাতে আমার সঞ্চার না হ'লে আমি শক্তিহীন হয়ে থাকি। আর আমাকে ছেড়ে যেয়ো না।

রাই। (ভাবাবেশে) আমি কি করে তোমাকে ছেড়ে যাব ? তুমি আমি যে এক বৃন্তে দুই ফুল, এক বৃত্তের দুই মেরু, এক দ্রব্যের দুই ধার, এক হিরের দুই মুখ।

(নেপথ্যে)—মহর্ষি সান্দীপনি ও মহর্ষি ব্যাসদেব এসেছেন।

(কাহ্নার উঠিয়া দ্বার মোচন ও মহর্ষিদ্বয়, যশোদা ও নন্দরাজের প্রবেশ ও কাহ্নাই কর্ত্তৃক চরণ বন্দন।)

সান্দী। কই তোমার ত কোন অসুখ দেখ্‌চি না।

যশোদা। ঋষিবরএকটু আগে যদি দেখ্‌তেন, বুঝ্‌তে পাত্তেন কি রকম অসুখ হয়েছিল, এই বৈদ্যরাজ আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছেন।

সান্দী। (এক দৃষ্টে রাইকে দেখিয়া) মা! আমি যে অনেক দিন থেকে তোমার পথ চেয়ে আছি। আজ পৃথিবী ধন্য। আজ নব যুগের আরম্ভ হ'ল। কৃষ্ণ আজ তোমার কার্য্যক্ষেত্র পরিষ্কার হয়ে গেল।

যশোদা। কে ইনি ঋষিবর ?

সান্দী। ইনি জগন্মাতা। তোমার ভাগ্যবলে ইনি তোমার পুত্রবধূ হয়েছেন। কিন্তু মা তুমি যখন পৃথিবীতে এসেছ, তোমাকে

পৃথিবীর ধর্ম্মপালন ক'ত্তে হবে। আজ আমি তোমাদের বিয়ে দেব।

রাই। আমরা যে চির-বিবাহিত।

সান্দী। তা হ'লে কি হয় মা? তোমরা এসেছ জগৎকে শিক্ষা দিতে। তোমরা লৌকিক আচার লঙ্ঘন কল্লে, সমাজে বিপ্লব হবে। বিবাহ প্রথা উঠে যাবে।

রাই। লৌকিক বিবাহে হয় ত আমার পিতার মত হবে না।

সান্দী। তোমার ত পিতা কেউ নেই মা। ব্যাসদেব আর আমি এখনই তোমাদের বিবাহ দিয়ে তারপর রাজা বৃষভানুকে সংবাদ দেব। আস্থন ব্যাসদেব, আজ আপনারও জন্ম সার্থক হবে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

যমুনা পুলিন—পূর্ণিমা রজনী।

এক পার্শ্বে রাইয়ের সখীগণ অপর পার্শ্বে কানাইএর সহচরগণ দণ্ডায়মান। মধ্যে ক্ষুদ্র পুষ্পিত কদম্ব বৃক্ষ, রাই ও কান্হাইএর প্রবেশ ও কদম্বমূলে যুগলরূপে দণ্ডায়মান হওয়া। রাইএর সখিগণের উঁহাদিগকে ঘিরিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য ও গান :—

বিজলি মেঘেতে হিরক হেমেতে, কমল যেমন সুনীল জলে,
রাইয়ে লয়ে শ্যাম, ত্রিভঙ্গিম ঠাম, যেন রতি কাম, কদম তলে,

রূপের ছটায় শশী শরমায়, ছুটিয়া পলায় স্বদল বলে
নয়ন তারার হেরিয়া বাহার আকাশের তারা খসে ভূতলে।
হৃদয়ে হৃদয় প্রেমে বাঁধা রয়, প্রেমে বাঁধা রাধা বাঁশরি বলে।
শুনিতে সে তান, যমুনা উজান, ছুটে পশু পাখী অচল চলে।
নয়নে নয়ন কথোপকথন, হৃদয় বেদন নীরবে বলে,
অধর কোণেতে ঈষৎ হাসিতে গোপনে রসের ফোয়ারা চলে।
কিশোরী কিশোর প্রেমেতে বিভোর এ ওর মাধুরী সাগরে গলে,
রাইএর কানাই কানাইএর রাই এক প্রাণ মন দেহ যুগলে।

(কানাইএর বংশীবাদন ও কানাইএর সহচর ও রাইএর সহচরীগণ যুগল ভাবে বদ্ধ হইয়া রাধাকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে নৃত্য ; পরে সহচরীগণ এক পার্শ্বে, সহচরগণ অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গীত।)

পুরুষগণ। কালিন্দী তীর সুধীর সমীরণ, কুন্দ কুমুদ অরবিন্দ বিকাশ।
নারীগণ। নাচত মৌর, মত্ত ভ্রমরা ভৌর, শারী শুক পিক পঞ্চম ভাস॥
পুরুষগণ। নাচত তটিনী গায় নট শেখর, গাওত তটিনী, নাচ নটরাজ।
নারীগণ। শ্যামর গৌর, গৌরী সঙ্গে শ্যামর, নবজলধরে জনু বিজুলি বিরাজ॥
পুরুষগণ। হেরি হেরি অপরূপ রাস কলারস মন্মথে লাগল মন্মথ ধন্দ।
নারীগণ। উরল গগনে সগণে রজনীকর চৌদিকে ফিরত দীপ ধরি চন্দ॥
পুরুষগণ। কাঞ্চন মণিগণ জনু নিরমাওল, রমণীমণ্ডল সাজ।
নারীগণ। মাঝ হি মাঝ মহা মরকত সম শ্যাম বিরাজে নটরাজ॥
পুরুষগণ। চলন্ত চিত্র-গতি সকল কলাবতী নাচত যত ব্রজনারী।
নারীগণ। জলদপুঞ্জ জনু তড়িত লতাবলী অঙ্গ ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারী॥
পুরুষগণ। নন্দ নন্দন সঙ্গে মোহন নওল গোকুলকামিনী।
নারীগণ। ভানু নন্দিনী তীরে তটিনী ভুবন মোহন লাবনী॥

পুরুষগণ। কুসুমিত কেলিকদম্ব কদম্বক সুরভিত শীতল ছায়।

নারীগণ। বান্ধুলী বন্ধুর মধুর অধরে ধরি মোহন মুরলী বাজায়

পুরুষগণ। শ্রীরাধিকা সনে বৃন্দাবন বনে বিহরতি শ্রীবনমালী।

নারীগণ। বেড়ল ব্রজবধূ বৃন্দ বিমোহিত বোলত বলি বলিহারি।

যবনিকা

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গিরিগোবর্দ্ধনের চূড়া—রাই ও কাহ্নাই।

কাহ্নাই। আমাদের ত লৌকিক বিয়েও হয়ে গেছে, তবে কেন তুমি আমাকে ধরা দেও না, আমার কাছ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াও।

রাই। আমি ত যুগে যুগে তোমাকে ধরা দিয়ে আসচি, তাতেও তোমার আশ মেটেনি ?

কাহ্নাই। (চক্ষু বুজিয়া) গীত।

সখিরে কি পুছসি অনুভব মোয় ?
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম জনম হম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল,
সোই মধুর বোল, শ্রবণ হি শুনমু, শ্রুতি পথে পরশ, ন গেল।
কত মধু যামিনী. মিলনে গোঞায়নু, ন বুঝনু কৈসন গেল.
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন ন গেল॥

(সান্দীপনির প্রবেশ, রাই ও কাহ্নাইএর প্রণাম)

সান্দী। মা তুমি আমাকে প্রণাম কর কি বলে, তুমি মা আমি ছেলে।

রাই। আপনি গুরু যে।

সান্দী। আমি তোমার গুরু নই মা। জগতে এমন কেউ নেই যে তোমার গুরু হবার স্পর্দ্ধা রাখ্‌তে পারে। আমরা যে সব তোমার সন্তান। তুমি আর কখনও আমাকে প্রণাম করো না; আমাকে মান্য করে কথা কয়ো না, আমাকে সন্তান জ্ঞানে স্নেহ করো। বল করবে?

রাই। আচ্ছা তাই হবে। বাবা তোমার শিষ্যকে বল, ওঁর এখানে থেকে আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

সান্দী। ঠিক বলেছ মা। আমি সেই কথা বল্‌তেই এসেছি। তুমি নিজের ঐশ্বর্য্য শক্তিতে যা জান্‌তে পার, আমাকে তা সাধারণ উপায়ে জান্‌তে হয়। আমি এখনই সন্ধান পেলাম বারণাবতের জতুগৃহ দাহ করে পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তী পাঞ্চালের দিকে গেছেন।

কান্হা। আমি যে তাঁদের গোকুলে আস্‌তে বলেছিলাম।

সান্দী। বৎস পাণ্ডবরা সম্রাট পুত্র। তুমি তাঁদের ভাই, কিন্তু নন্দরাজ তাঁদের অপরিচিত।

কান্হা। তাঁদের বোধ হয় কষ্টের একশেষ হচ্চে।

সান্দী। তাঁরা ছদ্মবেশে ভিক্ষা কত্তে কত্তে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাচ্চেন।

রাই। তাঁদের সাহায্য করাই এখন তোমার প্রধান কায।

সান্দী। আমি ঐ কথাই বল্‌তে যাচ্ছিলাম। যদুবংশে তুমি যেমন এক প্রবল শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছ পুরুবংশে পাণ্ডবেরা তেমনই এক প্রবল শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। এই দুই শক্তি এক হয়ে কায না কল্লে কোনও ফল হবার সম্ভাবনা নেই।

কাহ্না। সে কথা ত পূর্ব্বেই স্থির হয়ে গেছে।

সান্দী। সেই অনুসারে কায করবার সময় এখন উপস্থিত। তাঁরা এখন বিপদগ্রস্ত, তুমি তাঁদের সাহায্য কর।

কাহ্না। যে আজ্ঞা আমি আজই সসৈন্যে পাঞ্চালের দিকে যাত্রা করবো।

সান্দী। বৎস! তুমি সৈন্য নিয়ে গিয়ে কি করবে? তুমি একাই লক্ষ সৈন্যের অধিক। ভারতবর্ষের সৈন্যবল যে প্রকার উচ্ছৃঙ্খল, তার দ্বারা কোনও কার্য্যই হয় না। সৈন্য রাজাদের কেবল অলঙ্কার স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে বল অপেক্ষা বুদ্ধির প্রয়োজন বেশী।

কাহ্না। আমাকে তা হ'লে একাই যেতে আদেশ কচ্চেন?

সান্দী। হাঁ, পাঞ্চাল সম্রাটকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর ব্যাপার উপস্থিত। ব্যাসের ইচ্ছা দ্রৌপদীর সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের বিবাহ হয়। পাণ্ডবরা এখন যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তাঁরা সেখানে যেতেই সাহস করবেন না। তুমি কৌশলে তাঁদের নিয়ে যাও।

কাহ্না। তারপর?

সান্দী। তারপর যুধিষ্ঠিরের রাজনীতি, ভীমের বাহুবল, অর্জ্জুনের অস্ত্র শিক্ষা আর তোমার বুদ্ধি, এই চার শক্তি মিলিত হ'লে নিশ্চয়ই কোনও উপায় বা'র হবে। অবস্থা বুঝে তোমরা ব্যবস্থা করো। আমি এখন আসি। মা সন্তানকে আশীর্ব্বাদ কর। (কাহ্না কর্ত্তৃক সান্দীপনিকে প্রণাম)

রাই। (ভাবাবিষ্টা)

সান্দী। কই মা, তুমি ত আমাকে আশীর্ব্বাদ কল্লে না ?

রাই। তোমার বিষম বিপদ আসন্ন। কিন্তু তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।

সান্দী। তুমি যার মা, সে বিপদকে ডরায় না। তোমার আশীর্ব্বাদ মাথায় করে আমি চল্লাম্। (প্রস্থান)

কাহ্নাই। রাই !

রাই। আর তুমি আমাকে রাই বলে ডেকো না। এখন তুমি কৃষ্ণ, আমি রাধা, তুমি বেগ আমি বাধা, তুমি বীজ আমি বৃদ্ধি, তুমি বল আমি বুদ্ধি, তুমি সঙ্গ আমি শুদ্ধি. তুমি চেষ্টা আমি সিদ্ধি তুমি জয় আমি ঋদ্ধি। আর আপনাকে ভুলে থেকো না। তুমি যে কি জন্যে পৃথিবীতে এসেছ সে কথা সর্ব্বদা স্মরণ করো। তুমি যে অপরাজেয় এ কথা মনে থাকলে আপনা হ'তেই বল পাবে সর্ব্বদা স্মরণ রেখো যে কাযে তুমি হাত দেবে সে কায কখন অসিদ্ধ হতে পারে না। তুমি যা ইচ্ছা করবে, সে বিষয় কখনও অসম্পন্ন থাক্‌বে না। তুমি যে ঈশ্বর এ কথা আর অপ্রকাশ থাকা উচিত নয়—

এক খঞ্জের প্রবেশ।

খঞ্জ। মা তুমি আমাদের গোকুলের যুবরাজকে বাঁচিয়ে দিয়েছ। তোমার অলৌকিক শক্তি। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। আমি খোঁড়া হয়ে অবধি আর পরিবার পালন ক'ত্তে পাচ্চিনে। তুমি আমার খঞ্জত্ব সারিয়ে দেও।

রাধা। আমার এ অলৌকিক শক্তি কোথা থেকে এল ?

খঞ্জ। তুমি যে সাক্ষাৎ শক্তি, তোমার শক্তি আবার কোথা থেকে আসবে ?

রাধা। এ সব কথা তোমাকে কে বল্লে ?

খঞ্জ। বল্‌বে আবার কে ? আমি যে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাচ্চি।

রাধা। যাও বৎস ! তোমার খঞ্জত্ব আরোগ্য হয়ে গেছে।

খঞ্জ। (কয়েক পা চলিয়া) তাই ত। মা, মা, জননি ! সন্তানকে কিছু আজ্ঞা কর।

রাধা। আর কিছু আমার আদেশ নেই, স্বধু এই কথাটি মনে রেখো আমার যা কিছু শক্তি সমস্ত এই কৃষ্ণের আশ্রয়ে। ইনি অব্যক্তের ব্যক্ত মূর্ত্তি। এখন তুমি যাও।

[ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। রাধে ! তুমি বৃথা আমাকে বড় করবার চেস্টা কচ্চো। আমাকে কেউ চেনে না, সকলেই তোমাকে চেনে।

এক ক্ষুদ্র বালকের হস্ত ধরিয়া এক অন্ধের প্রবেশ।

অন্ধ। কোথা মা তুই ! আমি ত তোকে দেখ্‌তে পাচ্চিনে। আমার যে তুটি চক্ষু গেছে। একবার আমায় দেখা দে, তারপর আমার চোখ যায় যাবে।

রাধা। কাকে দেখ্‌তে চাচ্চ তুমি।

অন্ধ। মহামায়াকে যিনি দীনে দয়া করবার জন্যে, পতিতদের পাবনের জন্যে আমাদের মহারাজার মেয়ে হয়ে জন্ম নিয়েছেন।

রাধা। তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে আমি মহামায়া।

অন্ধ। তুমিই জানিয়ে দিয়েছ মা, নইলে আমার কি সাধ্য তোমাকে জানি?

রাধা। যাও তোমার চোখ ভাল হয়ে গেছে।

অন্ধ। হাঁ মা আমি বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি। মা জননি, মা জগদম্বা, মা, মা, মা!

রাধা। যাও বৎস, বাড়ী যাও।

[অন্ধের ও বালকের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। আমাকেও চক্ষু দেও রাধা, আমি যে চক্ষু থাক্‌তেও অন্ধ।

রাধা। তুমি চক্ষু বুঁজে থাক্‌বে, তা কে কি করবে?

(নেপথ্যে কোলাহল ; এক মৃত বালককে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মাতার প্রবেশ ও পশ্চাতে বহু লোকের জনতা।)

লোক সকল। ঐ যে রয়েছেন মা জননী, চল চল ওঁর কাছে, উঁনি নিশ্চয় ওকে বাঁচিয়ে দেবেন।

রাধা। এবার কিন্তু আমি কিচ্ছু করবো না। তোমাকেই এ বালককে বাঁচাতে হবে।

কৃষ্ণ। কি বল্‌চো রাধা! আমার কি সাধ্য আমি মরাকে বাঁচাবো? এত লোকের সাম্‌নে আমাকে হাস্যাস্পদ করো না।

রাধা। তবে ওদের ফিরে যেতে বলি।

কৃষ্ণ। আহা ওদের ফিরিয়ো না। দেখ দিকি ওর মা কি রকম করে কাঁদচে। দেও না ছেলেটিকে বাঁচিয়ে।

রাধা। তুমি বিশ্বাস কর আমি ছেলেটিকে বাঁচাতে পারি?

কৃষ্ণ। খুব করি। স্বচক্ষে এ সব যদি না দেখ্‌তাম, তবুও বিশ্বাস কত্তাম।

রাধা। আমার যা ক্ষমতা আছে, আমি তোমাকে দিলাম। যাও তুমি ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দেও।

কৃষ্ণ। আমার ভয় কচ্চে, আমি পারবো না। তুমিই ওকে বাঁচাও।

রাধা। কি গো তোমরা কি চাও?

লোক সকল। মা জননি! এই ছেলেটি আজ গাছ থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছে। ওর বাপ মার ঐ একমাত্র সন্তান। তারা বড় ভাল লোক। আপনি সর্ব্বশক্তিমতী, দয়া করে ছেলে-টিকে বাঁচিয়ে দেন।

রাধা। আমার যা কিছু শক্তি সমস্তই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে পাওয়া। তোমরা ওঁর কাছে প্রার্থনা কর। উনি ইচ্ছা কল্লে সব কত্তে পারেন।

লোক সকল। না মা ওঁকে আমরা বেশ জানি। উনি পার্‌বেন না। তুমিই দয়া কর।

রাধা। আমার কথায় তোমরা বিশ্বাস ক'ল্লে না? তোমরা যাও তবে এখানে কি কত্তে এসেছ?

মৃতবালকের মাতা। কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভগবান্! আমি তোমাকে চিনেছি। এস প্রভু দয়া করে আমার বাছাকে বাঁচিয়ে দেও। সেদিন যে পরব্রহ্মের কথা বলেছিলে, তুমিই তিনি, তোমার অসাধ্য কিছুই নেই। ভগবন্ দয়া কর; দেরী হ'লে বুঝি আমার বাছা বাঁচবে না।

কৃষ্ণ। বৎসে! আমি সামান্য মানব, আমার কোনও ক্ষমতা নেই। সে দিন তোমাদের যে উমার কথা বলেছিলাম, এই রাধাই সেই উমা। ইনিই ব্রহ্মবিদ্যা, ইনিই মহামায়া। ইনি ইচ্ছা কল্লে তোমার ছেলেকে বাঁচাতে পারেন, আমার সাধ্য নয়।

বালকের মাতা। বাবা আমাকে কেন বঞ্চনা কচ্চ? মহামায়া যে বল্লেন আমার ছেলেকে তুমিই বাঁচাতে পার। মহামায়া কি মিথ্যা কথা বলেন?

রাধা। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া) প্রভু প্রভু, কতদিন আর আত্মবিস্মৃত হয়ে থাক্‌বে? তোমার কাছে আমি কত তুচ্ছ। যাও প্রভু আর বিলম্ব করো না। তোমার এই ভক্ত নারীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

কৃষ্ণ। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) রাধে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক। বালক তুমি শুয়ে কেন? যাও খেলা করগে।

(বালকের হাত ধরিয়া তোলা)

(মৃত বালকের উত্থান। জয় কৃষ্ণকী জয়, জয় রাধামায়ীকি জয় বলিতে বলিতে বালক, তাহার মাতা ও লোক সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মথুরা—কংসের প্রাসাদ, কংস ও চন্দ্রাবলী।

কংস। বলিস কি! এত সাহস! আজই আমি সসৈন্যে গিয়ে গোকুল আর ব্রজ রসাতলে দেব।

চন্দ্রা। না বাবা! বৃষভানুরও দোষ নেই নন্দেরও দোষ নেই। ওঁরা বিয়ে দিতে চান্‌নি। সান্দীপনি আর ব্যাসদেব জোর করে বিয়ে দিয়েছেন।

কংস। বটে! গুরুদেবকে পাঠিয়ে দিতে বল্‌গে ত।

[চন্দ্রাবলীর প্রস্থান]

কংস। কাহ্নার অভিভাবক ত আমি, আমার অজ্ঞাতে যখন বিয়ে হয়েচে, এ বিবাহ অসিদ্ধ। আমি ব্রজের সম্রাট, রাইএরও অভিভাবক আমি, আমার অনুমতি বিনা রাজকন্যার বিবাহ হ'তে পারে না। অপ্রাপ্ত বয়স্কা রাজকন্যাদের বিবাহ দেবার অধিকার সম্রাটের, তাদের পিতা মাতার নয়। আমি এ বিবাহকে অবৈধ ধার্য্য ক'ল্লাম। রাইকে ধরে আনিয়ে আমিই তাকে বিবাহ করবো।

(সূচিরোমার প্রবেশ, কংসের নমস্কার।)

সূচি। সর্ব্বত্র বিজয়ী হও।

কংস। গুরুদেব! আপনি যে সেদিন বলেছিলেন সান্দীপনি আর ব্যাস ঘোরতর নাস্তিক হয়েছে আমি তার যথেষ্ট প্রমাণ পেইচি।

সূচি। ওদের সম্বন্ধে কি করবে স্থির করেছ?

কংস। ব্যাসকে শূলে দেব, সান্দীপনিকে আজীবন বন্ধ করবো।

সূচি। রাম রাম রাম! ক্ষত্রিয় রাজা কর্ত্তৃক ব্রহ্ম বধ।

কংস। ব্যাস ত ব্রাহ্মণ নয়।

সূচি। ব্রাহ্মণ নিশ্চয়।

কংস। শূদ্রার গর্ভে—

সূচি। আঃ কেন তর্ক কচ্চ ?

কংস। আপনি কি দণ্ড দিতে বলেন ?

সূচি। যা দণ্ড দেবার আমিই দেব ; ব্রাহ্মণকে দণ্ড দেবার অধিকার তোমার নেই।

কংস। ব্রাহ্মণকে প্রাণ দণ্ডই আমি দিতে পারিনে।

সূচি। কোনও দণ্ডই তুমি দিতে পার না।

কংস। নিশ্চয় পারি।

সূচি। তবে তুমি উচ্ছন্ন যাও। আমি তোমার পাপ রাজ্য ছেড়ে চ'ল্লাম। (প্রস্থানোদ্যত)

কংস। রাগ করবেন না। আমি তাঁদের দণ্ড দেব না, আপনিই দেবেন।

সূচি। বেশ।

কংস। আপনি কি দণ্ড দেবেন স্থির করেছেন।

সূচি। জ্বলন্ত হুতাশন প্রবেশ।

কংস। সান্দীপনি ব্রাহ্মণ, দেখ্‌বেন যেন রাজ্যের অকল্যাণ না হয়।

সূচি। নাস্তিককে দণ্ড দিলে রাজ্যের অকল্যাণ হয় না। আরত কোনও কায নেই ? (প্রস্থান)।

কংস। ভালই হ'ল। সাপও ম'ল লাঠিও ভাঙ্গল না। (করতালী)

প্রতিহারিণীর প্রবেশ।

কংস। দেবকী এসেছিল, যদি চ'লে না গিয়ে থাকে তাকে বল একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।

[প্রতিহারিণীর প্রস্থান ।

কংস। শুধু মুনিদের দণ্ড দিলে ত হবে না। এতদিন থেকে আমার বক্ষে যে কণ্টক ফুটে আছে, এইবার তাকে উদ্ধার করবার সময় হয়েছে। কি স্পর্দ্ধা! আমি যে কন্যাকে বিবাহ করবার জন্যে দূত পাঠিয়েছি, তাকে বিয়ে কত্তে তার আটক বোধ হল না? ভয় হ'ল না? তাকে কৌশলে মথুরায় আনা ত যা'ক। তারপর আমি বুঝে নেব।

দেবকীর প্রবেশ।

দেবকী। আমাকে ডেকেছ দাদা?

কংস। হাঁ বল্‌ছিলাম কি, কান্হাইকে আর সে গরু চরান নন্দর কাছে রাখা উচিত হচ্চে না। ও যদুবংশের রাজপুত্র, শেষটা গরুর রাখাল হয়ে যাবে? লেখা পড়াও কিছু শিখ্‌লে না, ক্ষাত্র্য ধর্ম্মও শিখ্‌লে না।

দেবকী। রণক্রীড়াতে দেখনি? ক্ষাত্র্য ধর্ম্মত শিখেছে।

কংস। আঃ কে বা এসেছিল রণক্রীড়াতে। অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে কর্ণ আধমরা হয়েছিল, তাকে পরাস্ত করায় ত মস্ত একটা বাহাদুরী হয়নি।

দেবকী। তোমরাই ত তাকে জয়মাল্য দিইছিলে।

কংস। সুধু ক্ষাত্র্যধর্ম্ম শিখ্‌লে ত চল্‌বে না। বেদ, বেদাঙ্গ, জ্যোতিষ প্রভৃতিও ত শেখা চাই।

দেবকী। ও যে সান্দীপনির কাছে বিদ্যা শিখ্‌চে।

কংস। বিদ্যা ত শিখ্‌চে না, অবিদ্যা শিখ্‌চে; নাস্তিকতা শিখচে; দেবদ্বেষী গুরুদ্বেষী যজ্ঞদ্বেষী যথেচ্ছাচারী হ'তে শিখচে।

দেবকী। নন্দরাজকে বলে পাঠাও ভাল করে ওর শিক্ষার ব্যবস্থা করুন।

কংস। পরের উপর ভার দিয়ে আর রাখ্‌লে চলবে না, ওর শিক্ষার ভার আমার নিজের হাতেই নিতে হবে।

দেবকী। শিক্ষার সময়ে ত নিলে না, এখন ত ওর গার্হস্থ্য আশ্রমের সময় হ'ল।

কংস। সেখানে ওর মোটেই যত্ন হচ্চে না। ওর শক্ত ব্যামো হয়েছিল, চিকিৎসা করবার লোক পায়নি, একটা কে মাগী না কে ওর বৈদ্য হয়েছিল।

দেবকী। বল কি দাদা, যত্ন হচ্চে না? যশোদা যে রকম ওকে যত্ন করে কোন্ মা ছেলেকে সে রকম যত্ন কত্তে পারে? যশোদার সে ত বাৎসল্য নয় সে যে পূজা। কাহ্নাই যে তার দেবতা; কাহ্নাইয়ের কথা তার কাছে বেদ বাক্য; কাহ্নাইয়ের খেলা গোকুলে দেবতার লীলা; তার চড়বার ঘোড়াও যশোদার আদরের জিনিস, কাহ্নাই হাস্‌লে মানিক পড়ে, কাঁদ্‌লে জগৎ অন্ধকারময় হয়; তার সাত খুন মাফ; তাকে এক মূহূর্ত্ত না দেখ্‌লে সে প্রলয় গণে।

কংস। ঐ রকম আদর দিয়েই ত তার মাথা খাওয়া হয়েছে। সে চাঁদ চাওয়া ছেলে হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তাকে আন্‌বার জন্যে আজই সৈন্য পাঠাব।

দেবকী। কি চাঁদ সে চেয়েচে ? সেই ত মথুরার ন্যায্য রাজা, মহারাজা দেবকের দৌহিত্র, তুমি তার রাজ্য কেড়ে নিয়ে রেখেছ তাতেও তোমার পেট ভচ্চে না। তুমি তাকে মথুরায় এনে মেরে ফেল্‌তে চাও। আমি তোমাকে বলে রাখ্‌চি, তুমি তাকে মা'ত্তে পারবে না, নিজেই মরবে।

কংস। কার সঙ্গে কথা কচ্চ জান দেবকী!

দেবকী। তুমি জান কার সঙ্গে কথা কচ্চ ? আমিই যদু-বংশের প্রধান, মথুরার মহারাণী। আমি বর্ত্তমানে তুমি কে ? তুমি কে বল্‌বো ? তুমি পিতৃদ্রোহী, ভগিণীর রাজ্যাপহারী, তস্কর।

কংস। সাবধান দেবকি! যে পিতাকে বদ্ধ করেছে সে ভগ্নীকেও বদ্ধ কত্তে পারে।

দেবকী। ক'রে দেখ না একবার। যদুবংশ এখনও বীর শূন্য হয়নি; আমার কাহ্নাইও এখন শিশু নয়। সাবধান দাদা তোমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। (প্রস্থান।)

কংস। (ক্রোধে বিচরণ করিতে করিতে) কি স্পর্দ্ধা! বলাই আমার অনুগত। তার খাতিরে আমি বসুদেবকে কিছু বলিনে। সাত্যকী ওর দলে, তাই এত সাহস। আচ্ছা তোমাদের নাই বা কিছু ক'ল্লাম। কিন্তু তোমাদের বিষ দাঁত ওপ্‌ড়াব, আজ

যদুবংশের ন্যায্য রাজা আর রাণীকে আন্‌তে পাঠাচ্চি। মনে করেছিলাম দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে পাঞ্চালে যাব। তা হ'ল না। যার গৃহ শত্রু এত প্রবল তার অবসর কোথায় ?

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

যমুনা পুলিন। রাধা ও বৃন্দা।

বৃন্দা। এই ত মোটে পর্শু তিনি গেছেন।

রাধা। পর্শু! আমার বোধ হচ্চে এক যুগ তাকে দেখিনি।

বৃন্দা। তুমিই ত তাঁকে পাঠালে।

রাধা। আমি যে তার সহধর্ম্মিণী। তার রাজধর্ম্মে কি বাধা দিতে পারি ?

বৃন্দা। তবে অত কাতর হচ্চ কেন ?

রাধা। আমার বোধ হচ্চে যেন আমার বুকের ভেতর থেকে হৃৎপিণ্ডটা কে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। তুই বল্‌চিস্ সে পর্শু গেছে, "নিমিষে আমি যে যুগ ক্রোড়ে দূর মানি।"

বৃন্দা। তোমার একার ত এ দশা নয়।

(গীত)

বৃন্দাবনপুর অন্ধকার কর পরদেশ গয়া কাহ্নাই
ব্রজপুরী আকুল ব্যাকুল গোকুল কানু কানু করি রোই॥

যশোমতী নন্দ রো রো অন্ধ পদ এক চলই না পার
সখাগণ বেণু ধেনু সব বিসরণ, রোয় ফিরে নগর বাজার ॥
কুসুম ত্যজি অলি ভূমিতল লুঠত তরুগণ পাষাণ সমান
শারী শুক মূক, ময়ূরী ন নাচত, কোকিল ন করহি গান ॥
বিরহ তাহারি সাগর গহরী দশ দিকে বিরহ বিথার
নীল যমুনা জল, বিরহে ভেল কাল, কাল যমুনা কিনার ॥

রাধা। বৃন্দা ঠিক বলিচিস কৃষ্ণ বিরহে বৃন্দাবন আজ নিরানন্দ ঃ—

(গান)

নাথ দরশ সুখ বিধি কৈল বাদ,
অক্রূরে ভাঙ্গল বিন অপরাধ।
সুখময় সাগর মরুভূম ভেল,
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল।
আন সোচনু হিয়ে, বিধি কৈল আন,
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ।
সখি হে শ্যাম নাম কর গান
সুনইতে রসউ নীরস পরাণ ॥

বৃন্দা। (গীত)

অভিনব নীল জলদ তনু ঢল ঢল পুচ্ছ মুকুট শিরে সাজনি রে।
কাঞ্চন বসন রতনময় আভরণ নূপুর রুনু ঝুনু বাজনি রে ॥
জয় জয় জগজন লোচন ফাঁদ রাধারমণ বৃন্দাবন চাঁদ
ইন্দীবর যুগ লোচন সুভগ চঞ্চল অঞ্চল কুসুম শরে ॥

অবিচল কুল রমণীগণ মানস মদনে জর জর প্রেম ভরে
শোভে বনমালা আজানু লম্বিত পরিমলে অলিকুল গুঞ্জরে রে।
বিম্বাধর পর মোহন মুরলী গাওত রাধা নাম সপ্ত স্বরে॥

ললিতার প্রবেশ।

ললিতা। মহামুনি সান্দীপনিকে কংসের সৈন্যরা ধরে নিয়ে গেল। ব্যাসদেবকে, কান্হাইকে আর তোমাকে খুঁজচে।

বৃন্দা। তিনি দিব্যাস্ত্রের গুরু তাঁকে কি ক'রে ধল্লে?

ললিতা। ঋষিরা ক্ষমতা থাকলেও ত যুদ্ধ করেন না? বিশ্বামিত্র কি রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন?

রাধা। ব্যাসদেব পাঞ্চালে; কৃষ্ণ পাঞ্চালের পথে; গুরুদেবকে কোথায় নিয়ে গেল ললিতা?

ললিতা। মথুরায়। সেখানে তাঁর বিচার হবে। তিনি নাকি নাস্তিকতার প্রচার করেছেন।

রাধা। আমাকেও ধরে নিয়ে যাবে? আমি নিজেই মথুরায় যাচ্চি, দেখি কে আমাকে ধরে।

বৃন্দা ও ললিতা। আমরা তোমাকে যেতে দেব না। আমরা তোমাকে লুকিয়ে রাখ্‌বো।

রাধা। আমার লুকুবার সময়ই বটে। চল্ বৃন্দা আমরা মথুরা যাবার ব্যবস্থা করিগে।

[সকলের প্রস্থান।

(ফল হস্তে গোকুলের বালকগণের গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

কীর্ত্তন।

কোথা ভাই আজ কোথা তুই ভাই প্রাণের কানাই
তোরে না হেরে প্রাণ সখারে মোরা যে সকলে মরে যাই।
ঘুরে বৃন্দারণ্যে তোর জন্যে দেখ্ কত ফল এনেছি ভাই
চেখে দেখে তবে এনেছি সবে টক নয় তোর ভয় নাই!
গোপিনীরে তোর তরে আনূচে ক্ষীর ছানা মালাই:
খেতে খেতে নেচে নেচে যমুনা তীরে আয় বেড়াই।
তুই বাজাবি বাঁশি মোরা সবে আসি তোরে ঘিরে আয় নাচি গাই
সব সখা মিলে তুলে বনফুলে মালা গেঁথে তোর গলে দোলাই॥

[গাইতে গাইতে বালকগণের প্রস্থান।

(নবনীত প্রভৃতি হস্তে গোপীগণের গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

বাপ্‌রে কানাই দেখা দেরে বাপ ডাকে তোর সব গোপী মাই,
ক্ষীর শর ছানা নবনী, হাতে লয়ে বাপ নীলমণি, গলি গলি তোরে
খুঁজে বেড়াই।

ত্বরায় ফিরে আসিবে বলে গোকুল ছেড়ে গেলি চলে
ফিরে এসে বুঝি ছলে লুকিয়ে আছিস তাই দেখা নাই।
তোর তরে তোর মা যশোদা, অশ্রুজলে ভাসচে সদা
ধুলার পরে আছে পড়ে একটুও চৈতন্য নাই।
তোর বৃদ্ধ পিতা নন্দরায় তার দুঃখের কথা কব কায়
বৃন্দাবনের বনে বনে কেঁদে ডাকে বাপ আয় কানাই।
গোকুলের ধেনুর পালে রাখতে পারে না রাখালে
দুধের ধারায় ভাসিয়ে ধরা করে ডাকাডাকি ধাওয়া ধাই।

[গোপীগণের গাইতে গাইতে প্রস্থান।

(কিশোরীগণের গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

কোথায় কানাই যায় যে রে প্রাণ প্রাণের কানু তোরে না হেরে
খুঁজিনু গোকুলে ব্রজে বৃন্দাবনে কোথাও না পাই তোমারে।
লুকায়েছ হরি তাতে ক্ষতি নাই প্রাণের মাঝারে দেখা দেও
হৃদয় আঁচরে বসাইয়া তোরে পূজিব দাসীর পূজা লও।
আমরা অবলা মুরথ চপলা ভজন পূজন নাহি জানি।
কেবল চিনেছি চরণ দুখানি পেতেছি বক্ষ এসে দাঁড়াও।
পালাবে কোথায়, বেঁধেছি তোমায়, প্রেমের মথম বাঁধনে
লুকাবে কোথায়. যে দিকে তাকাই, দেখি সে তোমারই বদনে।
না বাজাও বাঁশী, শুনিব সে সুর, কোকিলের কুহু কুহু স্বরে।
না কহিয়ো কথা শুনিব বারতা ভ্রমরের মধু গুঞ্জরে।
না হাসিয়ো আর সে মোহন হাসি হেরিব তড়িতে অম্বরে।
তোমার পরশ, কোমল সরস, পাইব মলয় সমীরে।
তুমি নাহি লও দাসীর প্রণয় চরণে ঠেলিবে দাসীরে
দিব সর্ব্বভূতে ওহে ভূতনাথ কেমনে ঠেলিবে তাহারে॥

[গাইতে গাইতে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মথুরা কারাগারের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ। প্রাচীরের গাত্রে স্তূপাকৃত ইন্ধন সজ্জিত। সূচিরোমা কারারক্ষীগণ দ্বারা আরও ইন্ধন রাখাইতেছেন।

ললিতার প্রবেশ।

সূচি। বৎসে তুমি কি চাও।

ললিতা। প্রভু! দাসীকে ওরূপ সম্বোধন করবেন না, দাসী চরণ সেবার অধিকার চায়।

সূচি। পাপিষ্ঠে! আমি ব্রহ্মচারী, আমাকে প্রলোভন দেখাচ্চিস।

ললিতা। আমি অনন্যপূর্ব্বা ব্রাহ্মণ কন্যা। আপনাকে পতিত্বে বরণ কচ্চি।

সূচি। বড় অদ্ভুত কথা! এত লোক থাক্‌তে, এ রকম করে, আমাকে পতিত্বে বরণ!

ললিতা। আপনি সম্রাটের কুলগুরু, সনাতন ধর্ম্মের স্তম্ভ-স্বরূপ, আপনার মত স্বামী কোথা পাব আর?

সূচি। তুমি কার কন্যা? এতদিন অনূঢ়া কেন আছ?

ললিতা। আমি চণ্ডমুনির কন্যা। ব্রজের রাজকুমারীর সখি ছিলাম। তাঁকে সংস্কৃত পড়াতাম। সম্প্রতি তাঁর বিবাহ হয়েছে। পিতা আমাকে স্বেচ্ছায় বিয়ে কত্তে অনুমতি দিয়েছেন।

সূচি। আচ্ছ আমি চণ্ডমুনিকে জিজ্ঞাসা করে এ কথার উত্তর দেব।

ললিতা। তিনি পাঞ্চালীর স্বয়ংবরে নিমন্ত্রিত হয়ে গেছেন, এখন আসবেন না। তিনি শুনেছেন আপনি ব্রহ্মহত্যা ক'ত্তে উদ্যত হয়েছেন। যদি আপনি ব্রহ্মহত্যা করেন আমি আপনাকে বিবাহ করবো না।

সূচি। ব্রাহ্মণ যদি পাতকী হয় তাকে দণ্ড দেয়া যে রাজ-গুরুর কর্ত্তব্য।

ললিতা। পিতা বলে পাঠিয়েছেন মহামুনি সান্দীপনি পাতকী নন। তাঁকে নির্য্যাতন কল্লে আপনিই পাতকী হবেন। আপ-নাকে এই পাতক থেকে উদ্ধার করবার জন্যেই তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।

সূচি। অর্থাৎ তিনি মনে করেছেন আমি তোমার রূপে ভুলে নিজের কর্ত্তব্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ হব। হাঃ হাঃ যেমন সান্দীপনি পরম ধার্ম্মিক, তেমনই ধার্ম্মিক তাঁর বন্ধু।

ললিতা। আপনি আমার পিতৃনিন্দা কচ্চেন ?

সূচি। নিন্দার কায কল্লেই নিন্দা কত্তে হয়।

ললিতা। তা হ'লে আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান কল্লেন ?

সূচি। আমি ত প্রত্যাখ্যান করিনি। তুমি যদি সত্য চণ্ড-মুনির কন্যা হও, আমি তোমাকে বিবাহ কত্তে প্রস্তুত আছি।

ললিতা। আমি ব্রহ্মহন্তা পাতকীকে বিয়ে করবো না।

(প্রস্থানোদ্যতা)

সূচি। শোন শোন। যদি সান্দীপনি প্রতিজ্ঞা করেন আর নাস্তিকতার প্রচার করবেন না, আমি তাঁকে অব্যাহতি দেব।

ললিতা। আমি যখন উপযাচিকা হয়ে আপনাকে বরণ করিচি, এ জন্মে অন্য কাউকে বিবাহ করবো না। আপনি যদি ব্রহ্মহত্যার পাতকী না হন, পিতার কাছে আমাকে প্রার্থনা করবেন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন যে আমি শত জন্ম অবিবাহিতা থাকি সেও ভাল কিন্তু ব্রহ্মঘাতীকে বিয়ে করবো না। (প্রস্থান)

সূচি। কি সৌন্দর্য্য! যেন মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মতেজ। রাজ-কুমারীকে সংস্কৃত পড়ায়। আজকাল স্ত্রীলোকদের মধ্যে সংস্কৃত চর্চ্চা বড় একটা দেখা যায় না। আদর্শ নারী বটে। কিন্তু তা বলে যেন আমি কর্ত্তব্যচ্যুত না হই।

সারণের প্রবেশ।

সূচি। সারণ কি মনে করে ?

সারণ। আপনি নাকি মহামুনি সান্দীপনিকে জীবন্ত পুড়িয়ে মাচ্চেন ?

সূচি। সে যদি নাস্তিকতার প্রচার থেকে বিরত না হয় অবশ্য পুড়িয়ে মারবো।

সারণ। আপনি জানেন তিনি আমার ভাই কানাইএর গুরু। কানাই এখন এখানে নেই কিন্তু আমি ত আছি। আপনি এ কাজ করে সহজে অব্যাহতি পাবেন না।

সূচি। তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্চ ?

সারণ। ব্রহ্মহত্যা কল্লে আপনি আর ব্রাহ্মণ থাক্‌বেন না। তখন আপনাকে বধ কত্তে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ হবে না।

সূচি। বেশ! আমার কায আমি করি। সনাতন ধর্ম্মের

একটা কণ্টক দূর করি। তারপর না হয় তুমি আমাকে বধ করো।

সারণ। আপনার এই শেষ কথা ?

সূচি। এই আমার শেষ কথা।

সারণ। আচ্ছা। (প্রস্থান)

সূচি। বলাই আর সারণ যে গোঞার, ওদের অসাধ্য কিছু নেই। তা বলে কি কচ্চি।

দেবকীর প্রবেশ।

দেবকী। বাবা, যে কথা শুন্‌লাম তা কি সত্যি ?

সূচি। সান্দীপনির কথা বল্‌চেন মা! সত্যই তাঁর বিষম বিপদ।

দেবকী। যদুকুলে অনেক কলঙ্ক হয়েচে, তার উপর আর ব্রহ্মহত্যার কলঙ্ক চাপাবেন না।

সূচি। নাস্তিককে ব্রাহ্মণ বলা যায় না।

দেবকী। তিনি নাস্তিক হ'লে আমার কানাই তাঁর শিষ্য হ'ত না।

সূচি। যদুবংশের প্রধান রাজকুমারকে সে নাস্তিক হ'তে শেখাচ্চে, এইত তার আসল অপরাধ।

দেবকী। তার গুরু হত্যা হ'লে সে প্রাণত্যাগ করবে।

সূচি। ধর্ম্মত্যাগ করার চেয়ে প্রাণত্যাগ করা ভাল।

দেবকী। তুমি ওঁকে ছেড়ে দেও, আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমাকে দেব।

সূচি। আমি অত হীন নই মা যে উৎকোচ গ্রহণ করে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হব। আপনি রাজকন্যা, ভবিষ্যতে হয়ত রাজমাতা হবেন। আমার ক্ষমতা থাক্‌লে আপনার কথাতেই তাঁকে ছেড়ে দিতাম। সন্ধ্যা হয়ে এল আর আমার সময় নেই। আমাকে ক্ষমা করবেন। (প্রস্থান)

দেবকী। কি হবে ? সান্দীপনির প্রাণদণ্ড হ'লে ত কানাই বাঁচবে না। একটু আগে খবর পেলে আমি মথুরা ওলট্ পালট্ করাতে পাত্তাম। যাই বলাইএর কাছে। (প্রস্থান)

(প্রহরী বেষ্টিত সান্দীপনিকে লইয়া সূচিরোমার প্রবেশ)

সান্দীপনি। উপনিষৎ প্রচার যদি নাস্তিকতা প্রচার হয় তা হ'লে আমি নাস্তিকতা প্রচার করিচি।

সূচি। যা করবার তা করেচ ; প্রতিজ্ঞা কর আর করবে না ; আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্চি।

সান্দী। উপনিষদের প্রচার আমার জীবনের প্রধান ব্রত ! যদি ব্রতের উদ্‌যাপন কত্তে না পাল্লাম জীবন ধারণে লাভ ?

সূচি। আমি যদি প্রমাণ কত্তে পারি উপনিষদ নাস্তিকতা ভিন্ন অন্য কিছু নয়, তা হ'লে ত আর প্রচার করবে না ?

সান্দী। নিশ্চয় করবো না।

সূচি। বেদে বিশ্বাস কর ?

সান্দী। খুব করি। কিন্তু দুঃখের মধ্যে বেদের অর্থ লুপ্ত হয়ে গেছে, আমরা এখন বেদ বুঝতে পারি না।

সূচি। একথা ত স্বীকার কর, যে শাস্ত্র বেদ বিরুদ্ধ সে অশাস্ত্র।

সান্দী। বেদ সকল শাস্ত্রের আদি। বেদে যা নেই তা নূতন শাস্ত্রে থাক্‌তে পারে।

সূচি। তোমার মরণের পাখা উঠেছে, তুমি ঘোর নাস্তিক।

সান্দী। মরণের ভয় কাকে দেখাচ্চ সূচিরোমা ?

সূচি। আচ্ছা আচ্ছা ভয় দেখাব না। তর্কে তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্চি। বেদে হয়ত এমন অনেক কথা নেই যা পরবর্ত্তী শাস্ত্রে আছে। কিন্তু এ কথাটা তোমাকে মান্‌তেই হবে যে বেদের বিরুদ্ধ কোনও শাস্ত্র হ'তে পারে না।

সান্দী। আচ্ছা তা না হয় মান্‌লাম। উপনিষদ বেদের বিরুদ্ধ নয়, বেদের মস্তক, বেদের অন্ত, তাই আমরা ওর নাম দিইচি বেদান্ত।

সূচি। বেদের অন্তই বটে। বেদের চিতা।

সান্দী। বেদের চূড়ান্ত।

সূচি। বেদে ইন্দ্রের পূজা, বরুণের পূজা, বায়ুর পূজা, অগ্নির পূজা আছে স্বীকার কর ?

সান্দী। করি, কিন্তু ইন্দ্র অর্থে ঈশ্বরের বল রূপ, বরুণ অর্থে সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা; অগ্নি তাঁর তেজ ও প্রকাশ স্বরূপ, বায়ু জগতের অন্নজল দাতা মেঘকে আনয়নকারী ঈশ্বরের কল্যাণময় রূপ। তোমরা যে অর্থে ইন্দ্রাদির পূজা কর, বেদের সে অর্থ নয়।

সূচি। বেদের অর্থ সোজাসুজি, অত ঘোর ফের নয়। তা যা'ক তোমার কথাই আমি মেনে নিলাম, দেবতারা ঈশ্বরের এক এক গুণের রূপ। কিন্তু বেদে যখন ঐ সব দেবতার পূজার বিধান রয়েছে, সে পূজার নিষেধ করবার তুমি কে? দেবতারা অকর্ম্মণ্য, তাঁদের একটি তৃণ তোল্‌বার শক্তি নেই এ কথা বল্‌বার তুমি কে?

সান্দী। বল্‌বার প্রয়োজন না থাক্‌লে কেনোপনিষদের সৃষ্টি হ'ত না। বেদের যুগে ঈশ্বরের গুণের পূজা কত্তে গিয়ে লোকে ঈশ্বরকে ভুলে থাক্‌ত না। এখন ঈশ্বর লোপ পেয়ে গেছেন, কেবল ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য এঁদেরই পূজা হয়। এঁরা যে পৃথক দেবতা নয়, ঈশ্বরের এক একটা গুণের কল্পনা মাত্র এ কথা লোকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখান দরকার হয়ে পড়েছে।

সূচি। সেই সঙ্গে দেবতাদের পূজা বন্ধ করাও দরকার হয়েছে?

সান্দী। নিশ্চয়। দেবতাদের পূজা বন্ধ না কল্লে কেউ পরমাত্মার পূজা করবে না।

সূচি। যদি দেবতাদের পৃথক অস্তিত্বই বেদের বাস্তবিক অর্থ হয়?

সান্দী। তা হ'লে বল্‌বো বেদের যুগের চেয়ে উপনিষদের যুগ উন্নত। সমাজ যে চিরকার একই অবস্থায় থাক্‌বে তার কোনও অর্থ নেই। ক্রমোন্নতিই যখন জগতের নিয়ম, সমাজের ক্রমোন্নতি হওয়া আবশ্যক।

সূচি। দেখ সান্দীপনি, তোমাকে প্রাণে মারা আমার ইচ্ছা

নয়, তোমার মুখ বন্ধ করাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু তুমি সত্যই বেদনিন্দক, নাস্তিক, নাস্তিকতার প্রচারক। তোমাকে বধ না ক'ল্লে সনাতন ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ হবে, দেশ উচ্ছন্ন যাবে। এখনও নিবৃত্ত হও। তোমার পায়ে ধরে মিনতি কচ্চি তুমি এ দুর্ম্মতি ছাড়।

সান্দী। আমার যদি সহস্র বার জন্ম হয়, আর প্রত্যেক জন্মে সত্যের অনুরোধে আমাকে অগ্নিতে প্রাণ ত্যাগ কত্তে হয়, আমি তবু সত্যকে পরিত্যাগ করবো না।

সূচি। তুমি নাকি রাধার পূজার প্রবর্ত্তন কত্তে চাও ?

সান্দী। হাঁ চাই। ব্রহ্ম জগতের আত্মা, মূল প্রকৃতিই জগতের দেহ। ব্রহ্ম অপরিবর্ত্তনীয় নিরীহ, নিশ্চেষ্ট, নির্ব্বিকার। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, সদা সচেষ্ট, অহরহ বিকার প্রাপ্ত। আমরা যে জগৎকে জানি সে জগৎ প্রকৃতিরই খেলা। ব্রহ্ম অচিন্ত্য, অজ্ঞাত, অজ্ঞেয় ; প্রকৃতি সুচিন্ত্য, জ্ঞাত, জ্ঞাতব্য। ব্রহ্ম পিতা, প্রকৃতি মাতা। মাতা পিতা অপেক্ষাও গরীয়সী। রাধা সেই প্রকৃতি ; তিনিই মহামায়া, মাতৃভাবে ঈশ্বর, জগতের সৃষ্টি স্থিতির কারণ। তিনিই জগতের মাতৃস্নেহের সমষ্টি। সেই মাতৃস্নেহই শ্রেষ্ঠ মধুর দাম্পত্য প্রেমের পরিণতি। সতীর প্রণয় আর মাতার স্নেহ এই দুইই রাধার স্বভাবের দুই ধার। রাধা উপনিষদের উমা ; রাধাই ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্ম অপেক্ষাও ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। সেই রাধার পূজা করবো না ত কার করবো ? আগামী যুগে মাতৃপূজা সর্ব্বত্র প্রচলিত হবে দেখো।

সূচি। বেদে মাতৃপূজার পদ্ধতি নাই। মাতৃপূজা বেদ-বিরুদ্ধ।

সান্দী। বেদে অদিতির পূজা আছে, যদি নাও থাকৃত মাতৃ-পূজাকে বেদবিরুদ্ধ বলা যায় না। বেদের যুগের পরে জগতে যথেষ্ট জ্ঞানের উন্নতি হয়েছে। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে আমরা যে সকল নূতন তথ্য অবগত হইচি, তাদের বর্জন করা মূঢ়ের কায।

সূচি। সান্দীপনি! আমি যদি তোমাকে অব্যাহতি দিই, আমার পাপ হবে. আমি সনাতন ধর্ম্মের সর্ব্বনাশকারীর সহকারী হব।

সান্দী। অব্যাহতি দিয়ো না।

সূচি। তোমার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনও শক্রতা নেই। আমি তোমার বধের ভাগী হ'লাম, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

সান্দী। তুমি অজ্ঞানের মোহে যা কচ্চ, দোষ সেই অজ্ঞানের, তোমার নয়। আমি কায়মনোবাক্যে তোমায় ক্ষমা কচ্চি।

সূচি। তুমি মরবার জন্যে প্রস্তুত হও।

সান্দী। প্রস্তুতই আছি।

সূচি। তুমি নিজেই তবে চিতার উপর গিয়ে বসো, জল্লাদরা অনর্থক তোমাকে কেন স্পর্শ করবে?

সান্দী। ওরাও সেই রাধার সন্তান, আমার সহোদর, স্পর্শ কল্লে কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু বল প্রয়োগের প্রয়োজন হবে না, আমি নিজেই চিতায় বস্চি। (চিতারোহণ)

সূচি। জল্লাদগণ কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ কর। (জল্লাদগণের তথা করণ)

প্রাচীরের পশ্চাৎ হইতে কাষ্ঠের স্তূপের উপর রাধার প্রবেশ।
তাঁহার মুখে অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ পাত ও অলৌকিক
সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি।

রাধা। বৎস! আমি এসেছি। কার সাধ্য তোকে দগ্ধ করে?

সূচি। (অবাক্ হইয়া) কে তুমি মা? (প্রহরীগণ ভূতলে প্রণত হইল)

সান্দী। ইনিই রাধা।

সূচি। (প্রণত হইয়া) মা মা! অধম সন্তানে দর্শন দিয়ে তার অজ্ঞান দূর কল্লে। আজ থেকে সান্দীপনি আমার গুরু; আমি তার শিষ্য। নিবোও নিবোও আগুন।

যবনিকা।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পাঞ্চাল—লক্ষ্যভেদের প্রাঙ্গন। ছদ্মবেশে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

কৃষ্ণ। এ লক্ষ্যভেদ করা অন্য কারও কর্ম্ম নয়, সমর্থ হয়ে পার্থ কেন পরাঙ্মুখ হচ্চ ?

অর্জ্জুন। ঠিক বলেছ কৃষ্ণ এ অন্য কারও কর্ম্ম নয়। কেবল তোমারই কর্ম্ম।

কৃষ্ণ। ধনুর্বিদ্যায় তুমি অদ্বিতীয়।

অর্জ্জুন। তুমি সর্ব্ব বিদ্যায় অদ্বিতীয়।

কৃষ্ণ। আমি বিবাহিত।

অর্জ্জুন। মহাপুরুষেরা বহু বিবাহ কত্তে পারেন; করাই উচিত।

কৃষ্ণ। রাধার মত যার স্ত্রী, সে অন্য বিবাহ কত্তে পারে না।

অর্জ্জুন। দাদারা অবিবাহিত থাকৃতে আমার বিয়ে হতে পারে না।

কৃষ্ণ। বলরামের বিবাহ না হ'তে আমার হ'ল কি করে ?

অর্জ্জুন। তুমি যদুবংশ পতি; বলরাম সামান্য ব্যক্তি।

কৃষ্ণ। যুধিষ্ঠির কিংবা ভীমের সামর্থ্য নেই যে এ লক্ষ্য ভেদ করেন। এমন সুযোগ আর হবে না। দ্রৌপদীকে বিবাহ কল্লে

তুমি প্রবল সহায় পাবে। অচিরে যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য প্রাপ্তি হবে।

অর্জ্জুন। দ্রৌপদীকে বিবাহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি আমার প্রাণাধিক; তোমার কথা অমান্য করা আমার কত কষ্টকর, জেনে শুনে কেন অন্যায় অনুরোধ কচ্চ?

কৃষ্ণ। কেন অসম্ভব অর্জ্জুন? (অর্জ্জুনের লজ্জাভিনয়) বল বল, এ লজ্জা করবার সময় নয়। তুমি কি গোপনে অন্য কাউকে বিবাহ করেছ? (অর্জ্জুনের মাথা নাড়া) তুমি কি অন্যাসক্ত? (অর্জ্জুনের লজ্জাভিনয়) তুমি সেদিন সুভদ্রাকে দেখেছিলে; সেই কি তোমার অনিচ্ছার কারণ? (অর্জ্জুনের লজ্জাভিনয়) সে বিবাহে অনেক বিঘ্ন। তা ছাড়া সুভদ্রা রাজকুমারী নয়; দ্রৌপদীকে বিবাহ কল্লে তোমার সাম্রাজ্য প্রাপ্তি হবে।

অর্জ্জুন। তুমি কি আমায় পরীক্ষা কচ্চ?

কৃষ্ণ। আমি কি মিথ্যাবাদী?

অর্জ্জুন। সুভদ্রার সঙ্গে যদি আমার বিবাহ না হয়, আমি চিরকাল অবিবাহিত থাক্‌বো।

কৃষ্ণ। তুমি জান তুমি কে? ভারতবর্ষের ভাবী উন্নতি অবনতি তোমার উপর নির্ভর কচ্চে জেনে তুমি নিজেকে প্রণয়ের বন্ধনে জড়াচ্চ?

অর্জ্জুন। সে উন্নতি তোমার উপর নির্ভর কচ্চে। তুমি সব জেনে শুনে এক সামন্ত রাজার কন্যাকে কেন বিয়ে কল্লে?

কৃষ্ণ। তুমি ত তাঁকে জান না অর্জ্জুন। তিনি ত মানুষ

নন। তিনি ইচ্ছা কল্লে আমার মত অপদার্থকেও ক্ষমতাশালী কত্তে পারেন।

অর্জ্জুন। সুভদ্রাও মানুষ নন। তিনি যাঁকে বিবাহ করবেন, তিনি অপদার্থ হ'লেও মহাশক্তিশালী হবেন।

কৃষ্ণ। আমি হার মান্‌লাম তোমার কাছে। এক কায কর তুমি ; লক্ষ্য ভেদ করে যুধিষ্ঠিরকে দ্রৌপদী দান কর।

অর্জ্জুন। সে রকম প্রথা থাক্‌লে আমি এখনই ক'ত্তাম।

কৃষ্ণ। প্রথা না থাক্‌লেও তোমার মত লোক নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন করে।

(ভীষ্মের প্রবেশ ও নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কথা।)

ভীষ্ম। দেখ রাজগণ ! আমার প্রতিজ্ঞা তোমরা জান, আমি কখনও বিবাহ করবো না। ভারতের সমগ্র ক্ষত্রিয় একত্র হয়ে একটা লক্ষ্য ভেদ কত্তে পাল্লে না, এ কলঙ্ক আমি সহ্য করতে পাচ্চি না। আমি লক্ষ্য ভেদ করে দুর্য্যোধনকে কন্যা দান করবো।

(নেপথ্যে)—তা হ'তে পারে না। এরূপ প্রথা নাই।

ভীষ্ম। প্রথা না থাকে আজ থেকে প্রথা হবে। যদি তোমরা আমার কথা না শোন, আমি ক্ষাত্র্য ধর্ম্ম অনুসারে দ্রৌপদীকে হরণ করে দুর্য্যোধনকে দান করবো। তোমাদের সাধ্য থাকে আমাকে নিবারণ কর। কেমন, আর ত কারও আপত্তি নেই ?

ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ।

ধৃষ্ট। আপনি ক্ষত্রিয় প্রধান। আপনি যা আদেশ করবেন

তাই প্রথা। আপনি লক্ষ্য ভেদ করে দুর্য্যোধনকে কন্যাদান কল্লে আমাদের আপত্তি হবে না।

ভীষ্ম। বেশ কথা। (মঞ্চে আরোহণ করিয়া লক্ষ্যের নিম্নে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) না, আর চক্ষুর সে বল নেই। আমি লক্ষ্য দেখ্‌তেই পেলাম না। (প্রস্থান)

(নেপথ্যে হাস্যধ্বনি)

ধৃষ্ট। ক্ষত্রিয়গণ লক্ষ্য ভেদে অসমর্থ হলেন। তাই বাধ্য হয়ে আমি বল্‌চি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যার ক্ষমতা থাকে লক্ষ্য ভেদ কত্তে পারেন।

দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ।

দ্রোণ। আমি যদি লক্ষ্য ভেদ কত্তে পারি দুর্য্যোধনকে কন্যা দান করবো। (বহুক্ষণ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) না, এ বৃদ্ধের কর্ম্ম নয়। আমিও লক্ষ্য দেখ্‌তে পেলাম না। (প্রস্থান)

(নেপথ্যে হাস্যধ্বনি)

ধৃষ্ট। (উচ্চস্বরে) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য যার সাধ্য থাকে লক্ষ্য ভেদ কত্তে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা কন্যা দান কত্তে পারেন। আর এক দণ্ড মাত্র সময় আছে; তারপর স্বয়ংবর ক্রিয়া শেষ হবে।

কর্ণের প্রবেশ।

কর্ণ। বৈশ্যদের যখন লক্ষ্য ভেদের অধিকার দেয়া হচ্চে, আমি চেষ্টা কত্তে পারি বোধ হয় ?

ধৃষ্ট। অবশ্য পারেন।

কর্ণ। আমি লক্ষ্য ভেদ কল্লে, মহারাজা দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে বিবাহ করবেন।

ধৃষ্ট। তথাস্তু।

(কর্ণ কর্ত্তৃক শরত্যাগ ও অকৃতকার্য্য হইয়া প্রস্থান। নেপথ্যে টীট্‌কারী।)

কৃষ্ণ। হে মহারাজ কুমার! ইনি ক্ষত্রিয়, লক্ষ্যভেদ করবার অনুমতি চাচ্চেন।

ধৃষ্ট। এতে অনুমতির অপেক্ষা কি?

অর্জ্জুন। আমিও কৃতকার্য্য হ'লে অন্যকে কন্যাদান করবো।

ধৃষ্ট। সে কথা ত স্থির হয়ে গেছে। অন্ধকার হয়ে আস্‌চে। আপনি আর বিলম্ব করবেন না।

অর্জ্জুন। তবে দেখি চেষ্টা করে। (অর্জ্জুন কর্ত্তৃক লক্ষ্য ভেদ)

ধৃষ্ট। হয়েছে হয়েছে লক্ষ্য ভেদ।

(রাজগণের প্রবেশ, লক্ষ্য পরীক্ষা ও অর্জ্জুনের দিকে দৃষ্টি)

দুর্য্যোধন। বীরবর! আমি দেখ্‌চি তুমি দরিদ্র। তোমাকে আমি এক রাজ্য দান করবো। তুমি দ্রৌপদীকে আমায় দেও।

অর্জ্জুন। মহারাজ দুর্য্যোধন! আমাকে ক্ষমা করবেন! আপনার জন্যে আমি লক্ষ্য ভেদ করি নি।

শিশুপাল। আমাকে চেন তুমি বোধ হয়। আমি শিশুপাল। তুমি আমাকে কন্যাদান কর, তুমি যা চাইবে তাই দেব।

অর্জ্জুন। আপনিও আমাকে ক্ষমা করবেন।

দন্তবক্র। আমি দন্তবক্র। আমাকে কন্যাদান কর। আমি তোমাকে এক বৃহৎ রাজ্য ও সহস্র সুন্দরী রাজকন্যা দেব।

অর্জ্জুন। আপনিও আমাকে ক্ষমা করবেন।

জরাসন্ধ। আমাকে তুমি অবশ্য চেন। আমাকে যদি কন্যা দান কর যা ইচ্ছা তাই পাবে। না কর আমি বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাব।

অর্জ্জুন। বর্ব্বর! আমি তোকে চিনি না। আমি তোর মস্তকে পদাঘাত করি।

রাজগণ। কি এত বড় স্পর্দ্ধা! রাজচক্রবর্ত্তী জরাসন্ধের অপমান! এ বর্ব্বরকে উচিত শিক্ষা দেবার প্রয়োজন হয়েচে। মহারাজ আমরা সকলে আপনাকে সাহায্য করবো।

অর্জ্জুন। চল রণাঙ্গণে, কে কাকে শিক্ষা দেয় দেখা যাবে।

[রাজগণের প্রস্থান।

ধৃষ্ট। বীরবর! এ কি কল্লেন? অন্যূন সহস্র রাজা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁরা সম্রাট জরাসন্ধের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ কল্লে স্বয়ং ইন্দ্রও যুদ্ধে পরাস্ত হবেন।

কৃষ্ণ। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন! আপনি কি যুদ্ধে এঁর সাহায্য করবেন না? এঁর অগ্রজ দ্রৌপদীর স্বামী হবেন।

ধৃষ্ট। মৃত্যু অবধারিত জেনেও আমি ক্ষাত্র্যধর্ম্ম পালন করবো।

কৃষ্ণ। আপনি এঁকে চেনেন না; ইনি মহাবীর অর্জ্জুন।

ধৃষ্ট। অহো ভাগ্য। যুধিষ্ঠির জীবিত আছেন জান্‌লে আমরা

এ স্বয়ংবরই ক'ত্তাম না। ব্যাসদেব বোধ হয় জানেন জতুগৃহে এঁদের মৃত্যু হয় নি। আমরা লক্ষ্যভেদের আশা ত ছেড়েই দিই-ছিলাম। কিন্তু তিনি বরাবর বলে আস্‌চেন লক্ষ্যভেত্তা সময়ে উপস্থিত হবেন। আপনাকে ত চিন্‌তে পাল্লাম না।

অর্জ্জুন। ইনি ইচ্ছা ক'ল্লে এ রকম শত লক্ষ্য হেলায় ভেদ কত্তে পাত্তেন। আমাকে সম্বর্দ্ধিত করবার জন্যে করেননি। ইনি যদুবংশ পতি শ্রীকৃষ্ণ।

ধৃষ্ট। অহো ভাগ্য। ব্যাসদেবের কাছে আপনার কথা শুনেচি। আপনি নাকি যুগাবতার। মুখের কথায় মৃতব্যক্তিকে জীবনদান কত্তে পারেন। আমাদের জয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কৃষ্ণ। আপনার সেনাপতিত্বের প্রশংসা সর্ব্বজন বিদিত, আপনি সেনা পরিচালন কল্লে পরাজয় অসম্ভব। আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি।

ভীমের প্রবেশ।

ভীম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ! আজ কি আনন্দ। এই মুহূর্ত্তে পাষণ্ডরা জান্‌তে পারবে ভীম এখনও মরে নি। দাদার আদেশে এতদিন আমার হাত পা বদ্ধ ছিল, আজ আপনা হ'তে খুলে গেল। আজ পাষণ্ড ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হবে; জতুগৃহ দাহের প্রায়শ্চিত্ত হবে, জরাসন্ধের চক্রবর্ত্তিত্ব ঘুচ্‌বে। আজ দ্বাপর যুগের শেষ হবে, পৃথিবীর ওলট্ পালট্ হবে। তোমরা এখনও দাঁড়িয়ে কি ভাবচো? এতক্ষণে যে শত শত রাজার মুণ্ড চূর্ণ হত। এস এস আমি চ'ল্লাম। (উৎকট আস্ফালন করিতে করিতে প্রস্থান)।

অর্জ্জুন। দাদা একাই বিপক্ষ সৈন্য-সমুদ্রে ঝাঁপ দেবেন। যুদ্ধ দেখ্‌লে ওঁর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। আপনি যত শীঘ্র পারেন সৈন্য নিয়ে আসুন। আমি ওঁকে দেখিগে।

[অর্জ্জুন, কৃষ্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রস্থান।

ভীষ্ম, দ্রোণ ও ব্যাসদেবের প্রবেশ।

ব্যাস। ভীমকে দেখ্‌চি বাঁচান কঠিন হ'ল। ওর কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান নেই। যে সাম্‌নে আস্‌চে তাকেই চূর্ণ করে ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্চে।

দ্রোণ। আর ভয় নেই। অর্জ্জুন রথে চড়ে, আরও অনেক রথী নিয়ে ওর পৃষ্ঠ রক্ষা কত্তে কত্তে যাচ্চে। শল্য আর বিরাট এদের সঙ্গে যোগ দিলে।

ভীষ্ম। আহা হা! এ ছেলেটি কে? পরশু হস্তে পরশু রামের মত ছুটে যাচ্চে। ওর পদভরে যেন পৃথিবী বসে যাচ্চে। চক্ষু দিয়ে অগ্নি শিখা বেরুচ্ছে। মুখ তুলে যেদিকে চাচ্ছে রাজারা পর্য্যন্ত পলায়ন কচ্ছে। শত্রু সৈন্য প্রহারের পূর্ব্বেই প্রাণ হারাচ্ছে। এ ত মানুষী শক্তি নয়; ঈশ্বরের ধ্বংস মূর্ত্তি পরশুরামকে আমি স্বচক্ষে দেখেচি। এ যে তাঁর চেয়ে অধিক। ঐ শিশুপালের মাথা মাটিতে লুটুল। দন্তবক্রের দুই দন্তপাটি দু' জায়গায় গিয়ে পড়ল। জরাসন্ধও পরশু নিয়ে ওর সম্মুখে এসে দাঁড়াল। হাঁ বীর বটে; সমান সমান যাচ্ছে। যাঃ এক আঘাতে জরাসন্ধের দেহের সন্ধি দু চীর হয়ে গেল। এইবার সকলে পালাচ্ছে। পেছন থেকে ধৃষ্টদ্যুম্ন ওদের পালাবার পথ রোধ কল্লে। ওঃ কি ভয়ঙ্কর

হত্যাকাণ্ড। আজ বুঝি ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হয়। অর্জ্জুনের শরে এক এক মুহূর্ত্তে সহস্র সহস্র সৈন্য মারা পড়চে। দুর্য্যোধন ধরা পড়ল বুঝি। শ্বেত পতাকা তুলে দিলে। ঐ বালক হঠাৎ কেমন শান্ত মূর্ত্তি হয়ে গেল। দুই হাত তুলে হত্যা নিবারণ কচ্ছে। মুনিবর এ কে জানেন? এ ত মানুষ নয়। ইন্দ্র কি মনুষ্য বেশে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন?

ব্যাস। ইন্দ্র ওঁর কাছে নগণ্য। সান্দীপনি ওঁর কথা যা বলেছিলেন সত্য। ওঁকে সহজ অবস্থায় দেখে কে বল্‌তে পার্ত্ত যে ওঁর মধ্যে এত অগ্নি প্রচ্ছন্ন আছে? ক্ষত্রপতি! উনি যুগাবতার কৃষ্ণ, জগতে সভ্যতার বিস্তার, জ্ঞানের প্রচার, প্রেমের বিকাশ কর্ত্তে অবতীর্ণ হয়েছেন।

ভীষ্ম। কোন্ বংশে ওঁর জন্ম? কই ওর নাম ত কখন শুনিনি।

ব্যাস। মহারাজা আহুকের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ দেবক কনিষ্ঠ উগ্রসেন। দেবক রাজা হবার পরেই মারা যান। তাঁর কন্যা দেবকীই সে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী, কিন্তু উগ্রসেনের পুত্র কংস দেবকীকে বঞ্চিত করে পিতার জীবদ্দশাতেই রাজ্য অধিকার করে বসেছে। ওর শ্বশুর জরাসন্ধের ভয়ে যদুকুলপতিরা এতদিন এ অত্যাচার নীরবে সহ্য করে এসেচেন। কৃষ্ণ দেবকীর পুত্র। পাছে শিশু কৃষ্ণকে কংস নিধন করে এই ভয়ে দেবকী কৃষ্ণকে গোকুলের রাজা নন্দঘোষকে দ্ব্যমুষ্যায়ন পোষ্যপুত্র রূপে দান করেন। এই জন্যে কেউ ওঁর অস্তিত্ব অবগত নয়।

ভীষ্ম। কংসের পৃষ্ঠপোষক জরাসন্ধ ত আর নেই। এইবার বোধ হয় কৃষ্ণ মাতামহের সিংহাসন জয় করে নেবেন।

ব্যাস। কৃষ্ণ এতদিন আত্মজ্ঞান হীন ছিলেন। আজকার যুদ্ধের পর বোধ হয় সেই জ্ঞান কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ হবে।

অর্জ্জুন, কৃষ্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবেশ।

(অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ভীষ্ম, দ্রোণ ও ব্যাসকে প্রণাম)

ভীষ্ম, দ্রোণ, ব্যাস। বৎস তোমাদের সাম্রাজ্য লাভ হ'ক।

ভীষ্ম। তোমাকে দেখে আজ আমার মৃতবৎদেহে প্রাণ সঞ্চার হ'ল।

কৃষ্ণ। দেবকীনন্দন বাসুদেব নন্দসুত কৃষ্ণ আপনাদের চরণ বন্দন কচ্ছে।

দ্রোণ ও ব্যাস। অচিরে মাতামহের সিংহাসন অলঙ্কৃত কর।

ভীষ্ম। দাঁড়াও কৃষ্ণ! আমি তোমাকে দেখি একবার :—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূত বিশেষ সঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থং ঋষীংশ্চ সর্ব্বান্ উরগাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেক বাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতো'নন্তরূপং।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
ত্বমব্যয়ং শাশ্বতধর্ম্ম গোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষোমতো মে॥

অর্জ্জুন। (কৃষ্ণকে প্রণাম করিতে করিতে) :—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
বেত্তা'সি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥

বায়ুর্যমো'গ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তে'স্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়ো'পি নমো নমস্তে ॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমো'স্তুতে সর্ব্বত এব সর্বঃ।
অনন্ত বীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্বং সমাপ্নোষি ততো'সি সর্বঃ ॥
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥
যচ্চা'বহাসার্থং অসৎকৃতো'সি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একো'থবা'প্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ং ॥

(ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম)

কৃষ্ণ। (উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায়) এ সব আপনারা কি কচ্চেন ?

ধৃষ্ট। বাস্তবিক আপনি ঐরূপ একটা কিছু হবেন। আপনি আজ যে যুদ্ধ করেছেন, তা মানুষের কর্ম্ম নয়।

কৃষ্ণ। ছি ছি ছি! আমি তখন পাগল হয়ে গিছলাম। (দুই হস্ত দেখিয়া) উঃ কত নিরীহ প্রাণীর রক্তে এ হস্ত কলঙ্কিত হয়েছে। এ কলঙ্ক কিসে মিটবে ? হে কুরুবংশপ্রদীপ পিতামহ ভীষ্ম! হে সত্যব্রত! আপনার সম্মুখে আমি প্রতিজ্ঞা কচ্চি আর কখনও অস্ত্রধারণ করবো না; বাহুযুদ্ধও করবো না। রাধে তন্মে রাধ্যতাম্।

ভীষ্ম। বৎস কা'কে তোমার প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ ক'র্ত্তে বল্লে ?

কৃষ্ণ। আর্য্য আমার ইষ্টদেবী রাধাকে।

অর্জ্জুন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মপত্নী। তিনি ভগবতী।

দ্রোণ। বৎস! তোমার সম্মুখে বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র। ক্ষেত্রে প্রবেশ করবার পূর্ব্বেই হাত গুটিয়ে নিলে ?

কৃষ্ণ। আচার্য্য! আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ শপথ করিনি আমার বোধ হল আমার ইষ্টদেবী আমাকে শপথ ক'ত্তে আদেশ ক'ল্লেন।

ভীষ্ম। বৎস! তোমার অস্ত্রধারণের প্রয়োজন হবে না। তুমি ইচ্ছামাত্র দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন কত্তে পারবে।

কৃষ্ণ। সত্যব্রত! আপনার বর শিরোধার্য্য।

ভীষ্ম। অর্জ্জুন! তোমরা এখন কি করবে ?

ধৃষ্ট। পিতা যুধিষ্ঠিরকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ খাণ্ডবপ্রস্থ দান করবেন। খাণ্ডবপ্রস্থ এখন স্থানে স্থানে বন হয়ে গেছে। বন পরিষ্কার কল্লে যেরূপ সুন্দর রাজ্য হবে, তেমন বোধ হয় আর্য্যাবর্ত্তে দ্বিতীয় রাজ্য নেই।

দ্রোণ। নূতন রাজ্য স্থাপন অনেক অর্থ ও কালসাপেক্ষ।

কৃষ্ণ। অধিক সময় লাগবে না। দাদার নাম শুনে দেশ দেশান্তর থেকে প্রজারা এসে ওঁর রাজ্যে বাস করবে। সম্ভবতঃ নিকটবর্ত্তী অনেক রাজ্য বনভূমিতে পরিণত হবে।

পুরোহিতের প্রবেশ।

পুরোহিত। বিবাহের লগ্ন উপস্থিত। আপনারা সকলে

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হিড়িম্বক বন। প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, যুবক পুত্র ও
কিশোরী কন্যার প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। ভয় কি মা! এই বন পার হ'লেই পাণ্ডব শিবির। যুধিষ্ঠির নতুন প্রজাদের ভূমি, আর বিবাহলব্ধ যৌতুক অকাতরে দান কচ্চেন। এইবার আমাদের দারিদ্র্য দূর হবে।

পুত্র। পিতঃ! আমি ত বহু শাস্ত্র শিক্ষা করিছি, আমি কি মহারাজার একজন সভাপণ্ডিত হ'তে পারবো না?

ব্রাহ্মণ। বৎস! দেশ বিদেশ থেকে সহস্র সহস্র মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে যাচ্চেন, তিনি কত লোককে সভাপণ্ডিত করবেন?

ব্রাহ্মণী। কৃষ্ণ নাকি বড় দয়ালু। তাঁকে বল্লেই হবে।

ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণকে আমি কোথা পাব? তাঁকে যদি বল্‌তে পারি, মহারাজাকেও ত বল্‌তে পারি।

কন্যা। বাবা! লোকে যে বল্‌চে তিনি স্বয়ং ভগবান। তাঁকে যদি তুমি ভক্তিভাবে ধ্যান কর, তিনি নিশ্চয় দেখা দেবেন।

ব্রাহ্মণ। তা যদি হয়, তাঁর কাছে পুত্রের সভাপণ্ডিতের পদ ছাড়া আর কি কিছু চাইবার নেই?

ব্রাহ্মণী। আহা ও বলচে, আগে ঐটেই চেয়ে নেও না। তারপর অন্য কিছু চেয়ো। তিনি ত পালাচ্চেন না।

ব্রাহ্মণ। তিনি কি চিরকাল আমার দুয়োরে বাঁধা থাক্‌বেন?

কন্যা। ভক্তি যদি থাকে বাঁধা থাক্‌বেনই ত।

ব্রাহ্মণী। পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাইএ নাকি দ্রৌপদীকে বিয়ে করেছেন ?

ব্রাহ্মণ। রাম রাম ! সর্ব্বৈব মিথ্যা। রাজারা যুদ্ধে হেরে গিয়ে গায়ের জ্বালায় ঐ সব কুৎসা রটিয়েছে। দ্রৌপদীর বিবাহ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে হয়েছে।

(নেপথ্যে—খড়ে রহো)

কন্যা। ও ও ও কে এ এ। (কম্পন)

পুত্র। ওঃ কি ভয়ঙ্কর ! এ যে সাক্ষাৎ যম।

ব্রাহ্মণী। মানুষ ত কখন এত বড় হয় না। এ কি রাক্ষস ?

ব্রাহ্মণ। তাইত কি অশুভক্ষণেই বেরিয়েছি। হা ভগবান্ !

রাক্ষস বকের প্রবেশ।

বক। আঃ আজ মনের মতন আহার জুটেছে। চল্ রে ! ভাবচিস্ কি ?

ব্রাহ্মণ। কোথায় নিয়ে যাবে আমাদের ?

বক। আমাদের রাণীর কাছে।

ব্রাহ্মণ। কি করবে সেখানে নিয়ে গিয়ে ?

বক। তোদের বলি দেব।

ব্রাহ্মণ। আমরা ব্রাহ্মণ। তুমি কি জাননা ব্রাহ্মণ অবধ্য।

বক। আমাদের কাছে অবধ্য নয়। আমরা ব্রাহ্মণের মাংস খুব পছন্দ করি। ক্ষত্রিয়ের মাংসর চেয়ে নরম হয়।

ব্রাহ্মণ। আমার স্ত্রী পুত্র কন্যাকে ছেড়ে দেও, আমাকে নিয়ে চল। আমার জীবনের সব কার্য্য শেষ হয়েছে মরবার সময়ও হয়ে এসেছে।

ব্রাহ্মণী। না না রাক্ষস ঠাকুর! উপোস করে করে ওঁর শরীরে কিছুই নেই। আমি স্ত্রীলোক, আমার মাংস খুব নরম। আমাকে নিয়ে চল।

পুত্র। আমি যুবা পুরুষ, হৃষ্টপুষ্ট; আমার একার যত মাংস হবে ওঁদের দুজনের তা নেই। তুমি আমাকে নিয়ে চল।

বক। মঞ্জুর। তোমরা যেতে পার। আমি একেই নিয়ে চল্লাম। (বক কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ পুত্রের হস্তধারণ)

কন্যা। (যোড়করে উচ্চৈঃস্বরে) কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ দীনবন্ধু, বিপদহারী, আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

ব্যস্তভাবে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। কে আমাকে ডাক্‌চে?

ব্রাহ্মণী। বাবা আমার ছেলেকে বাঁচাও তাকে রাক্ষসে ধরে নিয়ে যাচ্চে।

কৃষ্ণ। তাইত এখন কি করি? শপথ করিচি যুদ্ধ করবো না।

বক। (পুত্রকে টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে) ভাল কল্লে মন্দ হয়। সকলকে ছেড়ে দিয়ে একজনকে নিয়ে যাচ্চি তবু মাগীরে চেঁচামেচি কচ্চে।

কৃষ্ণ। ওহে রাক্ষস! ব্রাহ্মণ অবধ্য। ওঁকে ছেড়ে দেও;

আমি রাজপুত্র ; রাজভোগে পালিত। ওঁর বিনিময়ে আমাকে গ্রহণ কর।

বক। এ কথা মানি। আহা হা কি নধর শরীর! খেতে হয় ত ঐ মাংস। যাও তুমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম। (পুত্রকে পরিত্যাগ)

পুত্র। না প্রভু। শুনিচি আপনি সাক্ষাৎ ভগবান। আমাকে সহস্রবার রাক্ষসের পেটে যেতে হয় সেও স্বীকার, আপনাকে যেতে দেব না।

ব্রাহ্মণ। আপনি ক্ষত্রিয়! মহাবীর! আপনি ত অনায়াসে একে নিপাত কত্তে পারেন।

কৃষ্ণ। আমি শপথ করিচি, কখন অস্ত্রধারণ করবো না, বাহু-যুদ্ধও করবো না।

ব্রাহ্মণ। গোব্রাহ্মণের রক্ষার জন্য মিথ্যা ব্যবহারে দোষ নাই।

কৃষ্ণ। ব্রাহ্মণের ত রক্ষা হয়েছে। আর ত মিথ্যা ব্যবহারের প্রয়োজন নাই।

ব্রাহ্মণ। আমরা আপনার ও রকম আত্মবলি গ্রহণ কত্তে চাই না। পুত্র তুমিই যাও।

বক। (কৃষ্ণকে ধরিয়া) আরে একে যখন পেইচি, ওকে চায় কে? তোরা বাড়ী যা।

ব্রাহ্মণী। ওগো কৃষ্ণ! তোমার কথা নাকি রাজা যুধিষ্ঠির বড় শোনেন, তুমি তাঁর নামে একটু চিঠি লিখে দেবে, আমার ছেলেকে সভাপণ্ডিত করবার জন্যে।

কৃষ্ণ। এই নেও মা লিখে দিচ্চি। (বৃক্ষের পত্রে নখদ্বারা চিঠি লিখিয়া দান)

ব্রাহ্মণ। বৎস! তুমি একটু চেষ্টা কল্লে অনায়াসে রাক্ষসের হাত থেকে উদ্ধার হ'তে পারবে।

কৃষ্ণ। আমার জন্যে ভেবে সময় নষ্ট করবেন না। আপনারা যান। সন্ধ্যা হ'লে পথে শ্বাপদের ভয় আছে।

কন্যা। বাবা উনি সাক্ষাৎ ভগবান, ওঁকে কার সাধ্য মারে; আমরা যাই চল। (ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী, পুত্র ও কন্যার প্রস্থান)

বক। চল্, ভাবচিস কি ?

কৃষ্ণ। কোথায় নিয়ে যাবে আবার ? এইখানেই কায শেষ কর না।

বক। আরে তুই মনে কচ্চিস, আমি নিজের পেটের জন্যে প্রাণীহত্যা করি ? আমাদের রাণীর খাবারের জন্যে তোকে নিয়ে যাচ্চি।

কৃষ্ণ। তোমাদের রাণীও রাক্ষসী বুঝি ?

বক। তিনি তোদের মতন মানুষ। আমাদের যিনি মহা রাজা ছিলেন, এক রাজাকে সপরিবারে ধরে এনেছিলেন, সকলকে খেয়ে কেবল ছোট মেয়েটিকে খান্নি, তাকে নিজের মেয়ের মতন মানুষ করেছিলেন। রাজার আর কেউ না থাকায়, সেই মেয়ে এখন আমাদের রাণী হয়েছেন।

কৃষ্ণ। তিনি মানুষ হ'য়ে নরমাংস খান্ ?

বক। আঃ তিনি কই খান ? কেবল একটু যকৃৎ ভাজা,

আর বুকের মাংস শিক্ পোড়া করে খেতে ভাল বাসেন। বাকি আমরা খাই।

কৃষ্ণ। ওঃ তা হ'লে ত তিনি কিছুই খান্ না। তোমার মত রাক্ষস তাঁর রাজ্যে ক'জন আছে ?

বক। রাজ্যের সবই আমার মত রাক্ষস। কেবল রাণী মানুষ। কিন্তু তাঁর খুব জোর। আমাদের চেয়ে ঢের বেশী, নইলে কি আমাদের রাণী হ'তে পা'ত্তেন ?

কৃষ্ণ। তোমাদের রাণীর বিয়ে হয়েচে ?

বক। তিনি যে মানুষ বিয়ে কত্তে চান্। এদিকে আমাদের ভয়ে কোন মানুষই আমাদের রাজ্যে যেতে চায় না। কি করে বিয়ে হয় ?

কৃষ্ণ। সে কথা মিথ্যা নয়।

বক। রাণীর ভোগের সময় হ'ল, চল্ আর দেরী নয়।

কৃষ্ণ। তাই ত, শেষটা রাক্ষসের আহার হ'লাম। আচ্ছা বাহু যুদ্ধই করবো না বলিচি, পদাঘাতে রাক্ষসটাকে চূর্ণ করি না কেন ? উঁহুঃ তা হ'লে প্রতিজ্ঞা নিয়ে খেলা করা হয়। ওর চেয়ে মরাই ভাল। আমরা একত্রে তিন ভাই আস্‌ছিলাম, এরা দুজন গেল কোথা ?

ভীম ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

ভীম। একি তোমাকে অমন করে ধরে আছে কেন ?

কৃষ্ণ। আমাকে রাক্ষসদের রাণীর কাছে বলি দিতে নিয়ে যাচ্চে।

ভীম। তুমি যে কিছু বল্‌চো না ?

কৃষ্ণ। আমি যে শপথ করিচি, যুদ্ধ করবো না।

ভীম। দেই বেটার গলা টিপে ?

কৃষ্ণ। দরকার কি ? চল না রাণীকে দেখে আসি গে।

ভীম। মন্দ কথা নয়। রাণী সুন্দরী হলে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব।

কৃষ্ণ। এবার তোমার পালা। তুমি যেমন লোক তোমার জন্যে একটা রাক্ষসী টাক্ষসী না হ'লে মানাবে না।

বক। আঃ তোরা কি বিড়্‌বিড়্ কচ্চিস্, রাণীর ভোগের সময় হয়ে এল যে।

কৃষ্ণ। এঁদের দুজনকেও নিয়ে চল তোমাদের রাণীর কাছে তিন দিন ভোগ চড়িয়ো।

বক। বেশ ত চলুক না।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হিড়িম্বক রাজপুরীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ। কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ। রাণী বটে। ভীমের প্রায় সমান উঁচু, বলেও বিশেষ কম নয়। নিজের রাক্ষস সৈন্য নিয়ে জগতের অদ্বিতীয় বীর ভীমার্জ্জুনের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ কচ্চে। কি সুন্দর চেহারা। রাজকন্যা নিশ্চয়। বোধ হয় শৈশবাবধি রাক্ষসীদের স্তন্যপান

করে নরমাংস খেয়ে অত বেড়ে উঠেছে! বনে গেলে এই বিড়ালইত বন বিড়াল হয়ে বাঘের মত হয়।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। এরা কম নয়; আমাদের হাঁপিয়ে দিয়েচে।

কৃষ্ণ। দেখ ওদের কাউকে প্রাণে মেরোনা। তোমাদের এখন সৈন্যের দরকার; এমন সৈন্য কোথা পাবে? (অর্জ্জুন প্রস্থানোদ্যত) শোন শোন রাণীর সঙ্গে ভীমদার বিয়ে দেব মনে কচ্চি; যেমন দেবা তেমনি দেবী হবে।

অর্জ্জুন। দাদাকে ব'লো, তোমরা ত আপসে খুব ঠাট্টা তামাসা কর।

কৃষ্ণ। তামাসা কচ্চিনে। তুমি মনে কচ্চো রাণী রাক্ষসী; তা নয়, তিনি নিশ্চয় ক্ষত্রিয় রাজকন্যা। রূপে যদুবংশের মেয়েদের চেয়ে কম নয়।

অর্জ্জুন। দাদাকে রাজী করাতে পার, আমার আপত্তি নেই।

[প্রস্থান।

রাক্ষস সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ভীমের প্রবেশ। সেনাপতির ভূতলে পতন। তাহাকে বধ করিবার জন্য ভীমের তরবারি উত্তোলন।

কৃষ্ণ। (মধ্যস্থ হইয়া) আহা মের না মেরনা, ছেড়ে দেও।

ভীম। ও যদি বন্দীর নিয়ম পালন করে, প্রাণে মারবো না।

সেনাপতি! আমি নিয়ম পালন করবো।

ভীম। তোকে বিশ্বাস কি?

সেনাপতি। ওগো আমি রাক্ষস, মানুষ নই; মিথ্যা বলা আমার অভ্যাস নেই।

কৃষ্ণ। আমি ওর প্রতিভূ হচ্ছি। (ভীমের প্রস্থান) এস বীরবর! তোমরা আজ যে যুদ্ধ করেছ, ভারতবর্ষে বোধ হয় অন্য কেউ সে রকম পার্ত্তনা।

সেনাপতি। কি বল তুমি! আমরা আজ এত দুর্ব্বল কি করে হ'লাম কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে। দুজন মানুষ রাক্ষস রাজ্য জয় কল্লে!

কৃষ্ণ। ওরা যে দেবতাদের চেয়ে বড়। ভীমার্জ্জুনের নাম শোননি?

সেনাপতি। বড়টি বুঝি ভীম, ছোট অর্জ্জুন। সেদিন যে ওঁরা কৃষ্ণের সাহায্যে সহস্র রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছেন।

কৃষ্ণ। হাঁ! ওঁরাই সেই ভীমার্জ্জুন। আমি বলি ভীমের সঙ্গে তোমাদের রাণীর বিয়ে দেও। মেলা লোক আস্‌চে এস আমরা লুকিয়ে থাকি। [উভয়ের প্রস্থান।

(কতিপয় রাক্ষস সেনার সহিত হিড়িম্বা রাজ্যের রাণী সুতারার প্রবেশ।)

রাণী। কি অপমান! দুজন মানুষ আমাদের হারিয়ে দিলে?

এক রাক্ষস। ওরা যে দূর থেকে তীর মারে। আমরা যাই, দু দশটা তীরে মরিনে, কিন্তু আর ত নড়বার শক্তি থাকে না।

রাণী। আজ যদি না মরি, তোদের তীরের যুদ্ধ শেখাব।

(ভীমের প্রবেশ, রাক্ষসদের প্রতি শরত্যাগ, রাক্ষসদের পলায়ন।)

রাণী। কাপুরুষ! দূর থেকে ও রকম যুদ্ধ সকলেই কত্তে পারে। সম্মুখে আসিস ত এখনই তোকে উচিত শিক্ষা দিই।

ভীম। তুমি একা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে নাকি ?

রাণী। যুদ্ধ কত্তে পেলে ত করবো ; তোর সে সাহস কই ?

ভীম। (ধনুঃ শর ত্যাগ করিয়া) এস তুমি আমাকে প্রহার কর। আমি প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবো না।

রাণী। (তরবারি ফেলিয়া দিয়া) আমিও তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবো না। (এক বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিয়া) আত্মরক্ষা কর। (শাখা প্রহার)

ভীম। (শাখা ধারণ ও দূরে নিক্ষেপ করিয়া) সুন্দরী বৃথা পরিশ্রম কচ্ছো। পিপীলিকার দংশনে হস্তীর ব্যথা বোধ হয় না।

রাণী। দেখাচ্ছি ব্যথা বোধ হয় কিনা। (প্রস্তর খণ্ড তুলিয়া প্রহার)

ভীম। (প্রস্তর বাম হস্তে ধরিয়া ফেলিয়া দিয়া) তোমার হাতে লাগেনি ত ?

রাণী। ঠাট্টা কচ্ছিস আমাকে নরাধম! (ভীমকে বাহু পাশে বদ্ধ করা)

ভীম। কর কি কর কি রাণী! এখনই কেউ এসে পড়বে! ছাড় ছাড়, আমি পরাজয় স্বীকার কচ্ছি। উঃ কি সুন্দর তুমি! কি কোমল! আমার শরীর অবশ হ'য়ে আস্‌চে। (রাণীকে কঠোর ভাবে আলিঙ্গন)

রাণী। আ—আ—আঃ (ভীমের স্কন্ধে বাহু ও বক্ষে মুখ রক্ষা)

ভীম। (রাণীর চিবুক উন্নত করিয়া মুখ চুম্বন করিয়া) রাণী আজ থেকে আমি তোমার দাস, তোমার প্রজা; দাসকে আজ্ঞা কর।

রাণী। আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি! আমার সমস্ত শরীর এমন কচ্ছে কেন? তোমাকে ত আর শত্রু বলে বোধ হচ্ছে না। ইচ্ছা হচ্ছে চিরকাল এমনি করে তোমার বুকে মাথা রেখে থাকি।

বহু রাক্ষস সৈন্যের প্রবেশ, ভীম ও রাণীর পৃথক হওয়া।

রাক্ষস সৈন্য। পালাও মা পালাও, সে মানুষ নয় যম।

ভীম। ভয় নেই, পালিয়ো না। তোমাদের কেউ কিছু বল্‌বে না।

রাক্ষস সৈন্য। ওরে বাপ্‌রে। এ যে তপ্ত খোলা থেকে আগুনে পড়লাম।

ভীম। আমি বল্‌চি ভয় নেই। আজ থেকে আমিও তোমাদের রাণীর একজন প্রজা। এই দেখ রাণীর কাছে পরাভব স্বীকার কচ্ছি। যুদ্ধে তোমাদেরই জয়। (রাণীর সম্মুখে জানু পাতিয়া বসা)

কৃষ্ণ। (বৃক্ষান্তরাল হইতে আসিয়া জানু পাতিয়া) আমিও রাণীর একজন প্রজা। জয় হিড়িম্বা রাণীর জয়।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। এ কি ?

কৃষ্ণ। আমরা যুদ্ধে হেরে গিয়ে রাণীর প্রজা হইচি।

(অর্জ্জুনকে ইঙ্গিত)

অর্জ্জুন। (জানু পাতিয়া) আমিও আপনার কাছে পরাভব স্বীকার কচ্ছি। আমি ত আপনার প্রজা বটেই, অধিকন্তু আমাকে ছোট ভাই বলে গ্রহণ করুন। (ভীমের উত্থান)

সেনাপতি। (প্রবেশ করিয়া রাক্ষসগণকে ইঙ্গিত, রাক্ষসগণের ভীমের সম্মুখে জানুপাতিয়া বসা) আজ থেকে আপনি আমাদের মহারাজা। আমি এ রাজ্যের সেনাপতি ও মন্ত্রী। আমরা যে কখন কারও অধীন হব, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আজ আপনাদের বিক্রমে ততোধিক সৌজন্যে আমরা পরাস্ত হইচি। সৈন্যগণ তোমরা এঁদের চেন না ; ইনি ভীম, ইনি অর্জ্জুন, এঁরাই সেদিন কৃষ্ণের সাহায্যে যুদ্ধে সহস্র রাজাকে পরাস্ত করেছিলেন।

রাক্ষসগণ। তবে আমাদের দোষ নেই।

অর্জ্জুন। যাঁকে তোমরা বলি দিতে যাচ্ছিলে, ইনি সেই শ্রীকৃষ্ণ। তোমাদের ত অন্য দেবতা নেই। ইনিই এখন তোমাদের দেবতা হবেন। বল রাধাকৃষ্ণের জয়।

সৈন্যগণ। জয় রাধাকৃষ্ণের জয়, জয় মহারাজা ভীমসেনের জয়।

কৃষ্ণ। জয় হিড়িম্বা রাণীর জয়।

রাণী। আসুন আপনারা আমার প্রাসাদে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

খাণ্ডবপ্রস্থ হইতে মথুরার পথ।

কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, কৃতবর্ম্মা, সাত্যকী।

অর্জ্জুন। সাত্যকি তুমি জান না? হিড়িম্বা রাণী যদুবংশের মেয়ে। ক্রোষ্টুর বংশে রুক্মেষু বলে একজন রাজা ছিলেন। তাঁর একজন বংশধর রুক্ম খাণ্ডবপ্রস্থে রাজা হন। হিড়িম্বা রাণী তাঁরই পৌত্রী সুতারা। রাক্ষস রাজ হিড়িম্ব রুক্মপুত্র রুক্মভানুকে শিশু কন্যাসহ বন্দী করে নিয়ে যান। সেই সময় রুক্মভানুর ভাই বৃষভানু ব্রজে গিয়ে রাজ্যস্থাপন করেন। খাণ্ডবপ্রস্থ পাঞ্চাল রাজ্যভুক্ত হয়। বৃষভানুর কন্যার নাম রুক্মিণী, রাণী আদর করে তাঁকে রাই বলে ডাকেন।

সাত্যকী। তবে তিনি তোমার শ্যালী হন্।

কৃষ্ণ। আর একটু হ'লে শ্যালীর পেটে যেতাম।

কৃতবর্ম্মা। তুমি যেমন মূর্খ। কোনও ক্ষত্রিয় কি ওরকম প্রতিজ্ঞা করে?

কৃষ্ণ। কৃতবর্ম্মা! তুমি আর সাত্যকি থাক্তে আমার অস্ত্র ধরবার দরকার কি?

সাত্যকি। অর্জ্জুন! হিড়িম্বরাজ্য তোমাদের হওয়ায়, তোমাদের রাজ্যের আয়তন দ্বিগুণ হয়ে গেল।

অর্জ্জুন। প্রায়।

সাত্যকি। ভীম কি এখন হিড়িম্ব রাজ্যে থাক্বেন।

অর্জ্জুন। হাঁ, তিনি রাক্ষস সৈন্য দিয়ে বন পরিষ্কার করাবেন। খাণ্ডবপ্রস্থে আর ভূমি নেই। রোজ সহস্র সহস্র লোক এসে ভূমি চাইচে।

সাত্যকি। রাক্ষসরা তোমাদের নতুন প্রজাদের খেয়ে না ফেলে।

কৃষ্ণ। তারা রাণীর নামে শপথ করেছে, নরমাংস আর খাবে না।

অর্জ্জুন। তারা পরম ধার্ম্মিক হয়েছে। সকলেই কৃষ্ণ ভক্ত।

সাত্যকি। কানাইএর খুব কপাল জোর। এক মাসের মধ্যে ঈশ্বরের অবতার হয়ে পড়লো। ব্রজে আর গোকুলে ত ওর পূজা ঘরে ঘরে হচ্চে। ভীষ্ম ওর ভক্ত হওয়ায় হস্তিনাপুরেও ওর অনেক পূজক হয়েচে। খাণ্ডবপ্রস্থের সকল প্রজাই কৃষ্ণ ভক্ত। কিন্তু কাহ্নাই মথুরায় তোমার পূজা হওয়া ভার। গেঞ্রোফকীর ভিখ পায় না।

কৃতবর্ম্মা। মথুরায় যে ঘরে ঘরে রাধার পূজা আরম্ভ হয়েছে।

কৃষ্ণ। কি কি?

সাত্যকি। হাঁ তোমাকে বল্তে ভুলে গিয়েছিলাম। সান্দীপনি নাস্তিকতা প্রচার কচ্ছিলেন বলে যদুবংশের কুলগুরু সূচিরোমা

তাঁকে ধরে এনে জীবন্ত অগুনে পোড়াচ্ছিলেন ; ধূ ধূ করে আগুন জ্বলে উঠেছে এমন সময় আকাশ থেকে এক দেবী এসে তাঁকে তুলে নিয়ে চলে গেলেন। সেই দেবীর নাম নাকি রাধা। সূচিরোমা এখন তাঁর ভারি ভক্ত। কাযেই দেশশুদ্ধ লোক এখন রাধার পূজা কচ্চে।

কৃষ্ণ। কি গুরুদেব নাস্তিক! তাঁকে আগুনে পোড়ান হচ্ছিল! মথুরাবাসী তোমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেও, আমি অস্ত্রত্যাগ করেচি। (উৎকট ক্রোধে পরিক্রমণ)

অর্জ্জুন। (করযোড়ে) দেব! ক্ষান্ত হও। মথুরাবাসী স্ত্রীবালবৃদ্ধ বহুল, তোমার ক্রোধের বিষয় নয়। মুনিবর মহাযোগী। তিনি বোধ হয় যোগবলে আকাশে চলে গিয়েছেন।

কৃতবর্ম্মা। না না তা নয়। সূচিরোমা রাধাকে স্বচক্ষে দেখেছেন। প্রহরীরা সকলে দেখেছে। অদ্ভুত জ্যোতির্ম্ময়ী এক দেবী। আকাশ থেকে নেমে এসে বল্লেন, বৎস আমি এসেছি, কার সাধ্য তোমাকে দগ্ধ করে। অমনি স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হ'তে লাগল। আকাশে দেবতারা এসে জড় হলেন। ইনি রাধা ইনি রাধা বল্‌তে বল্‌তে সান্দীপনি সেই দেবীর কোলে চড়ে আকাশে উড়ে গেলেন।

কৃষ্ণ। (অর্জ্জুনকে) এ আমারই রাধা। তাঁর শক্তি অসীম, তিনি সব কত্তে পারেন।

অর্জ্জুন। চল না তাঁকে দেখে আসি।

কৃষ্ণ। না তোমার উপর নতুন রাজ্য স্থাপনের গুরুভার পড়েছে তুমি ফিরে যাও।

অর্জ্জুন। তোমাকে যে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে কচ্চে না। তুমি অস্ত্রত্যাগ করে যে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছ।

কৃষ্ণ। আমার জন্যে ভেবনা। যিনি সান্দীপনিকে উদ্ধার করেছেন, তিনিই আমাকে রক্ষা করবেন। তুমি ফিরে যাও।

অর্জ্জুন। বল দরকার হ'লে আমাকে খবর দেবে ?

কৃষ্ণ। আচ্ছা তা দেব। তুমি যাও।

(কৃষ্ণের পদধূলি লইয়া সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মাকে অভিবাদন করিয়া অর্জ্জুনের প্রস্থান)

কৃতবর্ম্মা। কাহ্নাই তুমি আমাকে দোষ দিয়ো না। আমি রাজার অধীন কর্ম্মচারী। তুমি রাজার শ্বশুর জরাসন্ধকে বধ করেছ শুনে রাজা আমাকে আদেশ দিয়েছেন তোমাকে বন্দী কত্তে।

সাত্যকি। কৃতবর্ম্মা তুমি ত অত্যন্ত কাপুরুষ ; যতক্ষণ অর্জ্জুন ছিল, এ কথা বলতে সাহস কর নি।

কৃতবর্ম্মা। অর্জ্জুন নেই, তুমি ত আছ।

সাত্যকি। কর তবে আত্ম রক্ষা (তরবারি নিষ্কাসন)

কৃতবর্ম্মা। দরকার কি ঝগড়া করে ? রাণী বোধ হয় বাপের মৃত্যুতে ক্ষেপে উঠেছেন, তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে রাজা এই আদেশ দিয়েছেন। কৃষ্ণ মথুরায় গেলেই সব মিটে যাবে। রাজার কি সাধ্য ওর কেশস্পর্শ করেন। ঐ আমাদের রথ এসে পৌঁছুল। চল রথে ওঠা যাক।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

মথুরা—দেবকীর অন্তঃপুর। দেবকী ও রাধা।

দেবকী। বড় আশ্চর্য্য মা! তোমার মুখে আমি কানুর মুখ দেখ্‌তে পাই।

সুভদ্রার বেগে প্রবেশ।

সুভদ্রা। মা দাদাকে ধরে নিয়ে এসেছে।

রাধা। কা'র সাধ্য তাঁকে ধরে!

সুভদ্রা। এখন হেজি বেজি সকলেই পারে। পাঞ্চালের যুদ্ধের পর দাদা প্রতিজ্ঞা করেছেন আর অস্ত্র ধারণ করবেন না।

দেবকী। কেন অমন সৃষ্টি ছাড়া প্রতিজ্ঞা কল্লে? এখন রক্ষা করবে কে ওকে?

রাধা। কারও সাধ্য হবে না যে ওঁর কেশাগ্র স্পর্শ করে।

দেবকী। আমি বলাইকে ডাকিয়ে জিজ্ঞেস কচ্চি। (প্রস্থান)

সুভদ্রা। বউদি! আমার বিয়ের জন্যে মামা দুর্য্যোধনকে চিঠি লিখে পাঠালেন।

রাধা। তুমি যেমন সুলক্ষণা, তোমার ত সম্রাজী হবারই কথা।

সুভদ্রা। ঠাট্টা কচ্চো? আমার মরা মুখ যদি দেখ্‌তে না চাও ত এ বিয়ে বন্ধ কর?

রাধা। কাকে তুমি বিয়ে কত্তে চাও?

সুভদ্রা। তুমি বুঝে নেও।

রাধা। আচ্ছা দাঁড়াও। তুমি আমারই অংশ; তা হ'লে কৃষ্ণের অংশের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। তুই অর্জ্জুনকে ভাল বাসিস ?

সুভদ্রা। (রাধার বক্ষে মুখ লুকাইয়া) চুপ্ কর বউদি কেউ শুন্‌তে পাবে।

রাধা। শুন্‌তে পাওয়াই ত চাই। আমি কৃষ্ণকে বল্‌বো দুর্য্যোধনের সঙ্গে বিয়ে বন্ধ করে, অর্জ্জুনের সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে।

সুভদ্রা। দাদা যদি বন্ধ কত্তে না পারেন ?

রাধা। আমি বন্ধ করবো।

সুভদ্রা। বড় দা যে দুর্য্যোধনের দলে।

রাধা। তিনি পারবেন না বিয়ে দিতে।

সুভদ্রা। মামা এই বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন।

রাধা। ওঁর মৃত্যু উনি ডেকে আন্‌চেন।

সুভদ্রা। বউদি, তুমি ও রকম করে কথা কইলে আমার ভয় করে।

রাধা। কিসের ভয় ?

সুভদ্রা। আমার বোধ হয় তুমি মানুষ নও।

রাধা। হিড়িম্বার মত রাক্ষসী ?

সুভদ্রা। তা নয় ত কি, তাঁরই ত বোন তুমি! নীচে কিসের গোলমাল হচ্চে।

রাধা। তোর দাদা এল।

সুভদ্রা। দেখি গে। [প্রস্থান।

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। তুমি এখানে ?

রাধা। তুমি এখানে ? এই যে শুনলাম তোমাকে বন্দী করেছে।

কৃষ্ণ। এই বাড়ীতেই আমাকে বন্দী থাক্‌তে হবে। কই উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে একটু অভ্যর্থনাও কল্লে না ?

রাধা। সেদিন গুরুদেবকে উদ্ধার কত্তে গিয়ে পড়ে গিয়ে যে আমি কুঁজো হয়ে গিছি। এই দেখ। (কুব্জা হইয়া দণ্ডায়মান)

কৃষ্ণ। কুব্জা রাণী! এস তোমাকে সোজা করে দিই। (রাধার পৃষ্ঠে এক হস্ত ও চিবুকে এক হস্ত দেয়া)

রাধা। (সোজা হইয়া) দেখলে, তোমার কত শক্তি।

কৃষ্ণ। কত খেলাই জান ?

রাধা। কি খেলা দেখলে তুমি ?

কৃষ্ণ। তুমি এ ক'দিনে সম্পূর্ণ বদ্‌লে গেছ।

রাধা। নিত্য পরিবর্ত্তনই যে আমার স্বভাব।

কৃষ্ণ। তুমি মানুষ আর একেবারেই নেই।

রাধা। তাই কোমর ভেঙ্গে কুঁজো হয়ে ছিলাম।

কৃষ্ণ। লুকিয়ে থাক্‌বার জন্যে এ তোমার এক লীলা।

রাধা। তবে সবই আমার লীলা। তোমার অস্ত্রধারণ না করবার প্রতিজ্ঞাও আমার লীলা, রাক্ষসের হাতে পড়াও আমার লীলা, কংসের হাতে বন্দী হওয়াও আমার লীলা।

কৃষ্ণ। তা ত বটেই। আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম তুমি আমাকে অস্ত্রত্যাগ কত্তে আদেশ কল্লে; বোনের সঙ্গে ভীমের বিয়ে দেবার জন্যে আমাকে রাক্ষসের হাতে ফেলেছিলে। মামার হাতে আমাকে বন্দী করাবার উদ্দেশ্যটা এখনও বুঝতে পারিনি।

রাধা। তোমার বোনের বিয়ে দেবার জন্যে।

কৃষ্ণ। অর্জ্জুনের সঙ্গে ত? তাতে বিঘ্ন ঢের। জরাসন্ধের পরে এখন দুর্য্যোধনই হচ্চে চক্রবর্ত্তী সম্রাট। সে মামার নিমন্ত্রণ পেয়ে সহস্র রাজা আর একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে মথুরায় আস্‌চে।

রাধা। তুমি এখনই অর্জ্জুনকে নিমন্ত্রণ করে পাঠাও। যুধিষ্ঠিরকে পত্র লেখ তাঁর মিত্র আর করদ রাজগণকে নিয়ে সসৈন্যে এসে সুভদ্রার সঙ্গে অর্জ্জুনের বিয়ে দিয়ে যান। দুর্য্যোধনের মৃত্যুর পর যুধিষ্ঠির চক্রবর্ত্তী সম্রাট হবেন। তারপর তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের কায কত্তে পারবে।

কৃষ্ণ। নিজের কায কি রাধা?

রাধা। ভারতকে মহাভারত করা। আর্য্যাবর্ত্তে যুধিষ্ঠির আর অর্জ্জুন তোমার কায করবেন। রামচন্দ্রের পর দাক্ষিণাত্যে সভ্যতা বিস্তারের কোনও চেষ্টাই হয়নি, সেই এখন তোমার মুখ্য কায।

কৃষ্ণ। তা যেন হ'ল কিন্তু বাবা বর্ত্তমানে আমি সুভদ্রার বিবাহ দেবার কে ?

রাধা। মা হচ্চেন যদুবংশের রাণী, তাঁকে দিয়ে তা হ'লে নিমন্ত্রণ লেখাই। কিন্তু অর্জ্জুনকে তুমি একখানা পত্র লেখ। আর ভীষ্ম আর দ্রোণকে এক এক খানা চিঠি দেও তাঁরা যেন এ যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকেন।

কৃষ্ণ। তুমি কি কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বাধাতে চাও ?

রাধা। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

কৃষ্ণ। তবে আমাকে অস্ত্রধারণ কত্তে কেন নিষেধ কল্লে ?

রাধা। অস্ত্রধারণ তোমার স্বভাবের বিরুদ্ধ বলে।

কৃষ্ণ। তুমি প্রেমের প্রচার কত্তে এসেছ যুদ্ধ বন্ধ কর না কেন।

রাধা। তুমি "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়" পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছ এ যুদ্ধ না হ'লে এ তিনের কোনও কাযই হবে না, প্রেমের প্রচারও হবে না।

কৃষ্ণ। যুদ্ধে কি জগতের কোনও উপকার হয় ?

রাধা। উপকার না হ'লে জগতে সর্ব্বজীবে অহরহ যুদ্ধ হচ্চে কেন ? যুদ্ধ না হ'লে জীবের উন্নতি হয় না। বেদে যুদ্ধকে ঈশ্বরকৃত বলেচে।

কৃষ্ণ। আমার ত মনে পড়্চে না।

রাধা। "স ইন্ মহানি সমিথানি মজ্মনা কৃণোতি

যুধ্ম ওজসা জনেভ্যঃ।

অধাচন শ্রদ্দধতি ত্বিষীমত ইন্দ্রায় বজ্রং নিঘনিঘ্নতে বধং॥

কৃষ্ণ। তুমি ও মন্ত্রটার কি রকম অর্থ কত্তে চাও ?

রাধা। বাস্তবিক সেই যোদ্ধা অর্থাৎ ইন্দ্র শোধন বল দ্বারা মনুষ্যদিগের জন্য মহান্ যুদ্ধ সকলের সৃষ্টি করেন। অতএব মুহুর্মুহু সাজ্ঘাতিক বজ্র প্রহারকারী তেজস্বী ইন্দ্রের প্রতি লোকে অবশ্য ভক্তি করে।

কৃষ্ণ। হুঁ।

রাধা। তুমি দুষ্কৃতকারী জরাসন্ধ, শিশুপাল, দন্তবক্রকে বিনাশ করেছ। এখন দুর্য্যোধন, কংস আর সুরাপায়ী উচ্ছৃঙ্খল যাদবদের বিনাশ করে, সাধু পাণ্ডবদের পরিত্রাণ করে ভারতে যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন কর।

কৃষ্ণ। করবে তুমিই।

রাধা। আমার এখানে অজ্ঞাত বাস, ঘরের বা'র হইনে, একবার সুভদ্রাকে ডেকে দেবে ?

কৃষ্ণের প্রস্থান ও সুভদ্রার প্রবেশ।

সুভদ্রা। বউদি, আমাকে ডেকেছ ?

রাধা। তোমার দাদা বল্‌ছিলেন দুর্য্যোধন সহস্র রাজা, আর একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নিয়ে তোমাকে বিবাহ কত্তে আস্‌চেন। এখানে মহারাজা কংস, তোমার পিতা, বড় দাদা, কৃতবর্ম্মা, প্রভৃতি প্রধান যাদবগণ দুর্য্যোধনের পক্ষ। কি করে কি হবে বল দেখি ?

সুভদ্রা। তুমি যে বলেছিলে বিয়ে হ'তে দেবে না।

রাধা। আমি স্ত্রীলোক, আমি এ বিয়ে বন্ধ কত্তে পারি তোমার একথা বিশ্বাস হয় ?

সুভদ্রা। (অনেকক্ষণ একদৃষ্টে রাধাকে নিরীক্ষণ করিয়া হঠাৎ উঠিয়া রাধার সম্মুখে জানুপাতিয়া) ঃ—

দেবিপ্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জগতো' খিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য ॥

রাধা। (সুভদ্রাকে তুলিয়া মুখ চুম্বন করিয়া) ভয় কি বোন, আমি এ বিয়ে বন্ধ করবো, কিন্তু একটা কথা মনে থাকে যেন, আমি কিংবা কৃষ্ণ যা কিছু করি স্বাভাবিক উপায়ে করি। যদি সম্ভব হয় আমরা নিজে কিছুই করি না, সবই পরের দ্বারা করাই। এ ব্যাপারে তোমাকে দিয়ে একটু কায করাতে চাই। তোমাকে একখানা চিঠি লিখ্তে হবে অর্জ্জুনকে।

সুভদ্রা। (রাধার বক্ষে মুখ লুকাইয়া) বউদি আমি মরে গেলেও তা পারবো না।

রাধা। ভয় নেই বোন্, তুই অর্জ্জুনকে যেমন ভালবাসিস, অর্জ্জুনও তোকে তেমনি ভালবাসে। তোদের সম্বন্ধ শুধু এজন্মের নয়। রাজকন্যারা বিপদে পড়্লে এ রকম চিঠি লিখে থাকেন। যাও তুমি লিখে নিয়ে এস, আমি এখনই খাণ্ডবপ্রস্থে যাব।

সুভদ্রা। তুমি যাবে খাণ্ডবপ্রস্থে ?

রাধা। হাঁ, এ কায অন্য কারও দ্বারা হবে না। যাও শীঘ্র চিঠি লিখে নিয়ে এস।

সুভদ্রা। তুমি যখন বল্‌চো লিখচি, তুমি নারীমাত্রের কর্ত্রী, আমাদের লজ্জানিবারণের প্রভু ; দেখো যেন আমার সম্ভ্রমের হানি না হয়।

রাধা। সম্ভ্রমের বৃদ্ধিই হবে, হানি হবে না ; তুমি যাও।

[সুভদ্রার প্রস্থান।

দেবকী ও কৃষ্ণের প্রবেশ।

দেবকী। সত্যভামা কি বলে গেল জান মা, দাদা চন্দ্রাবলীকে বলেচে কৃষ্ণেব সঙ্গে তার বিয়ে দেবে।

রাধা। দিলে ত অনেক রক্তপাত বেঁচে যেত, কিন্তু সেটা তাঁর বাস্তবিক ইচ্ছা নয়।

দেবকী। তা কি আর বুঝিনি মা, সমস্ত জীবনটা ঐ করে কাট্‌ল। দাদার কোনও বিশেষ দুরভিসন্ধি আছে, সেইটে ঢাকবার জন্যে ঐ কথা বলেচে। এখন দিবা রাত্রি আয়ানের সঙ্গে গোপনে মন্ত্রণা হয়।

রাধা। বিষ থেকে সাবধানে থেকো মা। আমাকে এখনই খাণ্ডবপ্রস্থে যেতে হবে, সে চিঠি কখানা লেখা হয়েচে ?

দেবকী। বলিস্ কি মা ! তুই কোথা যাবি ?

রাধা। এই কাযের উপর আমাদের এ জীবনের সমস্ত ব্যাপার নির্ভর কচ্চে। আমাকে যেতেই হবে। তুমি আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করো না।

দেবকী। ও কি মূর্ত্তি ধল্লি মা ! আমি কি তোকে বাধা দিতে পারি ? চিঠি লেখা হয়েছে। কিন্তু তুই আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস, কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে। ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।

রাধা। (হাসিতে হাসিতে) নেও মা, একবার আমাদের কোলে করে বসো, তোমার ভয় ভেঙ্গে যাবে।

দেবকী। (ক্রোড়ের এক পার্শ্বে কৃষ্ণ অপর পার্শ্বে রাধাকে বসাইয়া) কি আশ্চর্য্য! কৃষ্ণের মুখে রাধাকে, রাধার মুখে কৃষ্ণকে দেখ্‌তে পাচ্ছি। (উভয়ের মুখ চুম্বন)

(চেটীদিগের প্রবেশ নৃত্য ও গীত)

বাউল একতালা

দেবকী দিব্যা তুমি ধন্য তুমি কাহ্না জননী।
তোমার কোমল কোলে তোমার কোমল কোলে
ছেলে দুলে দোলে রাধা নীলমণি॥
তুমি যদুকুলরাণী বধূ তব ভবরাণী
তুমি মথুরার রাণী বধূ তব রাধারাণী
পলকে পুলক মানি হৃদয়ে তাঁর চরণখানি
ধরে হৃদয়ে চরণ দু'খানি॥
ছেলে তোমার বজ্রধারী পলকে প্রলয়কারী
ছেলে তোমার বংশীধারী রাসবিহারী
রাসে নাচায় সংসারে
বাঁশীর মোহন সুরে মোহের ঘোরে
ঘুরে বেড়ায় ধরণী॥

যবনিকা।

ষষ্ঠ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

খাণ্ডবপ্রস্থ—যুধিষ্ঠিরের শিবির।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণ, ব্যাস ও ধৃষ্টদ্যুম্ন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। তোমরা যদি দুর্য্যোধনের নিমন্ত্রণ রক্ষা কত্তে যাও, এখানকার কায সব বন্ধ থাকে।

যুধিষ্ঠির। দুর্য্যোধন আমাদের সঙ্গে যতই শত্রুতা করুক না কেন, সে আমাদের ভাই ত বটে; নিমন্ত্রণ রক্ষা কত্তেই হবে।

ধৃষ্ট। তুমি গেলেই নিমন্ত্রণ রক্ষা হবে, এরা নাই বা গেল?

ভীম। সম্ভবত এ বিবাহে বিভ্রাট হবে, কৃষ্ণের কাছ থেকে সংবাদ না এলে আমাদের যাওয়া উচিত নয়।

ভীষ্ম। কি রকম বিভ্রাট?

ভীম। মামীর ইচ্ছা অর্জ্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ হয়।

যুধি। যদুপতি কংস নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন, সুভদ্রার পিতা, ভ্রাতা, দুর্য্যোধনের সঙ্গে বিবাহে সম্মতি দিয়েছেন; মামীর কথায় কি এ বিয়ে বন্ধ হবে?

ভীম। আমি কংসকে যদুপতি বলে মানি নে। দেবকীই যদুবংশের রাণী।

যুধি। বসুদেব আর বলরাম যখন বিয়ে দিচ্ছেন, যদুপতি যেই হ'ন না।

ভীম। কৃষ্ণ আমাকে বলেছিলেন সুভদ্রা অর্জ্জুনের পক্ষপাতিনী।

ভীষ্ম। অর্জ্জুন কি বলিস ?

অর্জ্জুন। (ভীষ্মকে ষ্টেজের ধারে আনিয়া) ঠাকুদ্দা! আমাকে যদি তুমি অনুমতি দেও, আমি সুভদ্রাকে হরণ করে আনি।

ভীষ্ম। (অর্জ্জুনের পৃষ্ঠ চাপড়াইয়া) ভ্যালা মোর ভাই! ঐ রকমই ত হওয়া চাই। আজ কালকার ক্ষত্রিয়রা বৈশ্যভাবাপন্ন হয়ে পড়েচে। বিবাহে আবার নিমন্ত্রণ কি ? বীরভোগ্যা বসুন্ধরা বীরভোগ্যা সুন্দরী।

দৌবারিকের প্রবেশ।

দৌবারিক। মথুরা থেকে দূত এসেছেন।

ভীষ্ম। নিয়ে এস, নিয়ে এস। ব্যাপারটা কৌতুকাবহ হয়ে আসচে।

(দৌবারিকের প্রস্থান ও যোদ্ধ্‌বেশে রাধার প্রবেশ ও
ঈষৎ শির হেলাইয়া সকলকে অভিবাদন)

ভীষ্ম। কে তুমি বৎস! আমার প্রাণটা যে ছুটে যাচ্ছে তোমাকে আলিঙ্গন কত্তে।

রাধা। আমি পত্রবাহক দূত মাত্র। এ পত্র কুরুপিতামহ ভীষ্মের।

ভীষ্ম। দেও আমাকে। (পত্র গ্রহণ)

রাধা। এ পত্র গুরু দ্রোণাচার্য্যের।

দ্রোণ। দাও আমাকে। (পত্র গ্রহণ)

রাধা। এ পত্র মহারাজা যুধিষ্ঠিরের।

যুধি। দাও আমাকে। (পত্রগ্রহণ)

রাধা। এ দুই পত্র মহাবীর অর্জ্জুনের।

অর্জ্জুন। আমাকে দেন। (পত্র গ্রহণ)

(সকলের পত্র পাঠ ও রাধার সকলের মুখের ভাব দর্শন ও মৃদু হাস্য)

যুধি। আপনারা সকলে এ পত্র পড়তে পারেন। রাণী দেবকী বলচেন সমস্ত মিত্র ও করদরাজ সমভিব্যাহারে সসৈন্যে আমি যেন সত্বর সুভদ্রার সঙ্গে অর্জ্জুনের বিবাহ দিতে যাই।

ভীম। আমি তবে সৈন্য প্রস্তুত করিগে। (প্রস্থানোদ্যত)

ভীষ্ম। দাঁড়াও দাঁড়াও। অর্জ্জুন, তোমায় কে পত্র লিখেছে ?

অর্জ্জুন। শ্রীকৃষ্ণ।

ভীষ্ম। আর ওখানা।

অর্জ্জুন। আপনাকে এর পর দেখাব।

ব্যাস। কৃষ্ণ কি লিখেছেন ?

অর্জ্জুন। মামী যা লিখেছেন তাই। এই দেখুন। (পত্র দান)

যুধি। কৃষ্ণ বড় ছেলে মানুষ। এ তারই ছেলে খেলা।

ভীম। কৃষ্ণ ঠিক কথাই বলেচে। ছেলে খেলা কোন্‌খান্‌টা দেখ্‌লে তুমি ?

যুধি। আঃ ভীম চপলতা করো না, সামান্য স্ত্রীলোকের জন্যে ভায়ে ভায়ে বিবাদ, যদুবংশের সঙ্গে বিবাদ, করা উচিত নয়।

ভীম। বিবাদ হবেই হবে, তুমি কতদিন আট্‌কে রাখ্‌বে ?

রাধা। মহারাজা যুধিষ্ঠির! সুভদ্রা সামান্য স্ত্রীলোক নন্।

যুধি। দূত, এ সকল বিষয়ে তোমার কথা কইবার অধিকার নেই।

রাধা। আমি যদুবংশীয়, আপনি যদুবংশের অপমান কচ্ছেন।

যুধি। আমিই কোন্ যদুবংশের বা'র। আমার অন্যায় হয়েছে।

রাধা। আপনার বিনয় সর্ব্বজন বিদিত।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। সমস্যা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। দুই বরের বিবাহে নিমন্ত্রণ। এক বরকে বাস্তব রাজা নিমন্ত্রণ কচ্ছেন, অপর বরকে ন্যায্য রাজা। মুনিবর বলুন আমাদের কি করা উচিত?

ব্যাস। এ বিষয়ে আমার মতামত নেই। তোমরা ক্ষত্রিয় বীর, ক্ষাত্র্যধর্ম্ম পালন কর।

ভীম। ক্ষাত্র্যধর্ম্ম অনুসারে আমাদের অর্জ্জুনের বিয়ে দিতে যাওয়া উচিত।

যুধি। ক্ষাত্র্যধর্ম্ম কি তুমি ভিন্ন আর কেউ বোঝে না?

ভীম। ক্ষাত্র্যধর্ম্মের অবতার ঐ ব'সে রয়েছেন জিজ্ঞেস কর না।

যুধি। পিতামহ, ভীমকে বোঝান।

ভীষ্ম। ও ত কিছু অন্যায় কথা বলেনি। সুভদ্রা বয়স্থা কন্যা সে যদি অর্জ্জুনের পক্ষপাতিনী হয় তাকে অন্য বরে দান করবার অধিকার রাজারও নেই, কন্যার পিতারও নেই।

যুধি। অধিকার থাক বা না থাক্। আমাদের সে বিষয়ের বিচার কত্তে গিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ করা কি উচিত?

ব্যাস। যুধিষ্ঠির যা বল্‌ছে ধর্ম্মসঙ্গত বটে।

ভীষ্ম। কিন্তু ক্ষাত্র্যধর্ম্মসঙ্গত নয়।

যুধি। ক্ষাত্র্যধর্ম্ম কি মনুষ্যত্বের বহির্ভূত ?

রাধা। আমার প্রগল্‌ভতা যদি ক্ষমা করেন, আমি বলি যে যদি সুভদ্রাদেবী স্বয়ং অর্জ্জুনকে পত্র দিয়ে বল্‌তেন আমি দুর্য্যোধনকে বিবাহ করবো না, তোমাকে করবো, তা হ'লে কি ক্ষাত্র্যধর্ম্মে আর মনুষ্যত্বে কোন প্রভেদ থাক্‌তো ?

অর্জ্জুনের আসন হইতে উত্থান, তরবারীতে হস্তক্ষেপ, রাধার প্রতি সোৎকণ্ঠে দৃষ্টি ও রাধার ইঙ্গিতে উপবেশন।

যুধি। আঃ তিনি যখন সে রকম পত্র দেননি সে কথা তোলা কেন ?

রাধা। আপনি বুঝেও বুঝবেন না। বেশ, দেখুন তবে।

(ব্যস্তভাবে হিড়িম্বা রাণীর প্রবেশ। পশ্চাতে জয়দ্রথের কেশ ধারণ করিয়া রাক্ষস সেনাপতির প্রবেশ)।

সকলে। একি, একি!

হিড়িম্বা। (ভীমকে) তোমরা চলে আসার পর এই লোকটা এসে বল্লে ওর নাম জয়দ্রথ ও তোমাদের ভগ্নীপতি হয়। আমি আর দিদি ওকে খুব আদর যত্ন করে রাখ্‌লাম। রাত্তিরে ও দিদির ঘরে ঢুকে তাঁর মুখ বন্ধ করে নিজের লোক দিয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। গোঁ গোঁ শব্দ শুনে আমি গিয়ে পড়লাম। লোক গুলকে মেরে ফেলে ওকে তোমাদের কাছে এনেছি; যদি সত্যি ভগ্নীপতি হয় এই ভয়ে প্রাণে মারিনি।

যুধিষ্ঠির। পিতামহ! আপনিই এর বিচার করুন।

ভীষ্ম। জয়দ্রথ তোমার এ দুর্ম্মতি কেন হ'ল?

জয়দ্রথ। আমি রাজাজ্ঞা পালক ভৃত্য মাত্র। এই পত্র দেখুন।

ভীষ্ম। (পত্র পড়িয়া) হুঁ। এ পত্র দুর্য্যোধনের, সেই ওকে দ্রৌপদীকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছে। উঃ কি পাপিষ্ঠ! আচার্য্য কি বলেন?

দ্রোণ। আমি সে পাপিষ্ঠকে ত্যাগ ক'ল্লাম। ভ্রাতৃ হত্যার চেষ্টা সে অনেকবার করেছে, আমি তা ক্ষমা করে এসেছি, কিন্তু ভ্রাতৃবধূ হরণের পাপ আমি সহ্য কত্তে পারবো না। আপনি কি করবেন?

ভীষ্ম। আমি সে দুরাচারের মুখ দর্শন করবো না।

দ্রোণ। তা ত হ'ল। কিন্তু যুদ্ধ যদি হয় আপনি কোন্ পক্ষ অবলম্বন করবেন?

ভীষ্ম। আমাদের নিরপেক্ষ থাকাই ভাল।

রাধা। এখন বোধ হয় মহারাজা যুধিষ্ঠির সুভদ্রার সঙ্গে অর্জ্জুনের বিবাহে আপত্তি করবেন না।

যুধিষ্ঠির। ওরা অধর্ম্ম করেছে বলে যে আমিও অধর্ম্ম করবো এমন কোনও কথা নেই। দুর্য্যোধনের কাছ থেকে বিবাহের নিমন্ত্রণ আগে এসেছে।

রাধা। কই মহাবীর অর্জ্জুন তাঁর দ্বিতীয় পত্রখানি ত পিতামহকে দেখালেন না।

ভীষ্ম। হাঁ কই দেখি।

অর্জ্জুন। এর পর দেখাব।

ভীষ্ম। (অর্জ্জুনের হাত থেকে পত্র কাড়িয়া লইয়া পাঠ) এই যে সুভদ্রার পত্র, জয় সুভদ্রার জয়। আর কেউ যা'ক আর না যা'ক আমি চ'ল্লাম মথুরায়। কা'র সাধ্য সুভদ্রার অন্যত্র বিবাহ দেয়?

রাধা। যাওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণের বড় বিপদ। তিনি অস্ত্রধারণ করবেন না শুনে কংস তাঁকে বন্দী করেছেন; বিষ দ্বারা হত্যা করবার চেষ্টায় আছেন।

যুধিষ্ঠির। একথা ত কেউ পত্রে লেখেনি।

রাধা। মহারাজ ক্ষত্রিয়রা নিজের বিপদের কথা কোন্ কালে লিখে থাকে?

অর্জ্জুন। আপনারা আমাকে অনুমতি দিন আমি মথুরায় যাই।

সকলে। একা।

অর্জ্জুন। কৃষ্ণ শপথ করে অস্ত্র ত্যাগ করেছেন। তিনি আমাকে বলে গিয়েছিলেন বিপদে পড়লে আমাকে সংবাদ দেবেন। আমি সংবাদ পেয়েছি আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব কত্তে পারবো না।

(প্রস্থানোদ্যত)

রাধা। দাঁড়াও দাঁড়াও অর্জ্জুন! কৃষ্ণকে রক্ষা করবার চেয়ে কৃষ্ণের আদেশ পালন করাই তোমার প্রথম কর্ত্তব্য। তুমি বরবেশে সসৈন্যে বিয়ে কত্তে চল।

সকলে। কে তুমি! অমন করে কথা কও ?

অর্জ্জুন। দাসকে যে রকম আপনি আজ্ঞা করবেন তাই করবো।

ভীষ্ম। কে বৎস তুমি ? বুড়োকে কেন অমন করে কষ্ট দিচ্চ ?

রাধা। অর্জ্জুন! তোমার ভ্রাতৃবধূকে বল, আমাকে একবার মাতা মহারাণীর কাছে নিয়ে যেতে! সেখান থেকে এসে আমি এঁদের কাছে পরিচয় দেব।

হিড়িম্বা। আসুন আপনি আমার সঙ্গে।

[হিড়িম্বা ও রাধার প্রস্থান।

ভীষ্ম। কে ও অর্জ্জুন! বল্লিনে ?

অর্জ্জুন। উনি এখনই নিজের পরিচয় দেবেন। এই টুকু বলে রাখ্‌চি, ওঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কায করা কারও সাধ্য নয়।

ভীষ্ম। তোরা সব সমান দুষ্টু হইছিস। আচ্ছা একটু ধৈর্য্য ধরেই থাকি। জয়দ্রথকে কি করা যায় ?

যুধিষ্ঠির। যাও জয়দ্রথ। দুর্য্যোধনকে গিয়ে বল, অর্জ্জুনকে বিবাহ করবার জন্য আহ্বান করে সুভদ্রা স্বয়ং পত্র লিখেছেন। সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা কোনও ক্ষত্রিয়ের সাধ্য নয়; অর্জ্জুনকে আমি পরিত্যাগ কত্তে পারি না, কাযেই আমরা সুভদ্রার সঙ্গে অর্জ্জুনের বিবাহ দিতে সসৈন্যে মথুরায় যাচ্চি। যদি দুর্য্যোধনের ইচ্ছা হয় স্থানেশ্বরের মাঠে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কত্তে পারে। তুমি ভগিনীপতি, তোমার কোনও দণ্ড আমি দিলাম না। যাও।

[জয়দ্রথের প্রস্থান।

(কুন্তীর হস্ত ধারণ করিয়া রাণীবেশে রাধা ও পশ্চাতে হিড়িম্বার প্রবেশ।)

কুন্তী। ঋষিবর! আপনিও রুক্মিণীকে চিন্‌তে পারেন নি?

রাধা। মা আপনাকে বিবাহের পৌরোহিত্যে বরণ করেছেন। কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন। (প্রণাম)

ব্যাস। মা! তোমার ইচ্ছা সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ হ'ক। অর্জ্জুনের বিবাহে পৌরোহিত্য আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

রাধা। আচার্য্য! অবসর মত আমাকেও একটু অস্ত্র শিক্ষা দেবেন। (প্রণাম)

দ্রোণ। বৎসে! তুমি অঙ্গুলি সঙ্কেতে জগৎকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াতে পার, অস্ত্র শিক্ষা করে কি করবে?

রাধা। পিতামহ! আমাকে একটু সত্যের মহিমা শিক্ষা দেবেন। (প্রণাম)

ভীষ্ম। দাঁড়াও দিদি! আমি তোমাকে একটু দেখি, হাঁ! তুমি কৃষ্ণের চেয়েও বড় ঃ—

প্রসূতে সংসারং জননি জগতীং পালয়তি চ।
সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয় সময়ে সংহরতি চ।
অতস্ত্বং ধাতাপি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরপি মহেশোঽপি।
প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীং॥

রাধা। পিতামহ! আমার সঙ্গে মথুরায় যাবেন ত?

ভীষ্ম! আর ভাই! নাকে দড়ি দিয়েছ, যে দিকে টান্‌বে সেদিকে যেতে হবে।

রাধা। (ধৃষ্টদ্যুম্নকে) দাদা (অভিবাদন) আপনার ভরসাতেই আমরা এই বিষম ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কচ্চি।

ধৃষ্টদ্যুম্ন। বোন! তোমার ভ্রাতৃত্ব পেয়ে আজ পৃথিবীর সাম্রাজ্য লাভ ক'ল্লাম।

রাধা। (যুধিষ্ঠিরকে) আর্য্য! আমার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করবেন। (অভিবাদন)

যুধিষ্ঠির। বৎসে! তোমার কাছে শিক্ষা পেয়ে আমি ধন্য হইচি।

রাধা। (ভীমকে) ভগিনিপতি! দুর্য্যোধন আর দুঃশাসনকে নাকি আস্ত গিল্‌বার প্রতিজ্ঞা করেছ?

ভীম। এক রাক্ষসী জয়দ্রথকে গলাটিপে আন্‌লেন, তাঁর বোন আর এক রাক্ষসী আমাদের সকলের গলাটিপে নিয়ে যাচ্চেন।

রাধা। (দ্রোণকে) আচার্য্য! আপনি কি শিষ্যের বিবাহ দিতে যাবেন না?

দ্রোণ। আমি চিরকাল ধৃতরাষ্ট্রের অন্নে প্রতিপালিত, স্থানেশ্বরে তোমাদের সঙ্গে যেতে পারবো না; মথুরায় অবশ্য যাব।

রাধা। পিসী মা! মা অনেক করে বলে দিয়েছেন, তোমাকে যেতে হবে।

কুন্তী। যাব বই কি! আমি যে দেবকীকে অনেকদিন দেখিনি।

রাধা। সুতারা! তুমি মথুরা যাবে না স্থানেশ্বরে?

হিড়িম্বা। যেখানে যেতে বল্‌বে তুমি।

রাধা। আমরা যুদ্ধে গেলে ভগিনীপতির ঈর্ষ্যা হ'তে পারে।

ভীম। তোমার ত সকলকে নিমন্ত্রণ করা হ'ল। এখন আমরা কাযের কথা কই। ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাদের সেনাপতি হবেন।

যুধিষ্ঠির। ধৃষ্টদ্যুম্ন! মাতুল শল্যরাজ, বিরাট প্রভৃতি মিত্র রাজাদের কাছে এখনই সংবাদ পাঠাও। আমরা আগে স্থানেশ্বরে পোঁছে ওদের পথ আগ্‌লে থাকবো। সব ভারই তোমার উপর, আজ তা হ'লে সভা ভঙ্গ হ'ক।

পটপরিবর্ত্তন

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মথুরা—দেবকীর প্রাসাদ।

সুভদ্রা।

সুভদ্রা। পাণ্ডবদের ত কোনও খবরই পাওয়া গেল না। দুর্য্যোধনের সঙ্গে বিয়ের কথাই সকলে বল্‌চে। ঠাকুর দাদার বাড়ীতে পুরুষদের ভোজ হয়ে গেল। বউদির কথা কি মিথ্যা হবে?

দেবকীর প্রবেশ।

দেবকী। হ'ল না মা! সব উল্টে গেল। এখনই আমার চর এসে বলে গেল কুরুপাণ্ডবদের যুদ্ধ হয়ে গেছে। দুর্য্যোধনের জয় হয়েছে, আমি আর একজন চর পাঠাচ্চি। তুই ভাবিস্‌নে।

[প্রস্থান।

সুভদ্রা। আমি ভাব্‌বো না ত কে ভাব্‌বে ? আমি যদি বাড়ীতে বসে থাকি, মামা আর বড়দা জোর করে দুর্য্যোধনের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দেবে। তার চেয়ে মরাই ভাল। কিন্তু মরবার আগে একবার অর্জ্জুনকে দেখ্‌তে হবে। নইলে আমার মরে সুখ হবে না।

[প্রস্থান।

চন্দ্রাবলীর প্রবেশ।

চন্দ্রা। সাতদিন ধরে স্থানেশ্বরে যুদ্ধ হচ্চে ; দণ্ডে দণ্ডে নতুন নতুন খবর আস্‌চে। এই শোনা যাচ্ছে দুর্য্যোধন হেরে গেছেন ; আবার তখনই খবর আস্‌চে পাণ্ডবরা হেরে গেছে। কই, বাবা ত কাহ্নাইএর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার আর কোনও কথা বলেন না। তবে সে দিন বল্লেন কেন ? যদি আমার সঙ্গে বিয়েই দেবেন, কাহ্নাইকে বন্দী করে কেন রেখেছেন ? ঐ যে পিসীমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে কাহ্নাই আস্‌চে, একটু আড়াল থেকে ওকে দেখি। (পর্দ্দার পার্শ্বে লুকান)

দেবকী ও কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। পাণ্ডবরা কখনই যুদ্ধে হারবে না। তুমি ভুল সংবাদ শুনেছ।

দেবকী। ভীষ্ম দ্রোণ যদি কুরুপক্ষে যুদ্ধ করে থাকেন, কেন হারবে না ?

কৃষ্ণ। তা হ'লেও হারবে না ;

ব্যস্তভাবে ললিতার প্রবেশ।

ললিতা। মা সর্ব্বনাশ হয়েছে। (হাঁপান)

দেবকী। কি হয়েছে মা ; আমার রাধার কি কোনও অমঙ্গল হয়েছে ?

ললিতা। না মা! তাঁর কোনও সংবাদ পাইনি। আমার স্বামী বল্লেন—

দেবকী। কি বল্লেন গুরুদেব বল বল।

ললিতা। মুখ দিয়ে যে বেরুচ্চে না মা।

কৃষ্ণ। বল ললিতা। ও রকম করে মাকে কষ্ট দিয়ো না। দাদা বুঝি সাত্যকির সঙ্গে বিবাদ করেছেন ?

ললিতা। তা নয়। বৃদ্ধ রাজা উগ্রসেনের বাড়ীতে সুভদ্রার আইবড় ভাতের ভোজ হচ্ছিল। কে সুরার সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিইছিল। সেই সুরা পান করে যদুবংশীয় সব প্রধানরা মারা গেছেন।

কৃষ্ণ। বাবা ত সুরাপান করেন না !

ললিতা। তিনি বেঁচে গেছেন।

কৃষ্ণ। ঠাকুরদাদা, দাদা, সারণ, সাত্যকি, অক্রূর, উদ্ধব ?

ললিতা। সব মারা গেছেন।

কৃষ্ণ। রাধে এ কি কল্লে ?

দেবকী। তুমি আমাকে স্তোক দিচ্চ ; তিনিও নেই।

(রোদন করিতে করিতে প্রস্থান, তাঁহাকে বুঝাইতে বুঝাইতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ললিতার প্রস্থান)

কৃষ্ণ। বাবা ছাড়া ত যদুবংশে এমন কেউ নেই যে সুরাপান করে না। সেদিন রাধা বলেছিল সুরাপায়ী যাদবদের বিনাশ হবে। রাধে ওদের প্রাণে কেন মাল্লে ? সুরাপান নিবারণ কল্লেই ত পাত্তে। মামা তোমার পাপের ভরা কানায় কানায় ভরেছে। নিজের বাপকে পর্য্যন্ত বিষ খাইয়ে মাল্লে !

চন্দ্রাবলী। (বাহিরে আসিয়া) বাবা কক্ষণও বিষ দেননি ; এ সেই আয়ানের কায।

কৃষ্ণ। চন্দ্রা তুমি এখানে লুকিয়ে ছিলে কেন ?

চন্দ্রা। তোমাকে দেখবো বলে।

কৃষ্ণ। ছি বোন্ ও কথা বলতে নেই। আমি নকুলের সঙ্গে তোমার বিয়ে দেব। অমন সুন্দর পুরুষ আমি কোথাও দেখিনি।

চন্দ্রা। দেখ তুমি যদি আমাকে বোন্ বলবে, কিংবা অন্য কারও সঙ্গে আমার বিয়ের কথা বলবে আমি তোমাকে খুন করবো।

কৃষ্ণ। চন্দ্রা আমার যে বিয়ে হয়ে গেছে।

চন্দ্রা। পিসে মশাই অত বিয়ে করেছেন, তুমি দুটো কত্তে পার না ?

কৃষ্ণ। দিন দিন দেশাচার বদ্‌লে যাচ্চে।

চন্দ্রা। এত শীগ্‌গির দেশাচার বদলায় না।

কৃষ্ণ। দেশাচার বদ্‌লাবার জন্যেই আমি এসেছি।

চন্দ্রা। ও সব বাজে কথা রাখ।

কৃষ্ণ। মামা এ বিয়ে দেবেন না। তিনি আমাকে বধ করবার চেষ্টায় আছেন।

চন্দ্রা। মিথ্যা কথা ; আমার বাবা তেমন নয়।

কৃষ্ণ। তোমার কথাই সত্য হ'ক চন্দ্রা, তিনি আমারও ত মামা।

চন্দ্রা। সে অনেক দূর-সম্পর্ক।

কৃষ্ণ। দূর কেন চন্দ্রা—

চন্দ্রা। না তুমি বাবাকে মামা বলতে পাবে না।

(নেপথ্যে কলরব)

চন্দ্রা। ঐ বাবা আসচে, আমি এখানে এসেছি জান্‌তে পাল্লে রাগ করবে। (পর্দ্দার আড়ালে লুকান)

কংস ও কংসের শরীররক্ষকগণের প্রবেশ।

কংস। কানাই, তুমি অতটুকুন ছেলে তোমার পেটে এত দুষ্টুমী! সুভদ্রার সঙ্গে বিয়ে দেব বলে আমি দুর্য্যোধনকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছি, তুমি কিনা আমার উপর টেক্কা দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলে পাঠিয়েছ অর্জ্জুনের সঙ্গে তার বিয়ে দেবে। বলাই, সারণ কৃতবর্ম্মা এরা দুর্য্যোধনের দিকে বলে তাদের বিষ খাইয়ে মেরেছ। তোমার বাপকেও মারবার চেষ্টা করেছিলে তিনি দৈবাৎ বেঁচে গেছেন। কিন্তু নরাধম! তুমি আমার বৃদ্ধ পিতাকে মেরেছ, আমার শ্বশুরকে মেরেছ নিজের ভাইদের জ্ঞাতি-দের মেরেছ, যদুবংশ ধ্বংস করেছ। তোমার মৃত্যু উপস্থিত।

কৃষ্ণ। মামা আপনার সাধ্য নয় আপনি আমাকে মারেন।

কংস। আমার নিজের অসি তোর পাপ রক্তে কলঙ্কিত করবো না ; রক্ষীগণ এই যদুকুল কলঙ্ককে বধ কর।

(কৃষ্ণের স্থিরভাবে রক্ষীগণের দিকে দৃষ্টি)

রক্ষীগণ। মহারাজ! আমাদের হাত পা অবশ হয়ে গেল এ নিশ্চয় মন্ত্র জানে।

ভীষ্ম, রাধা ও অনুচরবর্গের প্রবেশ।

কংস। মন্ত্র জানে বটে! দেখ্‌চি কেমন মন্ত্র। (সহসা এক রক্ষীর হস্ত হইতে শূল লইয়া কৃষ্ণকে আঘাত ; চন্দ্রাবলী কর্ত্তৃক স্বীয় দেহ দ্বারা কৃষ্ণকে আচ্ছাদন ও বর্ষা বিদ্ধ হওয়া)

চন্দ্রা। কানাই! ধর ধর আরও চেপে ধর। আর জন্মে যেন তোমায় পাই। (মৃত্যু)

কংস। চন্দ্রা কি কল্লি। ওঃ আমিই যে সেদিন ওর সঙ্গে তোর বিয়ের কথা বলেছিলাম। উঃ বুক ফেটে গেল। (বক্ষে করাঘাত, পতন ও মৃত্যু)

(ভীষ্মের অনুচরগণ কর্ত্তৃক কংসের রক্ষীগণকে বন্ধন)

ভীষ্ম। (কংসকে দেখিয়া) একেই বলে দেবতার মার। বড় ভাল হ'ল, নইলে এই পাপিষ্ঠের রক্তে আমার অসিকে কলঙ্কিত কত্তে হ'ত। কৃষ্ণ এই মেয়েটিকে কি বাঁচান যাবে না?

কৃষ্ণ। দেখুন দিকি আমার ত বোধ হচ্চে আর কিছু নেই।

রাধা। (দেখিয়া) না, কিছুই নেই। ভগিনি বড় সুন্দর

মরেছ। দেবের দুর্লভ মৃত্যু মরেছ। প্রিয়তমের প্রাণ রক্ষা কত্তে নিজের প্রাণদান। তোমাকে দেখে আজ আমার ঈর্ষ্যা হচ্চে।

ভীষ্ম। আর ওর মৃতদেহ বহন করে কি করবে, ওর পিতার পাশে ওকে শুইয়ে দেও। (কৃষ্ণের তথাকরণ) রাধা আমরা এত তাড়াতাড়ি করে এসেও কৃষ্ণকে বাঁচাতে পাত্তাম না, যদি এই বালিকা ওকে না বাঁচাত।

রাধা। পিতামহ, কৃষ্ণকে মারে কা'র সাধ্য ? চন্দ্রাকে উদ্ধার করবার জন্যে তার নাম জগতে ধন্য করবার জন্যে কৃষ্ণের এ খেলা।

ভীষ্ম। ঠিক বলেছ দিদি ! আজন্ম যুদ্ধ করে আসচি, কিন্তু সেই সময়টা আমারও হাত পা অবশ হয়ে গেল।

কৃষ্ণ। পিতামহ ! এ আমার ইচ্ছা নয়। মামাকে উচিত দণ্ড দেবার জন্যে, চন্দ্রার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করবার জন্যে এ মহামায়ার খেলা। মামা বলেছিলেন তিনি আমাকে স্বহস্তে মারবেন না। তাঁর আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আমি ত প্রস্তুত ছিলাম না।

ভীষ্ম। জানিনে ভাই তোমাদের মধ্যে কে বড় কে ছোট। যখন যাকে দেখি, তাকেই বড় বলে মনে হয়।

পাগলিনীর ন্যায় দেবকীর প্রবেশ।

রাধা। ভয় নেই মা। যে মরবার সেই মরেছে।

(রাধার কোলে দেবকীর ঢলিয়া পতন। দেবকীর কাণে রাধার কথা)

দেবকী। (প্রকৃতিস্থ হইয়া) কুরুবর! কৃষ্ণের মা কৃষ্ণের রক্ষককে প্রণাম কচ্চে।

ভীষ্ম। মা কৃষ্ণই জগতের রক্ষক। তাঁর রক্ষক যদি কেউ থাকে, সে এই মহামায়া, তোমার পুত্রবধূ।

(আয়ানকে বন্ধন করিয়া দেবকীর অনুচরগণের প্রবেশ)

দেবকী। বাবা কি বিপদ গেছে তাত জান না। আমার দাদা আর এই আয়ান দুজনে মিলে যদুবংশের সব প্রধানদের বিষ খাইয়ে মেরেছে। আমার বলাই, সারণ, সাত্যকি, এরা কেউ নেই।

ভীষ্ম। তবেরে নরাধম!

আয়ান। (রাধার পদতলে পড়িয়া) রাই রাই আমাকে বাঁচাও। আমি যা কিছু করিছি সব তোমাকে পাবার জন্যে, আমার জ্ঞান হ'য়ে অবধি তোমাকে ভালবেসে আসছি।

রাধা। ব্রজে আর একবার তুমি কৃষ্ণকে মাত্তে গিয়েছিলে, এখানে এই কাণ্ড কল্লে। আমাকে ত তুমি পাবে না। চন্দ্রাবলী যেমন গেছে তুমিও তেমনই যাও।

আয়ান। মেরো না মেরো না, এখন আমাকে মেরো না। আরও কিছু দিন বেঁচে থেকে আমি তোমার ঐরূপ ধ্যান করতে চাই।

কৃষ্ণ। ওর মতন ক্ষুদ্র প্রাণীকে মেরে কি হবে?

দেবকী। না বাছা। ওকে ছেড়ে দিলে তোর কলঙ্ক হবে।

লোকে বল্‌বে তোরই ইচ্ছা অনুসারে তোর দাদাদের আর জ্ঞাতিদের ও বিষ খাইয়ে মেরেছিল।

কৃষ্ণ। মা লোকে কি বলবে সে ভাবনা ভাব্‌বার কোনও প্রয়োজন নেই।

দেবকী। ও রাধাকে ভালবাসে, চিরকাল তোর শত্রু থাকবে।

কৃষ্ণ। রাধাকে যে জগৎ সুদ্ধ ভালবাসবে মা। আমিও তাদেরই একজন। কেউ কারও শত্রু নয়।

আয়ান। (রাধার চরণ স্পর্শ করিয়া) আমি তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌চি আমি আর পাপ ভাবে তোমাকে ভাব্‌বো না।

ভীষ্ম। মাতৃভাবে ভাব্‌বে ?

আয়ান। না তা নয়। সে ভাব ঠিক বুঝিয়ে বলা কঠিন। ব্রজনারীরা কান্হাকে যেমন পতিভাবে দেখে অথচ তাদের ভাল-বাসায় কামগন্ধ নাই, তেম্‌নি আমিও রাধাকে প্রাণেশ্বরী ভাবে দেখ্‌বো, তাতে দেহের সংস্পর্শ থাকবে না।

কৃষ্ণ। (ভাবাবেশে) ঠিক বলেছ আয়ান, তুমিই রাধাকে চিনেছ, ঐ প্রেম শেখাবার জন্যেই রাধা অবতীর্ণ হয়েছেন।

রাধা। মা তুমি ওকে ছেড়ে দেও।

দেবকী। যাও তুমি। কিন্তু সাবধান, যদি মনেও তুমি কৃষ্ণের অমঙ্গল চিন্তা কর, কেউ তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।

[রাধার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আয়ানের প্রস্থান।

ভীষ্ম। তবে এদেরও ছেড়ে দেয়া হ'ক।

[কংসের অনুচরগণের মুক্তি ও প্রস্থান।

ব্যস্তভাবে ললিতার প্রবেশ।

ললিতা। সুভদ্রাকে পাওয়া যাচ্চে না।

দেবকী। সর্ব্বনাশ হয়েছে। এখানে গুজব উঠেছিল যুদ্ধে পাণ্ডবদের পরাজয় হয়েছে, তাই শুনে পাছে দুর্য্যোধনের সঙ্গে বিয়ে হয় এই ভয়ে সে পালিয়েছে বোধ হয়।

[সকলের ব্যস্তভাবে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থানেশ্বরের নিকটস্থ এক উচ্চস্থান।

যুধিষ্ঠির ও কয়েকজন রক্ষী।

যুধিষ্ঠির। হায় হায় কেন এ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লাম? জ্যেষ্ঠতাতকে জলগণ্ডূষ দেবার কেউ রইল না। ভীম ভীম তুই কেন এত নিষ্ঠুর হলি? কি কুক্ষণে আমি তোকে রাক্ষস সৈন্য শিক্ষিত ক'ত্তে অনুমতি দিয়েছিলাম! মাতঃ বসুন্ধরে, আমি তোমার ধূমকেতু হয়ে জন্মেছিলাম। আজ আমারই দোষে তুমি মহাশ্মশানে পরিণত হয়েছে। স্থানেশ্বর, এই হত্যাকাণ্ড তোমার বক্ষে সম্পন্ন হবে বলেই কি তুমি জনশূন্য প্রান্তর হয়েছিলে। তোমার বক্ষে

ভারতবর্ষের ভাগ্যলিপি শোণিতের অক্ষরে লিখিত হবে বলেই কি তোমার বক্ষ এত বিস্তৃত, এমন কঠিন! তোমার বিশাল ক্ষেত্রে হস্ত পরিমিতস্থান নেই, যেখানে মৃতদেহ পতিত নেই। তুমি ত স্থানেশ্বর নও তুমি কুরুক্ষেত্র, কুরুকুলের সমাধিস্থল। যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলই মৃত দেহ; কোথাও কোথাও স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে। এ অর্জ্জুনের কারীগরী। এত রাগ কেন ভাই? দুর্য্যোধনের সাধ্য কি যে তোমার মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়। স্ত্রী কি ভায়েদের চেয়ে বড়। ওঃ অর্জ্জুনকে দোষ দিচ্চি, আমি নিজে কি করিচি? আমিই ত স্ত্রীর অপমানের প্রতিশোধ দেবার জন্যে ভাইদের নির্মূল ক'ল্লাম। রাজ্য, সাম্রাজ্য, জানি না কেন লোক এ সব চায়।

ভীমের প্রবেশ।

যুধিষ্ঠির। অর্জ্জুন কই?

ভীম। মথুরায় গেছে যুদ্ধ জয়ের সংবাদ দিতে।

যুধিষ্ঠির। নকুল সহদেব?

ভীম। ওরা দুজনেই একটু আহত হওয়ায় শিবিরে আছে।

যুধিষ্ঠির। আমার শ্বশুর, মামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন?

ভীম। তাঁরা বীর ধর্ম্মে দেহ ত্যাগ করেছেন। শল্যের পুত্রও মারা গিয়েছেন, বিরাটও গেছেন।

যুধিষ্ঠির। আমার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। স্ত্রীর সামান্য অপমানের শোধ দিতে গিয়ে স্ত্রীকে পিতৃহীনা, ভ্রাতৃহীনা কল্লাম,

মাতুলকে নির্ব্বংশ ক'ল্লাম। আমাদের সর্ব্বত্র সহায় বন্ধুদের হারালাম।

ভীম। সেই সঙ্গে তুমি মথুরা ছাড়া উত্তর ভারতবর্ষের একছত্র সম্রাট হ'লে।

যুধি। আমার কাছে সাম্রাজ্যের নাম করো না, আমার বিষ বলে বোধ হচ্চে। (প্রস্থান)

ভীম। তাই ত দাদা যে এত কাতর হবেন কে জান্‌তো? ওঁর সঙ্গে থাকাই ভাল; কি কত্তে কি করে বসবেন ঠিক নেই।

[ভীমের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কুরুক্ষেত্র।

যোদ্ধৃবেশে সুভদ্রা ও একজন কৃষকের প্রবেশ।

সুভদ্রা। এই খানেই কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়েছিল?

কৃষক। সে কথাও কি জিজ্ঞেস কত্তে হয়? দশ ক্রোশ ধরে মড়া পড়ে রয়েছে দেখ্‌তে পাচ্চেন না?

সুভদ্রা। তুমি জান যুদ্ধে কাদের জয় হয়েছে?

কৃষক। তা জানিনে; শুনিচি এখান থেকে কেউ জ্যান্ত ফেরেনি।

সুভদ্রা। দুর্য্যোধন?

কৃষক। মরে গেছেন।

সুভদ্রা। তাঁর ভাইএরা ?

কৃষক। সব মরে গেছেন।

সুভদ্রা। যুধিষ্ঠির ?

কৃষক। মরে গেছেন।

সুভদ্রা। ভীম ?

কৃষক। মরে গেছেন।

সুভদ্রা। নকুল সহদেব ?

কৃষক। মরে গেছেন।

সুভদ্রা। অর্জ্জুন ?

কৃষক। আচ্ছা পাগল ! বল্‌চি যে সব মরে গেছে।

সুভদ্রা। অর্জ্জুনের কথা ত বলনি।

কৃষক। মরে গেছে, গেছে, গেছে। (প্রস্থান)।

সুভদ্রা। মিটেচে জীবনের তৃষ্ণা, এইবার প্রাণায় স্বাহা বলে পূর্ণাহুতি দেব। আমার মতন পাপিষ্ঠার এ দণ্ড হবে না ত কার হবে ? আমার দাদাদের মৃত্যু শুনে ত আমার আত্মহত্যা কত্তে ইচ্ছা হয়নি। অর্জ্জুন আমার কে ? তিনি নেই শুনে আর এ পৃথিবীতে থাক্‌তে ইচ্ছে কচ্চে না কেন ? যা'ক মরবার সময় আর মনের সঙ্গে ভণ্ডামী করবো না। অর্জ্জুন তুমি এক দিকে আর সমস্ত জগৎ একদিকে। তাও নয় ; জগৎ তোমার কাছে তুচ্ছ। তুমিই আমার সব। তুমি নেই, তবুও এতক্ষণ আমি বেঁচে আছি। এ কি আশ্চর্য্য ! মানুষের প্রাণ কি কঠিন ! সহজে ত বেরুতে চায় না। না, এখনও বেরুবার সময় হয়নি। আগে তাঁকে খুজে

বা'র করি, একবার তাঁকে বক্ষে ধারণ করে নারী জন্ম সার্থক করি, তবে ত ম'রবো। কিন্তু এ মৃত দেহের সমুদ্রের মধ্যে কি খুঁজে পাব ? এই মরুভূমির মধ্যে কি একটি বালুকণাকে বা'র কত্তে পারব ? অবশ্য পারব। তিনি ত বালুকণা নন, তিনি যে পর্ব্বত। (অগ্রসর হইয়া মৃতদেহ অন্বেষণ)

ছদ্মবেশে অর্জ্জুনের প্রবেশ ও কৃত্রিম শ্মশ্রু ও গুম্ফ উন্মোচন।

অর্জ্জুন। পথে যাকে জিজ্ঞেস করিচি সেই বলেচে এক পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক এই পথে এসেছে। আমিও ত স্বচক্ষে অনেক সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখ্লাম, পাগলের মত এই দিকে ছুটে আস্চে। তাদের পতি, পুত্রকে খুঁজতে আসচে বোধ হয়। হে বিধবা সতী, হে পুত্রহীনা মাতৃগণ! এই অর্জ্জুনই তোমাদের দুঃখের মূল। তোমাদের দীর্ঘনিশ্বাস কি কখন ব্যর্থ হয় ? জ্বলন্ত আগুনের মত আমার হৃদয়কে দগ্ধ কচ্চে। ভাগ্যে ছদ্মবেশে এসিচি, নইলে এতক্ষণে শত শত নারী এসে আমাকে অভিসম্পাৎ দিত। সুভদ্রা অত ব্যস্ত হ'লে কি চলে, এতদিন ধৈর্য্য ধরে ছিলে, আর একটা দিন থাক্‌তে পাল্লে না ? এই মৃত দেহের অরণ্যের মধ্যে আমাকে কত খুঁজেছ ? হয় ত সামান্য সাদৃশ্যে প্রতারিত হয়ে কোন মৃত দেহের পাশে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছ। জানি না সে কোন্ ভাগ্যবান্। আগামী জন্মে সেই তোমাকে লাভ করবে। কে ও ? একজন রথীর মত বোধ হচ্চে। (গুম্ফ শ্মশ্রু ধারণ) কোনও আত্মীয়র মৃতদেহ খুঁজচে। আহা এ যে বালক। কি সুন্দর বালক!

চক্ষে শত ধারা বচ্চে। (অগ্রসর হইয়া) কা'কে খুঁজচো তুমি বালক ?

সুভদ্রা। (অগ্রসর হইয়া) আমার বন্ধুকে।

অর্জ্জুন। বৃথা চেষ্টা; পারবে না খুঁজে বা'র কত্তে।

সুভদ্রা। যতক্ষণ না পাব খুঁজ্‌বো; খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে মরবো।

অর্জ্জুন। যদি খুঁজে পাও ?

সুভদ্রা। তাঁর পাশে দেহ ত্যাগ করবো।

অর্জ্জুন। তুমি বীর; আত্মহত্যা স্ত্রীলোকে করে।

সুভদ্রা। আপনি এখানে কি কত্তে এসেছেন ?

অর্জ্জুন। আমার এক আত্মীয়কে খুঁজতে।

সুভদ্রা। তিনিও কি এই যুদ্ধে মারা গেছেন ?

অর্জ্জুন। না; তিনি আমাকে খুঁজতে এসেছেন, আমি যুদ্ধে মারা গেছি শুনে হয় ত আত্মহত্যা করেছেন।

সুভদ্রা। তিনি যদি আত্মহত্যা করে থাকেন, আপনি কি করবেন ?

অর্জ্জুন। তাঁর পাশে প্রাণত্যাগ করবো।

সুভদ্রা। তিনি বুঝি আপনার স্ত্রী ?

অর্জ্জুন। বেঁচে থাক্‌লে আমার স্ত্রী হ'তেন।

সুভদ্রা। আত্মহত্যা ত স্ত্রীলোক করে, আপনি কেন করবেন ?

অর্জ্জুন। তুমি বন্ধুর জন্যে প্রাণ দিতে পার, আমি আমার প্রাণেশ্বরীর জন্যে পারিনে ?

সুভদ্রা। আপনার নাম কি? আপনি কোন্ পক্ষের লোক?

অর্জ্জুন! আমার নাম বিজয়। আমি পাণ্ডব পক্ষের লোক। তোমার নাম কি? তুমি কোন্ বংশীয়? তোমাকে পূর্ব্বে দেখিচি দেখিচি বোধ হচ্চে।

সুভদ্রা। আমি যদুবংশীয়, আমার নাম ভদ্র।

অর্জ্জুন। তুমি সুভদ্রা দেবীকে চেন?

সুভদ্রা। কোন্ সুভদ্রা?

অর্জ্জুন। কৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রা, আবার কোন্ সুভদ্রা?

সুভদ্রা। কৃষ্ণ কে?

অর্জ্জুন। তুমি মিথ্যা কথা বলেছ; তুমি কক্ষণও যদুবংশীয় নও।

সুভদ্রা। আপনি বাসুদেব কাহ্নাইএর কথা বল্‌চেন?

অর্জ্জুন। হাঁ, আজ তুমি তাঁকে দেখেছ?

সুভদ্রা। কাহ্নাইকে?

অর্জ্জুন! আঃ না। সুভদ্রাকে।

সুভদ্রা। (মুখ ফিরাইয়া কয়েক পা গিয়া) কে এ লোকটা? এর অভিপ্রায় কি? আচ্ছা দেখছি। (সম্মুখে আসিয়া) দেখিচি।

অর্জ্জুন। কোথায়? কোথায় দেখেছ তাঁকে?

সুভদ্রা। একটু আগে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

অর্জ্জুন। কেন আত্মহত্যা কল্লেন?

সুভদ্রা। অর্জ্জুন যুদ্ধে মারা গেছেন শুনে।

অর্জ্জুন। সুভদ্রা সুভদ্রা! কেন এমন কায কল্লে? এই যে আমি বেঁচে আছি। (কৃত্রিম দাড়ি গোঁফ দূরে নিক্ষেপ) কোথায় তাঁর দেহ পড়ে আছে আমাকে দেখিয়ে দেও।

সুভদ্রা। ঐ যে আর একটু আগে।

[অর্জ্জুনের প্রস্থান।

সুভদ্রা। পালাই এইবার। এ বেশে আমি ওঁকে খুঁজতে এসেছি, যদি উনি জান্‌তে পারেন! উঃ কি লজ্জা! তার চেয়ে মরাই ভাল। (প্রস্থানোদ্যত) নাঃ তা হবে না। উনি যদি সত্যি আত্মহত্যা করে বসেন। কি করি!

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। কই? আমি ত দেখতে পেলাম না।

সুভদ্রা। আমি মিছে কথা বলিচি; তিনি মরেননি।

অর্জ্জুন। বালক যোদ্ধাদের ক্রোধকে ভয় ক'রো।

সুভদ্রা। আপনি মথুরায় যান সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

অর্জ্জুন। আমি সেইখান থেকেই আসচি। আমাদের যুদ্ধে পরাজয় হয়েচে শুনে তিনি নিরুদ্দেশ হয়েছেন।

সুভদ্রা। তিনি মথুরায় ফিরে গেছেন। আপনি যান।

অর্জ্জুন। তুমি এত মিথ্যা কথা বলচো কেন? নিশ্চয় তোমার কোন দুরভিসন্ধি আছে।

সুভদ্রা। সত্যি বল্‌চি তিনি আত্মহত্যা করেননি।

অর্জ্জুন। তুমি তাঁকে কখন্ দেখেছিলে ?

সুভদ্রা। এখনই।

অর্জ্জুন। তবে যে বল্লে তিনি মথুরায় গেছেন ?

সুভদ্রা। মথুরার পথে গেছেন।

অর্জ্জুন। আমিত সেই পথ দিয়েই আস্‌চি।

সুভদ্রা। আপনি বোধ হয় তাঁকে চিন্‌তে পারেননি।

অর্জ্জুন। তিনি নিশ্চয় আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর দেহ কোথা আছে বল।

সুভদ্রা। তিনি আত্মহত্যা করেননি।

অর্জ্জুন। আমার ধৈর্য্যচ্যুতি করো না। দেখিয়ে দেও তাঁর দেহ কোথা আছে।

সুভদ্রা। আমি বল্‌চি তিনি আত্মহত্যা করেননি।

অর্জ্জুন। আমার প্রতি দয়া কর ; দেখিয়ে দেও তাঁর দেহ।

সুভদ্রা। তিনি মরেননি আমি কোথা তাঁর দেহ পাব ?

অর্জ্জুন। তবে তুই তাঁকে হরণ করিছিস। আত্মরক্ষা কর পামর ; তোর মৃত্যু আসন্ন। (তরবারি নিষ্কাসন)

সুভদ্রা। আমি যুদ্ধ কত্তে জানি না। আত্মরক্ষা কত্তে অক্ষম।

অর্জ্জুন। যোদ্ধ‍ৃবেশে আছিস ; যুদ্ধ কত্তে জানিস না ? আত্মরক্ষা কর, নইলে তোর কুকুরের মৃত্যু হবে।

(তরবারি উত্তোলন ; সুভদ্রার তরবারি দ্বারা আঘাত নিবারণ ;
উভয়ের যুদ্ধ ; বক্ষে আহত হইয়া সুভদ্রার পতন ; সুভদ্রার
পাগ্‌ড়ী খুলিয়া পড়া ও কেশরাশি উন্মুক্ত হওয়া)

অর্জ্জুন। কি সর্ব্বনাশ! এ যে স্ত্রীলোক। ওঃ এই ত সুভদ্রা। কি কল্লাম! কি কল্লাম! কি কল্লাম! (নিজের বক্ষে তরবারি বসাইতে যাওয়া

রাধা ও কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। (অর্জ্জুনের তরবারি ধারণ করিয়া) কি কর অর্জ্জুন!

অর্জ্জুন। এলে ত আর একটু আগে কেন এলে না? আমি সুভদ্রাকে বধ করিচি।

কৃষ্ণ। (সুভদ্রাকে দেখিয়া) তাইত! কেন এমন কায কল্লে?

অর্জ্জুন। আমি পাগল হয়ে গিছলাম। বাঁচাও বাঁচাও ওকে, নইলে আমি আত্মহত্যা করবো।

রাধা। ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও; আমি সুভদ্রাকে বাঁচিয়ে দিচ্চি।

[অর্জ্জুনকে টানিয়া লইয়া কৃষ্ণের প্রস্থান।

(রাধা কর্ত্তৃক সুভদ্রার বর্ম্ম উন্মোচন; রক্ত বন্ধকরণ ও নাসিকাতে ফুৎকার; সুভদ্রার জ্ঞানলাভ)

সুভদ্রা। তুমি! তবু ভাল।

রাধা। একটুখানি কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়েচে, তাই দেখেই অর্জ্জুন আত্মহত্যা কচ্ছিল; কি ছেলেমানুষ!

সুভদ্রা। উনি তবে আমাকে চিনতে পেরেছেন; আমার মরণই ভাল ছিল। আমি ওঁকে মুখ দেখাতে পারবো না; আমাকে কোথাও নিয়ে চল। (রাধাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান)

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। অদ্ভুত ক্ষমতা! এর মধ্যে ওঁকে বাঁচিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেন।

কৃষ্ণ। তুমি যেন ওকে চিন্‌তে পারনি, ও ত তোমাকে চিন্‌তে পেরেছিল, পরিচয় দেয়নি কেন?

অর্জ্জুন। ঐটেই আশ্চর্য্য।

কৃষ্ণ। ওটা ত আশ্চর্য্য নয়। এত লোক মেরেও যে তোমার রক্তপিপাসা মেটেনি, সেইটেই আশ্চর্য্য। চল আমরা মথুরায় যাই, সেখানে সকলে সুভদ্রার জন্যে ভাবিত আছেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দেবকী, বসুদেব, কৃষ্ণ, রাধা, সান্দীপনি ও সত্যভামা।

কৃষ্ণ। পিতা আর আপনার নির্লিপ্ত থাকা চলবে না, এইবার রাজ্যের ভার নিতে হবে।

বসুদেব। না কৃষ্ণ আমাকে ও কথা বলো না। আমার হৃদয় মরুভূমি হয়ে গেছে। সংসারে আর আমাকে জড়িয়ো না।

কৃষ্ণ। মা তবে তোমার রাজ্য তুমিই সামলাও।

দেবকী। না বাবা, এতদিন তোর ভাবনা ভেবে ভেবে আমি আমার ইষ্টদেবকে ভাববার সময় পাইনি। এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে

তাঁর ধ্যান করবো। তোমরা দুজনে সিংহাসনে বসো; আমার জীবন সার্থক হ'ক।

কৃষ্ণ। মা আমরা ত সিংহাসনে বস্‌তে আসিনি। আমাদের যে ঢের কায। পাপীদের বিনাশ, সাধুদের পরিত্রাণ হয়েছে। কিন্তু ধর্ম্মসংস্থাপন যে বাকী রয়েছে, প্রেমের প্রসার, যোগের প্রচার বাকী রয়েছে। গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা কর, ওঁকে গুরু-দক্ষিণা কি দিতে প্রতিশ্রুত আছি ?

সান্দীপনি। বৎস তার ত এখনও সময় আছে। আগে তুমি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন কর। পৌত্রমুখ নিরীক্ষণ করে ধর্ম্ম প্রচার ক'ত্তে বেরিয়ো।

কৃষ্ণ। না গুরুদেব কর্ত্তব্য বাকী থাক্‌তে ত আমি স্থির হ'তে পাচ্চিনে, প্রাণের ভিতর সর্ব্বদা আদেশ শুন্‌চি উঠ কায কর, উঠ কায কর।

সান্দীপনি। পিতৃঋণ পরিশোধ করাও ত তোমার কর্ত্তব্য।

কৃষ্ণ। সে ত আমাদের দ্বারা হবে না, রাধাকে জিজ্ঞাসা করুন।

রাধা। কেন হবে না ? তুমি সত্যভামাকে বিবাহ করে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন কর।

সত্যভামা। রাধা! কৃষ্ণকে বিবাহ করবো এমন স্পর্দ্ধা আমি রাখি না। আমি জানি তোমরা দুজন নিষ্কাম ধর্ম্ম-প্রচার করবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছ। তোমাদের প্রেমে দৈহিক সম্বন্ধ থাক্‌তে পারে না। তোমরা জগতে পবিত্রতার আদর্শ

দেখাতে এসেছ। তোমাদের দেখে আমার মনের অপবিত্রতা দূর হয়েছে। আমার এখন কেবল এই অভিলাষ যে দাসী হয়ে তোমাদের দুজনের সেবা করবো, কৃষ্ণকে প্রাণেশ্বর রূপে ধ্যান করবো, যথাসাধ্য তোমাদের কার্য্যে সাহায্য করবো।

বসুদেব ও দেবকী। তোমাদের কার্য্যে আমরা কি কিছু সাহায্য কত্তে পারি না ?

রাধা। আপনাদের কায ত আপনারা কচ্চেন। ভগবানকে পুত্রভাবে দেখ্‌বার অধিকার কেবল চার জনের, আপনাদের দুজনের আর গোকুলের রাজা রাণীর।

বসুদেব ও দেবকী। আমরা ত ওকে পূজা কত্তে পারবো না।

রাধা। আপনারা যা কচ্চেন ঐ ওঁর পূজা।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

বসুদেব। তোমরা যদি রাজ্য না করবে, মথুরার রাজ্য কে শাসন করবে ?

কৃষ্ণ। ভদ্রার্জ্জুন। আপনাদের পরে এখন ভদ্রাই যদুবংশের একমাত্র বংশধর।

অর্জ্জুন। কেন তুমি ?

কৃষ্ণ। আমি ধর্ম্ম প্রচার কত্তে দাক্ষিণাত্যে যাচ্ছি।

অর্জ্জুন। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

কৃষ্ণ। তা হবে না; তুমি না থাক্‌লে মথুরারাজ্য অরাজক হবে। তা ছাড়া তুমি আর ভীম যুধিষ্ঠিরের দুই বাহু। তিনি

সমগ্র ভারতের একছত্র সম্রাট হয়ে ভারতকে মহাভারত করবেন। ভীম খাণ্ডবপ্রস্থে, তুমি মথুরায়, নকুল মদ্র রাজ্যে, সহদেব মগধে রাজা হয়ে তাঁর সাহায্য করবে। শ্রীরামচন্দ্রের পরে দাক্ষিণাত্যে আর্য্যদের প্রভুত্ব লুপ্ত হয়েছে আবার সেখানকার অধিবাসীরা রাক্ষস ভাবাপন্ন হয়েছে। আমি সেখানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের উপনিবেশ স্থাপন করে সেখানকার অসভ্যদের ধর্ম্ম শিক্ষা যুদ্ধ শিক্ষা কৃষি শিক্ষা দেব। উপানষদের প্রচার করবো, যোগের সহজ প্রণালী আবিষ্কার করবো, রাধা পূজার প্রবর্ত্তন করবো। আপনারা আমাদের বিদায় দিন।

দেবকী। এখনই যাবে নাকি ?

কৃষ্ণ। এখন আমরা গোকুলে যাব। সেখানকার সকলে অনেক দিন আমাদের না দেখে বড় কাতর হয়েছেন। সেইখান থেকে আমরা দ্বারকা যাত্রা করবো।

বসুদেব ও দেবকী। আমরা তবে এখানে থেকে কি করবো, তোমাদের সঙ্গে যাই।

অন্য সকলে। গোকুল পর্য্যন্ত আমরাও সঙ্গে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

বৃন্দাবন—যমুনাতীর।

কদম্বমূলে রাধাকৃষ্ণ। একদিকে শ্রীদাম, সুবল, আয়ান প্রভৃতি পুরুষগণ, অপর দিকে সত্যভামা ও গোকুল ও ব্রজের নারীগণ।

কীর্ত্তন।

পুরুষগণ। হৃদয় কমলে কমলাধিকে রাধিকে হৃদয়েশ্বরী।

নারী। হৃদিবৃন্দাবনে প্রাণের পুলিনে কানাই বাজাও বাঁশরী॥

পুরুষ। আমরা চাইনা অর্থ চাইনা ধর্ম্ম প্রেম দেও প্রেমের কিশোরি।

নারী। ওহে যোগেশ্বর মিশাও এ প্রাণ সেই মহাপ্রাণে তোমারি॥

পুরুষ। আমরা চাইনা মুক্তি দেও গো ভক্তি চরণে পরমেশ্বরি।

নারী। জনম জনম দাসী হয়ে যেন বক্ষে তোমার চরণ ধরি॥

পুরুষ। অজ্ঞান জনে দেও জ্ঞান উমে সনাতনি জগদীশ্বরি।

নারী। শরম ধরম চরণে সঁপিনু করহে গ্রহণ শ্রীহরি॥

পুরুষ। আনন্দময়ি ভূমানন্দে তোর আনন্দের বহে লহরী।

নারী। ওহে রসরূপ দেখাও স্বরূপ চাখাও রসের মাধুরী॥

পুরুষ। চিন্ময়ি রাধে এস মন মাঝে আলোকে পুলক বিথারী।

নারী। ওহে প্রাণেশ্বর হৃদয়ে বিহর বিতর প্রণয় বারি॥

পুরুষ। মঙ্গলী মাত দূর কর দুরিত নিবার ডর সবারি।

নারী। তুমি প্রভু প্রাণ জগত জীবন আমরা দেহ তোমারি॥

পুরুষ। অনাদি প্রকৃতি মায়া দেও চরণ ছায়া কায়াতে আমারি।

নারী। পুরুষোত্তম লও প্রিয়তম বুকে প্রেমাধিনী নারী॥

যবনিকা

সমাপ্ত।

১৯-৪-১৯১৯

লাহোর ল কলেজের

প্রিন্সিপ্যাল শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

অন্যান্য গ্রন্থাবলী।

১। **দুই বোন**—সম্পূর্ণ নূতন ধরণের উপন্যাস—বাঙ্গলা ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে। মূল্য ২৲ টাকা।

২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২। **মণিমহেশ**—ঐতিহাসিক উপন্যাস—কাঙ্গড়ার প্রাচীন দুর্গের বিচিত্র কাহিনী। মূল্য ১।০।

৩। **দুই ব্যাই**—দুই বেয়াইএ বিবাদ করিয়া পুত্রকন্যার কিরূপ অনিষ্ট করেন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মূল্য ১৲ টাকা।

৪। **অংশুমতী**—"বই খানি ভারি সুন্দর হইয়াছে"—ভারতবর্ষ। মূল্য ১৷০ আনা।

শেষ তিনখানি পুস্তক

৪৪নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে ভূদেব পাব্লিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৫। **বিভা**—(উপন্যাস) মূল্য ১॥০ টাকা। ৫নং উড ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

ক্ষীরোদ বাবুর নাটক সকল উর্দ্দুতে অনুবাদ হইয়া লাহোরে অভিনীত হইতেছে। পঞ্জাবের গবর্ণর, চীফ্ জষ্টিস্, স্বাধীন মহারাজগণ প্রভৃতি অভিনয় দেখিয়া ইহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

মুল বাঙ্গলায় নাটকগুলি শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

রমা নাটক—যন্ত্রস্থ।